মানবিক বাংলাদেশ

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা রবিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-৩৩৯ ॥ ৩০ মার্চ ২০২৫ ॥ ১৫ চৈত্র ১৪৩১ বাংলা ॥ ২৯ রমজান ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

ড. ইউনূসকে ৫ বছর প্রধানমন্ত্রী পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আজীবন থাকবে: সারজিস আলম

স্টাফ রিপোর্টার :প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে পাঁচ বছরের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আজীবন থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম।শনিবার (২৯ মার্চ) দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ মন্তব্য করেন।পোস্টে সারজিস আলম লেখেন, 'প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মতো একজন স্টেটসম্যানকে পাঁচ বছরের জন্য বাংলাদেশের একটি নির্বাচিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার আজীবন থাকবে।'

দ্রুত নির্বাচন দিয়ে দেশের মানুষকে বাঁচান: দুলু

নাটোর প্রতিনিধি: দ্রুত নির্বাচন দিয়ে দেশের মানুষকে বাঁচান বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা অ্যাডভোকেট এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু।শনিবার (২৯ মার্চ) দুপুরে নাটোর শহরের আলাইপুরস্থ দলের অস্থায়ী কার্যালয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে আন্দোলন সংগ্রামে আহত নেতা-কর্মীদের মধ্যে ঈদ উপহার বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে বিএনপির সবচেয়ে বেশি নেতাকর্মী নিহত হয়েছে: এ্যানি

স্টাফ রিপোর্টার : লক্ষ্মীপুরে হাসিনাবিরোধী ১৬ বছরের আন্দোলন সংগ্রাম ও গুম খুনের হতাহতের পরিবারের পাশে সব সময় আছে বিএনপি। গতকাল শনিবার লক্ষ্মীপুরে শতাধিক পরিবারের মাঝে তারেক রহমানের পক্ষ থেকে ঈদসামগ্রী বিতরণকালে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি এ কথা বলেন।

মানুষ গরিব কারণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমান সুযোগ দেয়নি: প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার :প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, মানুষ দক্ষতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাবে গরিব হয় না, তারা গরিব কারণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাদের কখনই সমান সুযোগ দেয়নি। সুতরাং দরিদ্রতা কোনও ব্যক্তির ভেতরে থাকা কিছু নয়। এখানে তাদের কোনও দোষ নেই। এটি এই ব্যবস্থার ত্রুটি যেটা আমরা আমাদের জন্য তৈরি করি। সেটি দরিদ্রতার কারণ। ভুল চিন্তা মানুষের মধ্যে সব ধরনের সমস্যা তৈরি করার কারণ।

শনিবার (২৯ মার্চ) বেইজিংয়ের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া এক ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'আমি নিজেকে দোষারোপ করি আগামী প্রজন্মের কাছে ভুল চিন্তার প্রসারে ভূমিকা রাখা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশ হওয়ায়। আমার মধ্যে অপরাধবোধ হয়, কারণ আমরা এখন পর্যন্ত ধারণার পরিবর্তন করতে পারিনি। যে কারণে মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। আমার কাজ হলো, যে ব্যবস্থায় আমরা তরুণদের শেখাচ্ছি সেগুলোর ত্রুটি খুঁজে বের করা। যাতে একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি আগামী প্রজন্মের মধ্যে না হয়। এই ব্যবস্থা ধনীদের উদ্দেশ্যে সাজানো হয়েছে, গরিবদের জন্য নয়। এই বাস্তবতা আমাকে একটি বিপরীত কিছু তৈরির জন্য উদ্বুদ্ধ করে।'

লাখো তরুণের স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের এই স্বীকৃতি আমাকে লাখো তরুণের স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমার প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দেয়। গত বছর থেকে তারাই মূলত বাংলাদেশের পরিবর্তনের অগ্রদূত। তাদের লক্ষ্য একটি নতুন বাংলাদেশ তৈরি করা, যেখানে দারিদ্র ও ক্ষুধা থাকবে না। তাদের এই লক্ষ্য বাস্তবে রূপান্তর করতে আমরা বেশ কিছু সংস্কার কাজে হাত দিয়েছি। সুশাসন, স্বচ্ছতা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ যেন নিশ্চিত হয়, অর্থনৈতিক নীতিমালার পরিবর্তন করে অন্তর্ভুক্তিমূলক হয় এবং সবাই যেন সমান সুযোগ পায়। সংস্কার কাজ আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। আমাদের *২-এর পাতায় দেখুন*

পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি নিলেন প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি গ্রহণ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল শনিবার সকালে বেইজিংয়ে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টাকে এই সম্মানসূচক ডিগ্রি তুলে দেওয়া হয়। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূস এ উপলক্ষে সেখানে বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের চেয়ারম্যান হে গুয়াংচাইসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

আকাশপথেও বাড়ি ফেরার হিড়িক

স্টাফ রিপোর্টার : পরিবার-স্বজনদের সঙ্গে ঈদুল ফিতরের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে গ্রামের বাড়িতে ছুটে যাচ্ছেন নগরবাসী। রাজধানী ঢাকা থেকে প্রতিদিনই ছুটে যাচ্ছেন লাখো মানুষ। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর সড়ক, রেল ও নদীপথে ঈদযাত্রা বেশ স্বস্তিদায়ক হচ্ছে বলেই খবর পাওয়া যাচ্ছে। একই চিত্র আকাশ পথেও। রাজধানীর হযরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ রুটে ছুটছেন ঘুরমুখো মানুষ।

২-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনের তারিখ নিয়ে জনগণের সঙ্গে তামাশা করা হচ্ছে : রুহুল কবির রিজভী

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি:বিএনপির সি-নিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, 'নির্বাচনের তারিখ নিয়ে টালবাহানা চলছে। কখনও ডিসেম্বর কখনও জুন কখনও মার্চ বলে জনগণের সঙ্গে তামাশা করা হচ্ছে।'শনিবার (২৯ মার্চ) দুপুরে সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলার তামাই এলাকায় তারেক রহমানের নির্দেশে অসচ্ছল পরিবারের মাঝে ঈদসামগ্রী উপহার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।অনুষ্ঠানে রুহুল কবির রিজভী বলেন, 'যে দল ৭১-এ স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল তারা গণপরিষদ চাইতে পারে; কিন্তু যেসব ছেলেরা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন করেছে তারা কার ইন্ধনে

২-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করবে: ড. ইউনূস

স্টাফ রিপোর্টার : 'চীনকে ভালো বন্ধু হিসেবে দেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ' উল্লেখ করে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, আমাদের সম্পর্ক বছরের পর বছর ধরে খুবই শক্তিশালী। আমাদের ব্যবসা খুবই শক্তিশালী এবং চীনের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা থেকে আমরা উপকৃত হচ্ছি। চীনের সরকারি বার্তা সংস্থা সিনহুয়াকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করবে বলে তিনি আশা করেন। 'চীন যা অর্জন করেছে তাতে বাংলাদেশের সবাই অনুপ্রাণিত', উল্লেখ করে ইউনূস বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাজ হলো একটি নতুন বাংলাদেশ পুনর্গঠন করা এবং জনগণ আশা করে যে তারা নিজ দেশের উন্নয়নে চীনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে পারবে। চীনের দারিদ্র্য হ্রাসের অর্জন সম্পর্কে ইউনূস বলেন, বেশিরভাগ দেশ সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণের পরিবর্তে জিডিপি প্রবৃদ্ধির ওপর জোর দেয়। কিন্তু চীন নিম্নআয়ের গোষ্ঠীর ওপর জোর দেয়। এ কারণেই চীনারা দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাসে খুব সফল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা উচ্চ পর্যায়ের উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করেছে। চীন টানা ১৫ বছর ধরে বাংলাদেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১ হাজার চীনা প্রতিষ্ঠান কাজ করছে, যা মোট সাড়ে ৫ লাখেরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। ড. ইউনূস উল্লেখ করেন যে, দুই দেশ ব্যাপক সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যা অনেক ইতিবাচক ফলাফল এনেছে। চীন থেকে বাংলাদেশের আমদানি বাড়ছে। আমাদের শিল্প-ব্যবহারের বেশিরভাগ পণ্য আসে চীন থেকে। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ইউনূস দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক পরিপূরকতা *২-এর পাতায় দেখুন*

ফাঁকা ঢাকায় নাশকতার হুমকি নেই: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে ফাঁকা হতে শুরু করেছে রাজধানী ঢাকা। এই ফাঁকা ঢাকায় কোনো ধরনের নাশকতার হুমকি নেই বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম।এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এখানে কোনো ধরনের নাশকতার হুমকি নাই। কোনো হুমকি থাকলে সেটা সবাইকে নিয়ে মোকাবিলা করা হবে। জনগণ ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করলে কেউ নাশকতা করতে পারবে না।শনিবার (২৯ মার্চ) বেলা ১১টার পর রাজধানীর প্রবেশ ও বাহিরমুখ গাবতলী বাস টার্মিনাল পরিদর্শন শেষে এসব বলেন তিনি।মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) বলেন, এবার ঈদে সবাই ছুটি ভোগ করছে কিন্তু পুলিশ বিজিবি আনসার ছুটি কাটাচ্ছে না। তারা কিন্তু নিশ্চিদ্রভাবে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য ঢাকায় কাজ করছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যেন ভালো থাকে এজন্য তারা কাজ করে যাচ্ছে। আপনারা যেন ভালোভাবে যেতে পারেন। আপনাদের বাসা বাড়ি ভালো থাকে। এজন্য তারা সব ধরনের কাজ করে যাচ্ছে।স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, আমি এখানে এসেছিলাম টিকিটের দাম বেশি আদায় করা হচ্ছে কি না বিষয়টি দেখার জন্য। প্রত্যেকটি কাউন্টারে ভাড়ার চার্ট ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে এরপরও যদি কেউ বেশি ভাড়া আদায় করে তবে আপনারা বিআরটিএ ভিজিলেন্স টিম এর কাছে অভিযোগ করবেন। এছাড়াও পুলিশ কন্ট্রোল রুমে অভিযোগ করবেন।তিনি আরও বলেন, দুই একটা ছোটখাটো অভিযোগ রয়েছে সেগুলোর বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। সবাই আপনারা দোয়া করবেন যাত্রীরা যেন ভালোভাবে যেতে পারে। রাস্তাঘাটে যেন কোনো ধরনের সমস্যা না হয়। আমি চালকদের সাথে কথা বলেছি তারা রেস্ট পায় কি না কারণ রেস্ট না পেলে সড়কে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে। এজন্য চালকরা যেন রেস্ট পায় বিষয়টি মালিকদের বলা *২-এর পাতায় দেখুন*

চার স্তরের নিরাপত্তায় প্রস্তুত দেশের সবচেয়ে বড় ঈদগাহ শোলাকিয়া

স্টাফ রিপোর্টার :১৯৮তম ঈদুল ফিতরের জামাতের জন্য প্রস্তুত কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দান। আগত মুসল্লিদের নিরাপত্তায় চার স্তরে কাজ করবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এবারও বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে শোলাকিয়ায়। মোতায়েন থাকবে পাঁচ প্লাটুন বিজিবি।

আজ শনিবার (২৯ মার্চ) বেলা সাড়ে ১১টায় শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানের সর্বশেষ সার্বিক পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দান ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক ফৌজিয়া খান, র‍্যাব-১৪ ময়মনসিংহের অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি নাইমুল ইসলাম, কিশোরগঞ্জের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ হাসান চৌধুরী।কিশোরগঞ্জবাসীর ধারণা, ফরীদ উদ্দিন মাসউদ ইমামতিতে না থাকায়, এবারের জামাতে সবচেয়ে বেশি মুসল্লির সমাগম ঘটবে।জানা গেছে, সকাল ১০টায় শুরু হবে ঈদুল ফিতরের জামাত। দীর্ঘ ১৫ বছর পর আবারও জামাতে ইমামতি করবেন কিশোরগঞ্জ শহরের বড় বাজার মসজিদের খতিব মুফতি আবুল খায়ের মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ। বিকল্প ইমাম থাকবেন হয়বতনগর এ ইউ কামিল মাদ্রাসার প্রভাষক মাওলানা জুবায়ের ইবনে আব্দুল

২-এর পাতায় দেখুন

রমজান বিষয়ক ফতোয়া

ফতোয়া (২৯)

স্টাফ রিপোর্টার **পিতামাতা ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে সদকা করা কি জায়েয?**সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।অন্যের পক্ষ থেকে সদকা করলে সে সদকার ব্যাপারে ঐ ব্যক্তিকে জানানো ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে শুধু নিকটাত্মীয়ের পক্ষ থেকে সে সদকা হওয়া শর্ত নয়। বরং আত্মীয় বা অনাত্মীয় যে কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে সদকা করা জায়েয।'নাইলুল মাআবির বি শারহি দালিলিত তালিব' (১/২৩৭) গ্রন্থে এসেছে-জীবি বা মৃত মুসলমানের জন্য যদি কোন মুসলিম নেক কাজ করে এর

২-এর পাতায় দেখুন

বেঁচে থাকাটাই গাজাবাসীর ঈদ আনন্দ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ।দরজায় কড়া নাড়ছে মুসলিমদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর। তবে আর সব দেশের মতো ঈদ আনন্দ উপভোগ করতে পারে না ফিলিস্তিন।এবারও দেশটির নাগরিকরা স্বজনদের লাশ কাঁধে বয়েই ঈদ উদ্‌যাপন করবে। গত ১৮ মার্চ যুদ্ধবিরতি ভেঙে গাজায় দখলদার ইসরায়েলের নির্বিচারে বোমাবর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে ফিলিস্তিনিদের মনে ঈদের আনন্দ কতটুকু রেখেছে, সেই প্রশ্ন তোলাও বাড়াবাড়ি। ইসরায়েল এবং যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে যে, ঈদের জন্য কোনো যুদ্ধবিরতি নেই।ইহুদিরা গাজায় সমস্ত খাদ্য সরবরাহ এবং সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছে। সেখানকার ফিলিস্তিনিরা এই ঈদে প্রীতিভোজ নিয়ে ভাবছেন না। তারা দিনটিতে ঠিকমতো খেতে পাবেন কি না, তাই নিয়েই দুশ্চিন্তা। তাদের দিনটি কাটবে প্রিয়জনদের হারানোর শোক প্রকাশ করে, তাদের কবর জিয়ারত করে। তাদের জন্য এবারের ঈদে আনন্দ আর ভোজ নেই। এবার বেঁচে থাকাটাই তাদের জন্য ঈদের বোনাস।ফিলিস্তিনিদের শায়েস্তা করতে ইসরায়েলিরা গাজার খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাকে সক্রিয়ভাবে ধ্বংস করেছে। ঈদকে সামনে রেখে ফিলিস্তিনিরা তাদের ঐতিহ্যবাহী খাবারগুলো তৈরিতে যেসব খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করে, সেগুলো এবার নেই।ঈদের সকালে ফিলিস্তিনিদের বাড়িতে সুস্বাকিয়া রান্না হয়। ঝোল জাতীয় খাবারটি ভেড়ার মাংস বা গরুর মাংসের সঙ্গে ভাজা তিল, ছোলা, চার্ড শাক এবং সুমাক-পানি দিয়ে তৈরি করা হয়। ফিলিস্তিনি ঐতিহ্য হিসেবে পরিচিত খাবারটি ঈদের সকালে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে খাওয়া হয়। কাছের মানুষ এবং

২-এর পাতায় দেখুন

'নিজেদের আনন্দ বিসর্জন দিয়ে মানুষকে সেবা দিতে পারাই আমাদের ঈদ'

স্টাফ রিপোর্টার : ঈদের আনন্দ মানেই প্রিয়জনের সান্নিধ্য। কিন্তু হাজারো মানুষের ঈদ আনন্দ নিশ্চিত করতে নিজেদের আনন্দ বিসর্জন দেন একদল মানুষ। নাড়ির টানে যখন নগরবাসী বাড়ির পথে ছোটে তখন নগরীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বে থাকেন তারা।তাদেরই একজন পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই) মঞ্জুরুল ইসলাম। পরিবারের সঙ্গে ঈদ উদযাপনের সুযোগ না থাকলেও মানুষের নিরাপদে বাড়ি ফেরার দৃশ্যেই সুখ খুঁজে পান তিনি।মঞ্জু-রুল বলেন, 'সবার পরিবার আছে, সবাই চায় প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদ

২-এর পাতায় দেখুন

যুক্তরাষ্ট্রের 'আন্তর্জাতিক সাহসী নারী' পুরস্কার পাচ্ছেন জুলাই-আগস্টের সাহসী নারীরা

এফএনএস: যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'আন্তর্জাতিক সাহসী নারী' পুরস্কার পেয়েছে জুলাই-আগস্ট বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী একদল সাহসী নারী। বাংলাদেশের সাহসী নারীরা 'মেডেলিন অলব্রাইট অনারারী গ্রুপ' পুরস্কার পেয়েছে। উল্লেখ্য, মেডেলিন অলব্রাইট ৯০ দশকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

২-এর পাতায় দেখুন

ছুটির নোটিশ

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ৩১ মার্চ থেকে ০২ এপ্রিল-২০২৫ইং তারিখ **দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ-এর** সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে । তবে, যদি ঈদুল ফিতর ০১ এপ্রিল ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে ০৩ এপ্রিল ২০২৫পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। ০৪-এপ্রিল-২০২৫ থেকে পত্রিকা প্রকাশিত হবে।

- সম্পাদক

ঈদ উপলক্ষে টুপির দোকানে ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। টুপি, আতর আর জায়নামাজের দোকানে আসছেন অনেকে।

স্বাস্থ্যসেবার সুবিধার্থে চট্টগ্রাম-কুনমিং ফ্লাইট পরিচালনা করবে চীনা এয়ারলাইন্স

স্টাফ রিপোর্টার :বাংলাদেশিদের চিকিৎসার জন্য কুনমিংয়ে চারটি হাসপাতাল ডেডিকেটেড ঘোষণা করেছে চীন। তবে টিকিটের উচ্চমূল্য চীনের এই শহরটিতে ভ্রমণের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা। এই সমস্যা সমাধানে বন্দরনগরী চট্টগ্রাম থেকে কুনমিং রুটে ফ্লাইট পরিচালনার পরিকল্পনা করছে চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইন্স।কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, কুনমিং ও চট্টগ্রামের মধ্যে পরিকল্পিত ফ্লাইট ভ্রমণ ব্যয় এবং ভ্রমণের সময় কমিয়ে আনা হবে; যা চীনে আরও বেশি বাংলাদেশির জন্য স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা পাওয়ার পথ প্রশস্ত করবে। শনিবার (২৯ মার্চ) প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এই তথ্য জানায়। চীনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নাজমুল ইসলাম বলেন, কুনমিং কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশিদের জন্য হাসপাতালের ফ্লোর ডেডিকেটেড করেছে। যেখানে চিকিৎসার ফিও সামান্য। রাষ্ট্রদূত জানান, এসব হাসপাতালে চীনের স্থানীয় লোকজন যে ফি পরিশোধ করেন, বাংলাদেশ থেকে আসা একজন রোগী একই ফি পরিশোধ করেন।কুনমিং ভ্রমণ ত্বরান্বিত করতে ঢাকার সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষও ঢাকা-কুনমিং রুটে ফ্লাইটের টিকিটের

২-এর পাতায় দেখুন

মিয়ানমার-থাইল্যান্ডের মতো ঝুঁকিতে বাংলাদেশও, ফায়ার সার্ভিসের সতর্কবার্তা

স্টাফ রিপোর্টার :মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে পর পর দুইটি শক্তিশালী ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্প দুটির মাত্রা ছিল যথাক্রমে ৭ দশমিক ৭ এবং ৬ দশমিক ৪। ভূমিকম্পে প্রতিবেশী মিয়ানমারেই এখন পর্যন্ত ৬৯৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এ সংখ্যা আরও কয়েকগুণ বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদিকে বাংলাদেশেও একই মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স। এজন্য পূর্বসতর্কতা হিসেবে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।শনিবার (২৯ মার্চ) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা অঞ্চল

২-এর পাতায় দেখুন

এনসিপির নেতারা কে কোন এলাকায় ভোটকেন্দ্রিক জনসংযোগ করবেন

স্টাফ রিপোর্টার :ঢাকা-১৩ সংসদীয় আসনের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে সক্রিয় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম সদস্যসচিব আকরাম হুসেইন। তাঁর উদ্যোগে তরুণদের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন দল বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের সমস্যা-সংকটের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করছে। তারা এলাকার খাল ও মাঠ রক্ষায় মানববন্ধন করেছেন। ১৫ মার্চ আয়োজন করেছেন ইফতার মাহফিল। ঈদুল ফিতরের সময় জনসংযোগের আরও বিভিন্ন পরিকল্পনা আছে তার। তিনি ঢাকা-১৩ আসন (মোহাম্মদপুরআবাদর এলাকা) থেকে আগামী নির্বাচনে প্রার্থী হতে চান। আকরাম জানান, ঈদের আগে চাঁদরাতে ঢাকা-১৩

২-এর পাতায় দেখুন

সেমাই-চিনি ও সুগন্ধি চালে স্বস্তি, বেড়েছে দুধের দাম

স্টাফ রিপোর্টার :ঈদের সকালে সেমাই কিংবা নামাজ থেকে ফিরে জর্দা-পোলাও খাওয়া রেওয়াজ হয়ে গেছে। তবে এবার এরজন্য খুব বেশি বেগ পেতে হবে না অন্যান্য বছরের মতো। কারণ এ বছর সেমাই, চিনি ও সুগন্ধি চালের দাম স্বস্তিদায়ক পর্যায়ে রয়েছে। বাড়েনি বরং গত বছরের চেয়ে কমেছে। যদিও তরল ও গুঁড়া দুধের দাম কিছুটা বেড়েছে। সবকিছু হিসেবে নিলে মোটাদাগে খরচের ফর্দ কমই থাকছে। এদিকে ঈদের ছুটি শুরু হওয়ার পর থেকে রাজধানীর নিত্যপণ্যের বাজারগুলোতে ক্রেতাদের উপচেপড়া ভিড় দেখা গেছে। ভোক্তারা সাধ্যমতো মুদিপণ্যের কেনাকাটা করেছেন। পোলাওর চালের পাশাপাশি সেমাই, চিনি, মসলাপাতি কিনছেন। এই কেনা-বেচা চাঁদ রাত পর্যন্ত চলবে বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা।রাজধানীর বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, লাচ্ছা সেমাইয়ের ২০০ গ্রামের প্যাকেট কোম্পানিভেদে ৪৫ থেকে ৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আবার কোম্পানির চিকন সাদা সেমাইও ২০০ গ্রামের প্যাকেটের দাম ৪৫ টাকা। আর ঘিয়ে ভাজা বা স্পেশাল ৪০০ গ্রামের প্যাকেট বিক্রি হচ্ছে ২১০ টাকা থেকে শুরু করে ৪৫০ টাকা পর্যন্ত।এছাড়া খোলা লাচ্ছা সেমাই বিক্রি হচ্ছে কেজিপ্রতি ১৮০ থেকে ২২০ টাকায়। খোলা চিকন সেমাই ১২০-১৮০ টাকা দামে বিক্রি হতে দেখা গেছে। গত বছরও সেমাইয়ের

২-এর পাতায় দেখুন

পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক- আব্দুল আওয়াল

স্টাফ রিপোর্টার: মোঃ মাহমুদুল হাসান : পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সহ দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সোনামসজিদ স্থলবন্দর আমদানি ও রপ্তানি কারক গ্রুপের কার্যনির্বাহী সদস্য,বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক মোঃ আব্দুল আওয়াল। এক শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি বলেন,ঈদুল ফিতর দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনা ও আত্মসংযমের পর মুসলিম উম্মাহর জন্য আসে খুশির বার্তা নিয়ে। তাই দেশ বিদেশের সর্বস্তরের মানুষকে এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর প্রতি পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। হিংসা বিদ্বেষ ও ধনী-গরীবের ভেদাভেদ ভুলে সবাই নিরাপদে ও সুস্থ্যতার সহিত ঈদ উদযাপন করবে বলে আমি দোয়া কামনা করছি। মজান আত্মশুদ্ধি ও সংযমের মাস। তাই আমাদের প্রত্যেককে সংযমী হতে হবে এবং গরিব-দুখী, দুঃস্থ, অসহায় ও কর্মহীন মানুষের পাশে থেকে আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার বিষয়ে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার মানসিকতা জাগ্রত করতে হবে। তিনি আরো বলেন,ঈদ সব শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে গড়ে তোলে সৌহার্দ্য,সম্প্রীতি ও ঐক্যের বন্ধন। ঈদ সাম্য,মৈত্রী ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে সব মানুষকে। পবিত্র ঈদুল ফিতরে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি আর ভ্রাতৃত্বের মহীমান্বিত আহব্বানে শান্তি-সুধায় ভরে উঠুক প্রতিটি মানুষের হৃদয়। দেশবাসীকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা ও ঈদ মোবারক।

পবিত্র মসজিদুল হারামে 'খতমে কোরআনে' শরিক হলেন ৪১ লাখের বেশি মুসল্লি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থিত পবিত্র মসজিদুল হারামে গতকাল শুক্রবার ২৯ রোজার রাতে একত্রে নামাজ আদায় করেছেন ৪ দশমিক ১ মিলিয়নের (৪১ লাখ) বেশি মুসল্লি ও ওমরাহ পালনকারী।পবিত্র রমজান মাসের এ রাতে এ মসজিদে অনুষ্ঠিত খতমে তারাবিহ নামাজে পবিত্র কোরআনের তিলাওয়াত শেষ (খতম আলকোরআন) করা হয়।সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহবিষয়ক মন্ত্রী তৌফিক আলুরাবিয়াহ জানান, মসজিদুল হারামে এ রাতে এশা ও তারাবিহ নামাজে অংশ নিয়েছেন ৩ দশমিক ৪ মিলিয়নের (৩৪ লাখ) বেশি মুসল্লি। তাঁদের সঙ্গে অংশ নেন

২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা রবিবার ॥ ৩০ মার্চ ২০২৫ ॥ ১৬ চৈত্র ১৪৩১ বাংলা

ঈদের ছুটি: ফাঁকা ঢাকায় স্বস্তির যাত্রা

স্টাফ রিপোর্টার :ঈদ মানে খুশি, ঈদ মানে আনন্দ। আর এই ঈদকে কেন্দ্র করে নাড়ির টানে আপন ঠিকানায় পাড়ি জমান লাখ লাখ মানুষ। ফলে প্রতি বছরের মতো এবারও আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে টানা ছুটিতে ফাঁকা হতে শুরু করেছে রাজধানী ঢাকা। ফলে কোথাও নেই কোনো যানজট, নেই ভোগান্তি।চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ৩১ মার্চ ঈদুল ফিতর হতে পারে। সম্ভাব্য এই তারিখ ধরে গতকাল বৃহস্পতিবারই ছিল ঈদের আগে শেষ কর্মদিবস। গতকাল বিকেলে অফিস-আদালত ছুটির পর থেকেই রাজধানীর বাস টার্মিনাল, রেলস্টেশন ও লঞ্চঘাটে ঘরমুখো মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে।শনিবার (২৯ মার্চ) রাজধানীর গাবতলী, শ্যামলী, আগারগাঁওয়ে, মিরপুর, কালশি, মহাখালী, গুলশান, বাড্ডাসহ রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক ঘুরে যানজটহীন ফাঁকা ঢাকার এমন চিত্র দেখা গেছে। এছাড়াও গুগল ম্যাপের সহযোগিতায় কোথাও কোনো যানজটের চিত্র দেখা যায়নি। তবে রাজধানীর প্রবেশমুখ ও বাহিরমুখগুলোতে যানবাহন চলাচলে কিছুটা ধীরগতি লক্ষ্য করা গেছে।সরেজমিনে দেখা গেছে, চিরচেনা সেই রাজধানী এখন অনেকটা ফাঁকা। রাস্তায় বের হলে গণপরিবহনের দীর্ঘ সারির দেখা নেই। নেই কোনো যানজট। কমেছে মানুষের আনাগোনা। রাজধানীর বিভিন্ন কাউন্টারে যাত্রীদের গাড়ির

অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। এছাড়া রাজধানীর অভ্যন্তরে চলাচলকারী অধিকাংশ গণপরিবহনে আসন ফাঁকা থাকতেও দেখা গেছে।তবে যানজটহীন ফাঁকা রাজধানীতে স্বাচ্ছন্দ্যে গাড়ি চলাচল করতে পারায় পরিবহন শ্রমিকেরা কিছুটা খুশি প্রকাশ করলেও যাত্রী সংকটে হতাশার কথা জানাচ্ছেন তারা।পরিস্থান পরিবহনের চালকের সহকারী সাইদুল বলেন, রাস্তায় কোনো যানজট নেই, সিগন্যাল নেই। দ্রুত যে কোনো জায়গায় পৌঁছে যেতে পারছি। কিন্তু যাত্রী পাচ্ছি না। আর খালি গাড়ি নিয়ে ঢাকা ঘুরলে কি খরচের টাকা উঠবে। সবাই ঢাকা থেকে চলে গেছে। অনেক মালিক যাত্রীর অভাবে সবগুলো গাড়িও বের করেনি।রইচ পরিবহনের চালকের সহকারী বলেন, রাস্তায় কোনো যাত্রী নেই। পুরো গাড়িতে অর্ধেকের বেশি সিট খালিই পড়ে আছে। এভাবে যদি যাত্রী না পাই তাহলে গাড়ি চালাবো কেমন করে। তেলের টাকাও ওঠবে না।তিনি বলেন, আজতো কিছু যাত্রী আছে। কিন্তু কাল থেকে এই যাত্রীও থাকবে না। তখন ফাঁকা গাড়ি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হবে।এদিকে আসন্ন ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে টানা ৯ দিনের ছুটি। ঈদ উপলক্ষে আগেই পাঁচদিন টানা ছুটি ঘোষণা করেছিল সরকার। সেখানে এখন নির্বাহী আদেশে ৩ এপ্রিলও ছুটি ঘোষণা করা হয়।বৃহস্পতিবার (২০ মার্চ) উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এর ফলে এবার ২৮ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত টানা নয় দিন ছুটি পাচ্ছেন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে আগামী সোমবার (৩১ মার্চ) দেশে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হতে পারে। সেই হিসাব করে সরকারি ছুটির ৭-এর পাতায় দেখুন

শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের ৯৬ কোটি টাকা ব্যয় : স্নিগ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার :শহীদ ও আহতদের কল্যাণে সরকার গঠিত জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন থেকে ১০০ কোটির সরকারি ফান্ডের মধ্যে ৯৬ কোটি ৬৭ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।শুক্রবার সকালে রাজধানীর শাহবাগে সংবাদ সম্মেলনে অর্থ ব্যয়ের হিসাব তুলে ধরেন তিনি। ফাউন্ডেশনটি মূলত ছাত্র ও জনতার গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের সহায়তায় গঠিত হয়। এখন পর্যন্ত ৭৪৫ শহীদ পরিবারের জন্য ৩৭ কোটি ২৫ লাখ টাকা এবং ৫ হাজার ৫৯৬ জন আহতকে ৫৯ কোটি ৪১ লাখ টাকা সহায়তা দেওয়া হয়েছে। তবে আইনি জটিলতার কারণে ১০০ জন শহীদের পরিবারের সহায়তা আটকে রয়েছে।আহতদের সহায়তা বিতরণে দেরির কারণ ব্যাখ্যা করে মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ বলেন, প্রতিদিন ভুয়া আহত সেজে অনেকে সহায়তা চাইতে আসছে। যদিও এমআইএস ভেরিফিকেশন করা হচ্ছে, তবুও ফাউন্ডেশনের নিজস্ব যাচাই-বাছাইয়ের কারণে কিছুটা সময় লাগছে। তিনি আরও জানান, ঈদের পর আহতদের জন্য একটি বেসরকারি ফান্ড তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।এছাড়া, ঈদুল ফিতর উপলক্ষে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের শুভেচ্ছা বার্তাসহ উপহার শহীদ পরিবারের কাছে পাঠানো হয়েছে। সরকার ও ফাউন্ডেশন শহীদদের পরিবার এবং আহতদের পাশে রয়েছে বলে আশ্বস্ত করেন তিনি। ভবিষ্যতে ৭-এর পাতায় দেখুন

জাতীয় ঈদগাহে ঈদ জামাতের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন

স্টাফ রিপোর্টার :জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে প্রধান ঈদ জামাত আয়োজনের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মো. শাহজাহান মিয়া। শনিবার (২৯ মার্চ) জাতীয় ঈদগাহ ময়দান পরিদর্শন শেষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান তিনি।প্রশাসক শাহজাহান জানান, জাতীয় ঈদগাহে প্রায় ৩৫ হাজার মুসল্লির জন্য নামাজের স্থান প্রস্তুত করা হয়েছে। যেখানে রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, কূটনীতিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ঈদের জামাতে অংশ নেবেন।এছাড়া মুসল্লিদের নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে। বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় পুলিশ, র?্যাব ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করবে।প্রশাসক জানান, ঈদ জামায়াতে মুসল্লীদের ওজু ও টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জরুরি স্বাস্থ্যসেবার জন্য মেডিকেল টিম ও অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত থাকবে। আর বৃষ্টি বা প্রতিকূল আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে সকাল ৯টায় দ্বিতীয় ঈদের জামাতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।প্রশাসক ঢাকাবাসীকে প্রধান ঈদ জামাতে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমরা সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছি, যাতে মুসল্লিরা স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরাপদে ঈদের নামাজ আদায় করতে পারেন।

গাজীপুরে মহাসড়কে নেই যানজট, স্বস্তিদায়ক ঈদযাত্রা

গাজীপুর প্রতিনিধি: এবার ঈদে গাজীপুরে ঢাকা-টাঙ্গাইল ও ঢাকা-ময়মনসিংহ দুটি মহাসড়কই ফাঁকা। এখন পর্যন্ত যানজটের ভোগান্তি নেই, স্বস্তিদায়ক হচ্ছে ঈদযাত্রা।পুলিশ, যাত্রী ও স্থানীয়রা জানায়, গাজীপুর শিল্প এলাকার বিভিন্ন কারখানা ছুটির পর বাড়ি ফিরতে শুরু করেছেন বিভিন্ন পেশার মানুষ। গাজীপুর থেকে প্রতিবছর ঈদে বাড়ি ফিরতে নানা ভোগান্তির শিকার হতে হয় ঘরমুখোদের। ভোগান্তির কারণ দীর্ঘ যানজট। এবারও ঈদুল ফিতরে বাড়ি ফেরা মানুষের চাপ থাকলেও ঢাকা-টাঙ্গাইল ও ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে নেই যানজট। ফলে ভোগান্তি নেই মহাসড়কে। স্বস্তিদায়ক হচ্ছে বিভিন্ন পেশার মানুষের ঈদযাত্রা। ঈদের ছুটিতে লাখ লাখ মানুষ বাড়ি ফিরছেন স্বাচ্ছন্দ্যে এবং স্বস্তিতে। তবে ঈদযাত্রা স্বস্তিদায়ক করতে গাজীপুরের ঢাকা-টাঙ্গাইল ও ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বিভিন্ন ৭-এর পাতায় দেখুন

ঈদের আগে মার্কেটে শেষ সময়ের ব্যস্ততা

স্টাফ রিপোর্টার :দরজায় কড়া নাড়ছে ঈদ। এরই মধ্যে অনেকেই সেরে ফেলেছেন কেনাকাটা। যারা বাকি রয়েছে তারাও ঈদের কেনাকাটায় ব্যস্ত সময় পার করছেন। সামর্থ্য অনুযায়ী বাজেটের মধ্যে পছন্দের জিনিসটি কিনতে এ দোকান ও দোকার করে ঘুরছেন ও দরদাম করছেন। ঈদের আগে শেষ সময়ে ক্রেতা সাধারণের ভিড়ে জমজমাট হয়ে উঠছে মার্কেটগুলো।শনিবার (২৯ মার্চ) সকালে রাজধানীর নিউ মার্কেট, এলিফ্যান্ট রোড ও তার আশপাশের এলাকার কয়েকটি মার্কেট ঘুরে এমন চিত্র দেখা যায়।রাজধানীর নিউমার্কেট ও এলিফ্যান্ট রোডের মার্কেটে সকাল থেকেই ক্রেতাদের ভিড় দেখা গেছে। মার্কেটের দোকানের তুলনায় ফুটপাত থেকেও অনেককে পছন্দের জামা কাপড় কিনতে দেখা যায়।এদিকে সরকারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অনেকেই নিজেদের গ্রামের বাড়ি চলে গিয়েছেন। আবার কেউ কেউ নিচ্ছেন বাড়ি যাওয়ার প্রস্তুতি। সেই কারণে আশানুরূপ ক্রেতা নেই বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।তারা বলেন, এখন ক্রেতারা শেষ সময়ের কেনাকাটা করছেন। কেউ নিজের জন্য কিনছেন, কেউ তার সন্তানের জন্য কিনছেন। তবে শেষ সময় ক্রেতাদের চাপ নেই তেমন। অনেকে রোজার প্রথম থেকেই কিনে ফেলেছেন। আর এবারের অনেক লম্বা ছুটি। ঈদের বেশ কয়েকদিন আগে ছুটি হয়ে গেছে। সে কারণে ক্রেতা চাপটা কম।

নুরজাহান মার্কেট ঘুরে দেখা যায়, বেশিরভাগ দোকানে রয়েছে ক্রেতাদের ভিড়। কেউ দামাদামি করছেন, কেউ পছন্দের পোশাক কিনে খুশি মনে বাড়ি যাচ্ছেন।নিউমার্কেটের বেস্ট কালেকশনের স্বত্বাধিকারী রফিকুল ইসলাম বলেন, আমাদের এখানে ছেলেদের শার্ট, প্যান্ট, গেঞ্জি, ফতুয়া বিক্রি করে থাকি। এখন ক্রেতা কম, হয়ত বিকেলে বাড়তে পারে। আর এই মার্কেটে দামও তেমনটা বেশি না। সব শ্রেণির মানুষের হাতের নাগালেই পোশাকের দাম।আনিসুর রহমান তার স্ত্রী ৭-এর পাতায় দেখুন

ভিড় ছাড়াই ঘরমুখো মানুষের স্বস্তির ঈদযাত্রা

স্টাফ রিপোর্টার :ঈদের আনন্দ পরিবারের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে শহর ছাড়ছেন ঘরমুখো মানুষ। তবে, রেলস্টেশনে যাত্রীদের তেমন উপচে পড়া ভিড় নেই। শনিবার সকাল থেকে এখন পর্যন্ত কোনো ট্রেনের স্টেশন ছাড়তে বিলম্ব হয়নি। এতে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন যাত্রীরা?

শনিবার (২৯ মার্চ) সকাল ৯ টা থেকে দুপুর সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত কমলাপুর রেলস্টেশনে এমন চিত্র দেখা গেছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, প্রতিদিনের ন্যায় আজকেও রেলওয়ের কর্মকর্তারা টিকিট চেক করে যাত্রীদের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছেন। আবার টিকিট ছাড়া কেউ স্টেশনের ভেতরে প্রবেশ করারও সুযোগ পাচ্ছেন না।রেলস্টেশনে যাত্রীদের তেমন ভিড় লক্ষ্য করা যায়নি। কেউ ব্যাগ হাতে করে, কেউ বা আবার মাথায় বহন করে ছুটে চলেছেন ট্রেনের দিকে। কেউ কেউ নিজ গন্তব্যের ট্রেনের জন্য করছেন অপেক্ষা।জয়ন্তিকা এক্সপ্রেসের যাত্রী নাহিদ বলেন, ট্রেন ৭-এর পাতায় দেখুন

নয়ছয় হিসাব দেখিয়ে সয়াবিন তেলের দাম বাড়ানোর পাঁয়তারা

স্টাফ রিপোর্টার :সয়াবিন তেলের দাম প্রতি লিটারে একলাফে ১৮ টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব করেছেন ভোজ্যতেল পরিশোধন কারখানার মালিকেরা। এরই মধ্যে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনকে বিষয়টি লিখিত জানিয়েছে বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স অ্যান্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন।

ঈদের ছুটির আগে শেষ কর্মদিবস গত বৃহস্পতিবার (২৭ মার্চ) ট্যারিফ কমিশনে এ বিষয়ে চিঠি দিয়ে সুকৌশলে অস্বাভাবিক দাম বাড়ানোর পাঁয়তারা করছেন ব্যবসায়ীরা। কারণ ওই চিঠিতে তারা জানিয়েছেন, ১ এপ্রিল থেকে এ বর্ধিত দাম কার্যকর হবে। অথচ পুরো সময় সরকারি ছুটি থাকায় এর মধ্যে দাম বৃদ্ধির বিষয়টি পর্যালোচনার সুযোগ থাকছে না সরকারের।দাম বাড়ানোর কারণ হিসেবে আমদানি পর্যায়ে শুল্ককর অব্যাহতির মেয়াদ শেষ হওয়াকে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও শুল্ককরের এ হিসাবেও রয়েছে নয়ছয়ের অভিযোগ। ফলে শুল্ককর অব্যাহতির মেয়াদ শেষ হলেও দাম বাড়ানোর প্রয়োজন আছে কি না, অথবা কতটা দাম বাড়ানো উচিত সে বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।দাম বাড়ানোর প্রস্তাব তারা নিজেরা কার্যকর করলে সেটি সরকার অনুমোদিত হবে না। দাম বাড়ানোর প্রস্তাব ৭-এর পাতায় দেখুন

৮ দিন বন্ধ থাকবে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানি

পঞ্চগড় প্রতিনিধি : ঈদুল ফিতর উপলক্ষে শনিবার (২৯ মার্চ) সকাল থেকে টানা ৮ দিনের ছুটি শুরু হয়েছে পঞ্চগড়ের বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে। এই সময়ে দেশের একমাত্র চতুর্দেশীয় এই শুল্ক স্টেশন দিয়ে ভারত, নেপাল ও ভুটান থেকে পণ্য আমদানি রপ্তানি হবে না। তবে স্থলবন্দরের ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশ-ভারত ভ্রমণকারীদের যাতায়াত স্বাভাবিক থাকবে।বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর লিমিটেড ও সিএন্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছে।বন্দর সূত্র জানায়, শনিবার (২৯ মার্চ) সকাল থেকে টানা আট দিনের জন্য বন্ধ হয়েছে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর। ঈদ ও সরকারি ছুটির কারণে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত আমদানি রপ্তানিসহ সব কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। স্থলবন্দরের আমদানি রপ্তানিকারকদের সঙ্গে ভারতের ফুলবাড়ি এক্সপোর্টার ইম্পোর্টার অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দের ৭-এর পাতায় দেখুন

ডিসির বাংলোর গর্তে মিললো সংসদ নির্বাচনের সিলমারা বিপুল ব্যালট

নাটোর প্রতিনিধি : নাটোরের জেলা প্রশাসকের পুরোনো বাংলোর ভেতরে মিলল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিপুল পরিমাণ ব্যালট পেপার। যার বেশিরভাগই সিলমারা ব্যালট পেপার।শনিবার (২৯ মার্চ) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে শহরের কান্দিভিটুয়ায় জেলা প্রশাসকের পুরোনো বাংলোর বাঁশঝাড়ের নিচে মাটিতে পুঁতে রাখা ব্যালট পেপারগুলো উদ্ধার করা হয়। তবে বেশিরভাগ ব্যালট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নাটোর (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনের। এর আগে গতকাল বিকেলে ডিসির পুরোনো বাংলোর পুকুর থেকে ৬টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। তবে এতো পরিমাণে ব্যালট পেপার উদ্ধার নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে।পুলিশ জানায়, দ্বিতীয় দিনের মতো ডিসির পুরোনো বাংলোর ভেতরের পুকুরে অস্ত্র ৭-এর পাতায় দেখুন

শনিবার রাজধানীর শ্রম ভবনের সামনে তিন মাসের বকেয়া মজুরি, ঈদ বোনাসসহ অন্যান্য দাবিতে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে টিএনজেড গ্রুপের পোশাক শ্রমিকরা।

ঈদ উপলক্ষে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের নানা পদক্ষেপ

স্টাফ রিপোর্টার :পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের পক্ষ থেকে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তাদের পদক্ষেপগুলো তুলে ধরা হলো।

১. ঈদের বোনাস, মার্চ মাসের বেতন বিজিএমইএসহ অন্যান্য সংগঠনের শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রায় সবাই পরিশোধ করেছে। শিল্পাঞ্চল পুলিশের সহযোগিতা ও আন্তরিক নিষ্ঠা ও নিবিড় তদারকিতে এবারের ঈদের বোনাস ও মার্চ মাসের বেতন পরিশোধে শিল্প-সেক্টরে শ্রমিকদের মধ্যে স্বস্তি এসেছে।

২. কিছু ব্যক্তি ২/১টি ফ্যাক্টরি বোনাসসহ বেতন পরিশোধ করতে পারেনি। কিন্তু বিজিএমইএ, শ্রম মন্ত্রণালয় ও শিল্পাঞ্চল পুলিশ শ্রমিকদের বেতন-ভাতা, বোনাস পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করছে।

৩. এছাড়া এখন শিল্প পুলিশের সদস্যরা পুলিশিং কার্যক্রম হিসাবে ঢাকা-টাঙ্গাইল রোডের বিভিন্ন পয়েন্টে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা সচল রাখার কাজ করছে এবং জেলা ৭-এর পাতায় দেখুন

সায়েদাবাদে ঘরমুখো মানুষের ভিড়

স্টাফ রিপোর্টার :প্রিয়জনদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে বাড়ি ছুটছেন সবাই। রাজধানীর সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালে অন্যান্য দিনে চেয়ে যাত্রীর চাপ বেড়েছে। নির্বিঘ্নে বাস ছাড়ছে কাউন্টার থেকে। তবে যাত্রীর চাপ থাকায় টিকিট পেতে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে। কাউন্টারে এসে ১ থেকে ২ ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্ছে। শনিবার (২৯ মার্চ) সরেজমিন সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল ঘুরে এ চিত্র দেখা গেছে।যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ঈদের আগ মুহূর্তে টিকিট পেতে কিছুটা কষ্ট হচ্ছে। যারা অগ্রিম টিকিট কেটে রেখেছে তারা স্বচ্ছন্দ যাচ্ছে। এছাড়া বাড়তি ভাড়া আদায়ের অভিযোগ করছেন যাত্রীরা।বরিশালগামী আব্দুল বাকী বলেন, পদ্মা সেতু হওয়ায় ৪ ঘণ্টায় বরিশাল যাওয়া যায়। কিন্তু ঈদে প্রায় সব পরিবহন মূল ভাড়ার চেয়ে ২০০ টাকা ভাড়া বেশি রাখছে।বিএমএফ পরিবহনে নিয়মিত ভাড়া ৫০০। কিন্ত গতকাল থেকে ভাড়া ৭০০ রাখছে। আগামীকাল আরও বেশি ভাড়া রাখতে পারে। ২ জনের টিকিট কেটেছি ১৪০০ ৭-এর পাতায় দেখুন

ঈদের ছুটিতে কেমন থাকবে আবহাওয়া, জানাল অধিদপ্তর

স্টাফ রিপোর্টার : এবারের ঈদুল ফিতর কাটবে তাপপ্রবাহের মধ্য দিয়ে। বৃষ্টিপাতের তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই।তবে কালবৈশাখীর মৌসুম হওয়ার স্থানীয়ভাবে সেই প্রক্রিয়া শুরু হলেও হতে পারে।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী সোমবার (৩১ মার্চ) বা মঙ্গলবার (০১ এপ্রিল) উদ্?যাপন হতো পারে ঈদুল ফিতর। ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ওপর দিয়ে তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু জায়গায় তা তীব্র তাপপ্রবাহে রূপ নিয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ আফরোজা সুলতানা জানিয়েছেন, সোমবার ও মঙ্গলবারের দিকে ঢাকাসহ দেশের মধ্যাঞ্চল, খুলনা অঞ্চল ও রাজশাহী অঞ্চলে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যেতে পাবে। দেশের অন্যান্য স্থানেও আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। বৃষ্টিপাতের কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে কালবৈশাখীর মৌসুম হওয়ায় স্থানীয়ভাবে কিছু কালবৈশাখী ঝড় বয়ে ৭-এর পাতায় দেখুন

আওয়ামী ফ্যাসিবাদ ও ভারতীয় আধিপত্যবাদ রুখে দিতে হবে: জামায়াত নেতা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : যেকোনো মূল্যে আওয়ামী ফ্যাসিবাদ ও ভারতীয় আধিপত্যবাদকে রুখে দেব বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য ও ইসলামী এডুকেশন সোসাইটির পরিচালক প্রিন্সিপাল ড. মো. ইকরাল হোসাইন ভূইয়া।

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে সামাজিক ও সেবামূলক সংগঠন আব্দুল মোতালিব ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে তিনি এ কথা বলেন।তিনি আরও বলেন, কোনো অবস্থাতেই জুলাই আন্দোলন কে ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না। যেকোন মূল্যে আওয়ামী ফ্যাসিবাদ ও ভারতীয় আধিপত্যবাদকে আমরা রুখে দেব। ঈদের পরে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। উপস্থিত সকল দলের নেতাকর্মী ও জনগনকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের ৭-এর পাতায় দেখুন

বায়তুল মোকাররমে আতর-তসবিহ কেনার ধুম

স্টাফ রিপোর্টার : মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে রাজধানীর বায়তুল মোকাররম মসজিদ মার্কেটে আতর, টুপি, তসবিহর দোকানগুলোতে চলছে শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা। ফুটপাতে আতরের দোকানের পাশাপাশি ভিড় বাড়ছে অভিজাত আতরের সমাহার খ্যাত আল হারমাইন আতর হাউজেও। শনিবার (২৯ মার্চ) রাজধানীর বায়তুল মোকাররম মসজিদ মার্কেট ঘুরে এবং সংশ্লিষ্ট ক্রেতা বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে এমন চিত্র দেখা গেছে। সরেজমিন দেখা গেছে, বায়তুল মোকাররমের সামনের ফুটপাতের দোকানগুলোতে বিক্রেতারা মুহূর্তের বিক্রিতে ব্যস্ত। এসব দোকানে ২০ টাকা থেকে শুরু করে ৩০০ টাকা দামে বিক্রি হচ্ছে হরেক রকম টুপি। ১৫০ টাকা থেকে শুরু করে ৮০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে নানা রকমের জায়নামাজ। ১০ টাকা থেকে শুরু করে ১৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন মানের তসবিহ। ১০ টাকা থেকে শুরু করে ৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে মেসওয়াক। এদিকে অপেক্ষাকৃত রুচিশীল ক্রেতারা ভিড় জমাচ্ছেন আল হারমাইন আতরের বায়তুল মোকাররমের আউটলেটসহ অভিজাত সব আতরের দোকানগুলোতে। দেশের বাইরে থেকে আমদানি করা এসব আতর ও পারফিউমে ক্রেতাদের চাহিদা রয়েছে ভালোই। তবে দাম অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়ায় ক্রেতাদের কেউ কেউ দাম কমানোর পরামর্শও দিয়েছেন।সায়মন ইসলাম নামের এক ক্রেতা বলেন, রমজানের মধ্যে অনেকবার আতর নিয়েছি। এখন এসেছি পরিবারের সবার জন্য আতর কিনতে। দাম তুলনামূলক একটু বেশি হওয়ায় চাইলেও সব কালেকশন নিতে পারি না।ফাহমিদ নামের আরেক ক্রেতা বলেন, বাবার জন্য জায়নামাজ কিনতে এসেছি। ঈদের দিন আমাদের দুই-তিন প্রজন্মের মিলন হয়। বাবা, আমি আমার ছেলে একত্রে ঈদগাহে যাই। সবাই নতুন কাপড়ের পাশাপাশি জায়নামাজ আর আতর নিয়ে যাই। বছরের এই একটা দিনকে বিশেষ করতে আমাদের চেষ্টার ত্রুটি থাকে না।আল হারমাইনের ৭-এর পাতায় দেখুন

ভোগান্তি ছাড়াই দৌলতদিয়া ঘাট দিয়ে গন্তব্যে যাচ্ছে ঘরমুখো মানুষ

রাজবাড়ী প্রতিনিধি :পরিবারের সঙ্গে ঈদ উদযাপন করতে রাজবাড়ীর দৌলত?দিয়া ফেরিঘাট হয়ে বাড়ি ফিরছে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ। দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌপথে পর্যাপ্ত ফেরি, লঞ্চ ও মহাসড়কে যানজট না থাকায় সহজেই ঘাট পার হচ্ছেন যা?ত্রীরা। শনিবার (২৯ মার্চ) সকাল থেকে ঘাটে যাত্রীদের ভিড় দেখা দেখা গে?ছে। ত?বে ভোগা?ন্তি না থাকায় নির্বিঘ্নে ঘরমুখী মানুষ ও যানবাহন নদী পার হয়ে তাদের গন্তব্যে যাচ্ছে।সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া ফেরিঘাট থেকে ছেড়ে আসা যে সব ফেরি ও লঞ্চ দৌলতদিয়া ঘাটে ভিড়ছে প্রতিটা লঞ্চ ও ফেরিতে চোখে পড়ার মতো যাত্রী ছি?ল। যাত্রীরা দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে ও লঞ্চঘা?টে নেমে যাত্রীবাহী পরিবহন, মাহেন্দ্র ও মোটরসাইকেলে চড়ে তাদের গন্তব্যে চলে যাচ্ছে। এদিকে ঘাটে যানজট না থাকায় দক্ষিণ- ৭-এর পাতায় দেখুন

মিয়ানমারে ভূমিকম্প: মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: মিয়ানমারে ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে। চার বছরের গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশটি এই দুর্যোগ সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে। উদ্ধারকাজে সহায়তার জন্য শনিবার (২৯ মার্চ) মিয়ানমারের উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গোষ্ঠী। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা র?য়টার্স এ খবর জানিয়েছে।জান্তা সরকার জানিয়েছে, সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী অন্তত এক হাজার দুইজন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। ভূমিকম্পের পর শুক্রবার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম প্রাথমিকভাবে ১৪৪ জন মানুষের প্রাণহানির কথা জানিয়েছিল।মারাত্মক এই ভূকম্পনের রেশ মিয়ানমারের দুই প্রতিবেশী থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশেও পৌঁছেছিল। বাংলাদেশে তেমন ক্ষয়ক্ষতি না হলেও, থাইল্যান্ডে অন্তত নয় জনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। দেশটির রাজধানী ব্যাংককে সাত দশমিক সাত মাত্রার কম্পন অনুভূত হয়েছে। এতে নির্মাণাধীন একটি বহুতল ভবন ধসে পড়ে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, ভবন ধসে ৪৯ জন নিখোঁজ এবং ৩০ জন ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে আছেন।মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সংস্থা ইউএসজিএস আশঙ্কা করছে, মিয়ানমারে মৃতের সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়াতে পারে।ভূমিকম্পে মিয়ানমারের রাস্তাঘাট, সেতু, ভবন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বৈশ্বিক সহায়তা ছাড়া এই ক্ষতি সামাল দেওয়া তাদের জন্য অত্যধিক কষ্টসাধ্য হবে। এদিকে, সামরিক শাসনের কারণে দেশটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে অনেকটা একঘরে হয়ে আছে। তারপরও, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে সহযোগিতার জন্য এক বিরল আহ্বান জানিয়েছেন জান্তা প্রধান মিন অং হ্লাইং।চীনা উদ্ধারকারী দল ইতোমধ্যে মিয়ানমারের বাণিজ্যিক রাজধানী ইয়াঙ্গুনে পৌঁছেছে। এখান থেকে সবচেয়ে ক্ষতির শিকার মান্ডালায় এবং নাইপিটাও শহরে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা হবে।

অস্ট্রেলিয়ায় ঈদের তারিখ ঘোষণা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :পবিত্র ঈদুল ফিতরের তারিখ ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া। দেশটির জাতীয় ইমাম কাউন্সিল শনিবার (২৯ মার্চ) এ ব্যাপারে একটি বিবৃতি দিয়েছে। এতে তারা জানিয়েছে, দেশটির অন্যতম বড় দুটি শহর সিডনি এবং পার্থে ২৯তম রজমানে ঈদের চাঁদ দেখা যাবে না। সে হিসেবে ৩০ রমজান পূর্ণ হবে। আর ঈদ উদযাপন হবে ৩১ মার্চ।বিবৃতিতে সংস্থাটি বলেছে, স্থানীয় ও বৈশ্বিক পর্যবেক্ষদের সঙ্গে আরও আলোচনার পর অস্ট্রেলিয়া ফতোয়া কাউন্সিল নিশ্চিত করছে যে, সিডনিতে ২৯ মার্চ সূর্যাস্তের পর স্থানীয় সময় রাত ৯টা ৫৭ মিনিটে শাওয়ালের নতুন চাঁদের জন্ম হবে। একইসঙ্গে পার্থে একইদিন সন্ধ্যা ৬টা ৫৭ মিনিটে সূর্যাস্তের পর নতুন চাঁদের জন্ম হবে। যেহেতু দুটি শহরেই সূর্যাস্তের পর চাঁদের জন্ম হবে। সে হিসেবে পরেরদিন শাওয়াল মাসের প্রথমদিন হওয়া সম্ভব নয়।অর্থাৎড় রমজান মাস ৩০দিন পূর্ণ করবে। ৩০ মার্চ হবে ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

আকাশপথেও বাড়ি ফেরার হিড়িক

শনিবার (২৯ মার্চ) সকালে বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালে গিয়ে দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে যাওয়ার মানুষজনের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। সড়ক কিংবা নৌ পথের ঝামেলা এড়াতে যারা পূর্ব থেকে বিভিন্ন এয়ারলাইনসের টিকিট বুক করে রেখেছিলেন, তারাই ভিড় করছেন এখানে। দেশের বৃহত্তম এই বিমানবন্দর থেকে রাজশাহী, সৈয়দপুর, সিলেট, কক্সবাজার এবং চট্টগ্রাম রুটে আকাশপথে ফ্লাইট চলাচল করে। আজ সকালে রাজশাহী ও সৈয়দপুর, কক্সবাজার রুটে বাংলাদেশ বিমান ও ইউএস বাংলার ফ্লাইট ছেড়ে গেছে। আগেই সব টিকিট বিক্রি হয়ে যাওয়ায় কোনও আসন খালি ছিল না। দুপুর, বিকাল এবং সন্ধ্যায় বাংলাদেশ বিমানসহ ইউএস বাংলা, নভোএয়ার ও এয়ার এস্টার ফ্লাইট রয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। সেগুলোরও সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। অর্থাৎ এ সময়ের ফ্লাইটগুলোতেও যাত্রী ভর্তি দেখা যাবে। সিলেটগামী যাত্রী আশিকুর রহমান বলেন, 'অনেক আগেই আমি টিকিট বুক করে রেখেছি। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বাসে করেই বাড়ি পাঠিয়েছি। ঢাকায় কাজের জন্য আজ ২৯ মার্চ বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে গ্রামের বাড়ি যাচ্ছি। রাজশাহীগামী যাত্রী হাবিবুর রহমান বলেন, 'সড়কপথে বিড়ম্বনার ভয়ে বাংলাদেশ বিমানের টিকিট আগেই কিনে রেখেছি। আজ কাঙ্ক্ষিত দিনে বাড়ি ফিরছি। অনেকদিন পর বাড়ি ফিরতে পেরে ভালোই লাগছে।'খোঁজ নিয়ে জানা যায়, টিকিটের দাম একটু বেশি হলেও বিভিন্ন এয়ারলাইনসের প্রায় সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। ঈদের পর ফেরার টিকিটও শেষের পথে। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ রুটগুলোতে ফ্লাইট পরিচালনা করছে চারটি এয়ারলাইন্স। এগুলো লো বাংলাদেশ বিমান, ইউএস বাংলা, নভোএয়ার এবং এয়ার এস্ট্রা। বাংলাদেশ বিমানের জনসংযোগ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক বোসরা ইসলাম বলেন, ঈদে আমাদের বিভিন্ন রুটে চারটি ফ্লাইট বাড়ানো হয়েছে, তারপরও সব টিকিট শেষ। যাত্রী সাধারণের কথা চিন্তা করেই আমরা ফ্লাইটের সংখ্যা বাড়িয়েছি। বিমানবন্দরের পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন কামরুল ইসলাম বলেন, যাত্রীদের কোনও সমস্যা না হয় সেজন্য আমরা সতর্ক রয়েছি। এভসেক ও এয়ার ফোর্সের সদস্যরা সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। আশা করছি, কোনও সমস্যা হবে না।

পবিত্র মসজিদুল হারামে 'খতমে

আরও ৬ লাখ ৪৬ হাজার ৬০০ ওমরাহ পালনকারী।এর বাইরে এদিন প্রায় ২৮ হাজার ২০০ জন মুসল্লি ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে চলাচলের সুবিধা ও ১ লাখ ৩৫ হাজার ৬০০ জন অবস্থান নির্দেশক সেবা গ্রহণ করেন। পাশাপাশি ৪২ হাজারের বেশি জমজমের পানিভর্তি বোতল ও ৭ লাখ ২ হাজার রোজাদারের মধ্যে ইফতারি বিতরণ করা হয়।গতকাল শুক্রবার রাতে খতমে তারাবিহতে অংশ নিতে পবিত্র মসজিদুল হারামে ভোর থেকেই দলে দলে আসতে শুরু করেন মুসল্লিরা। দ্রুতই মসজিদের প্রতিটি করিডর, এর প্রাঙ্গণ ও মাতাফসহ প্রতিটি তলা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়।

স্বাস্থ্যসেবার সুবিধার্থে চট্টগ্রাম-কুনমিং

ভাড়া কমানোর উদ্যোগ নিয়েছে।চীনা কর্তৃপক্ষ বলেছে, তারা বাংলাদেশিদের জন্য দেশটিতে আরও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান উন্মুক্ত করবে। এপ্রিলে বাংলাদেশ থেকে সাংবাদিকদের বড় একটি দল কুনমিংয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থা দেখতে পাঠানো হবে। গত মাসে কয়েক ডজন বাংলাদেশি চিকিৎসার জন্য প্রথমবারের মতো কুনমিং ভ্রমণ করেছেন। তারা সেখানকার হাসপাতালের মান নিয়ে প্রশংসা করেন। তবে যাতায়াত খরচ নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন অনেকেই।

এনসিপির নেতারা কে কোন

আসনে তার উদ্যোগে মিছিল হবে। ঈদের দিন মোহাম্মদপুর এলাকায় জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদদের কবর জিয়ারত, শহীদ পরিবারগুলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং নির্বাচনী এলাকার মসজিদগুলোতে গিয়ে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তিনি।আকরামের মতো আগামী জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তরুণদের নতুন দল এনসিপির আরও অনেকে নিজ নিজ এলাকায় সক্রিয় হয়েছেন। তাদের মধ্যে বেশি আলোচিত হয়েছেন এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকেই নিজ এলাকা নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনে বেশ সক্রিয় হন তিনি। এলাকায় বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানীয় সমস্যা সমাধানেও তিনি কাজ করছেন। এখন ইউনিয়ন পর্যায়ে সমাবেশ করছেন। ঈদকে কেন্দ্র করে জনসংযোগ জোরদার হচ্ছে বলে জানা গেছে।সম্প্রতি শতাধিক গাড়িবহর নিয়ে নিজের জেলায় নির্বাচনী প্রচারাভিযানে গিয়ে আলোচনার জন্ম দিয়েছেন এনসিপির মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম। পঞ্চগড় সদর, তেঁতুলিয়া ও আটোয়ারী উপজেলা নিয়ে গঠিত পঞ্চগড়-১ সংসদীয় আসন থেকে তিনি সংসদ নির্বাচন করতে চান। এখন নির্বাচনী আসনের বিভিন্ন এলাকায় উঠান বৈঠক করছেন, মানুষের সঙ্গে সংযোগ বাড়ানোর চেষ্টা করছেন। ঈদেও সারজিসের এই তৎপরতা অব্যাহত থাকবে।দেবীদ্বার উপজেলা নিয়ে গঠিত কুমিল্লা-৪ আসন থেকে নির্বাচন করতে আগ্রহী এনসিপির মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ। গত কয়েক মাসে এলাকায় বিভিন্ন সভা-সমাবেশ ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন হাসনাত। হাসনাত নির্বাচনী এলাকার মানুষের সঙ্গেই ঈদ করবেন বলে জানা গেছে।

এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নির্বাচনী আসনকেন্দ্রিক তৎপরতা এখনো দৃশ্যমান না হলেও ঢাকা-১১ আসন থেকে তার প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। বাড্ডা, ভাটারা, রামপুরা, বনশ্রী এলাকা (ঢাকা দক্ষিণ সিটির ২১, ২২, ২৩, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১ ও ৪২ নম্বর ওয়ার্ড) নিয়ে গঠিত এই আসনটি। নাহিদের বাড়ি ঢাকার দক্ষিণ বনশ্রীতে।দলের সদস্যসচিব আখতার হোসেন পীরগাছা ও কাউনিয়া উপজেলা নিয়ে গঠিত রংপুর-৪ আসনে প্রার্থী হতে পারেন। নির্বাচনী এলাকায় আখতারের যাতায়াত আছে। ঈদকেন্দ্রিক জনসংযোগেও দেখা যেতে পারে। এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী গত ২৬ মার্চ নিজ এলাকা চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলায় এক ইফতার অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সেখানে তিনি বলেন, তরুণদের চোখ এখন জাতীয় সংসদের দিকে। ৫ আগস্টের মতো 'টেকনিক' (কৌশল) ব্যবহার করে আগামী জাতীয় নির্বাচনে তরুণদের বড় একটি অংশ বিজয়ী হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। হাজীগঞ্জ ও শাহরাস্তি উপজেলা নিয়ে গঠিত চাঁদপুর-৫ আসন থেকে নির্বাচন করতে আগ্রহী নাসীরুদ্দীন।ভোলা সদর উপজেলা নিয়ে গঠিত ভোলা-১ আসন থেকে নির্বাচন করতে পারেন এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন। গত কয়েক মাসে ভোলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন তিনি।এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা ঢাকা-১৭ আসনে (গুলশান-বনানী ও ক্যান্টনমেন্ট এলাকা) দলের প্রার্থী হতে পারেন।ঢাকা-১৪ আসন থেকে নির্বাচন করতে চান এনসিপির আরেক জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব। এই আসনটি ঢাকার উত্তর সিটির ৭ থেকে ১২ নম্বর ওয়ার্ড ও সাভারের কাউন্দিয়া ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত।

এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার নরসিংদী থেকে নির্বাচন করতে আগ্রহী। গত কয়েক মাসে তিনি নরসিংদীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। নরসিংদী-২ আসনেকেন্দ্রিক তৎপরতা তার বেশি। ঈদের দিন তিনি নিজ এলাকায় শহীদ পরিবারগুলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে জানিয়েছেন।এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক নুসরাত তাবাসসুম দৌলতপুর উপজেলা নিয়ে গঠিত কুষ্টিয়া-১ আসনে প্রার্থী হতে চান। সেই লক্ষ্যে এলাকার মানুষের সঙ্গে সংযোগ বাড়াচ্ছেন তিনি। ঈদেও এলাকায় বিভিন্ন কর্মসূচিতে তাকে দেখা যেতে পারে।

দলের যুগ্ম আহ্বায়ক অনিক রায় দিরাই ও শাল্লা উপজেলা নিয়ে গঠিত সুনামগঞ্জ-২ আসন থেকে নির্বাচন করতে চান। সেই লক্ষ্যে এলাকায় সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি রাখছেন নিয়মিত যোগাযোগ।এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক আশরাফ উদ্দীন মাহাদী সরাইল ও আশুগঞ্জ নিয়ে গঠিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসন থেকে নির্বাচন করতে আগ্রহী। তিনি ইসলামী ঐক্যজোটের সাবেক চেয়ারম্যান প্রয়াত মুফতি ফজলুল হক আমিনীর দৌহিত্র। মুফতি আমিনী ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসন থেকে সংসদ সদস্য হয়েছিলেন। সেই আসন থেকে এনসিপির হয়ে নির্বাচন করতে চাইছেন তাঁর দৌহিত্র।বেলকুচি ও চৌহালী উপজেলা নিয়ে গঠিত সিরাজগঞ্জ-৫ আসন থেকে এনসিপির হয়ে নির্বাচন করতে চান মাহিন সরকার। এনসিপির এই যুগ্ম সদস্যসচিব নিজের এলাকায় ইফতারসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন।

বাঁশখালী উপজেলা নিয়ে গঠিত চট্টগ্রাম-১৬ আসন থেকে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে চান এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব মীর আরশাদুল হক। সেই লক্ষ্যে বাঁশখালীতে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন তিনি। ঈদেও বাঁশখালীর মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন তিনি।

মধুপুর ও ধনবাড়ী উপজেলা নিয়ে গঠিত টাঙ্গাইল-১ সংসদীয় আসনে এনসিপির প্রার্থী হতে চান এনসিপির উত্তরাঞ্চলের যুগ্ম মুখ্য সংগঠক অলিক মৃ। তিনিও এলাকায় নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন।নির্বাচন সামনে রেখে নিজেদের আসনকেন্দ্রিক সংযোগ বাড়ানোর চেষ্টা করছেন এনসিপির আরও অনেক নেতা। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতা আতিক মুজাহিদ (কুড়িগ্রাম), প্রীতম দাশ (মৌলভীবাজার), আবদুল্লাহ আল আমিন (নারায়ণগঞ্জ), হাসান আলী (চট্টগ্রাম), অর্পিতা শ্যামা দেব (সিলেট), মুজাহিদুল ইসলাম শাহিন (পটুয়াখালী), ভীম্পাল্লী ডেভিড রাজু (খুলনা), কৈলাস চন্দ্র রবিদাস (নওগাঁ), এহতেশাম হক (সিলেট), সাইফুল্লাহ হায়দার (টাঙ্গাইল), মাহমুদা আলম মিতু (বরিশাল), মোল্লা মোহাম্মদ ফারুক এহসান (চুয়াডাঙ্গা), জয়নাল আবেদীন শিশির (কুমিল্লা), আবদুল্লাহ আল মামুন ফয়সাল (ভোলা), আরিফুর রহমান তুহিন (ঝালকাঠি), মোহাম্মদ আতাউল্লাহসহ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) অনেকেই।এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন বলেন, আমরা চাইব, যেকোনোভাবেই হোক ৩০০ আসনেই যেন আমাদের একটা অবস্থান প্রকাশ করা যায়, যাতে এনসিপির নাম প্রত্যেক এলাকায় পৌঁছে যায়। তবে এনসিপি এখনো গণপরিষদ নির্বাচন চাইছে বলে জানান তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রের 'আন্তর্জাতিক সাহসী নারী'

ছিলেন। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে যুক্তরাষ্ট্র সময় শুক্রবারে আন্তর্জাতিক সাহসী নারী পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করা হয়। আগামী মঙ্গলবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বার্ষিক আন্তর্জাতিক সাহসী নারী পুরস্কার অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন। স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে জানানো হয়, ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে বাংলাদেশে সহিংস দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে ছাত্র বিক্ষোভ আন্দোলনে একদল সাহসী নারী ছিলেন মূল চালিকাশক্তি। হুমকি ও সহিংসতা সত্ত্বেও তারা নিরাপত্তা বাহিনী এবং পুরুষ বিক্ষোভকারীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে অসাধারণ সাহসিকতা প্রদর্শন করেছিলেন। যখন পুরুষ সহকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তখন এই নারীরা যোগাযোগ অব্যাহত রাখার এবং বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য উদ্ভাবনী উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন, এমনকি ইন্টারনেট সম্পূর্ণ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও সেসময় প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করে। অনিশ্চয়তার মধ্যে এই নারীদের সাহসিকতা এবং নিঃস্বার্থতা ছিল সাহসের সংজ্ঞা। গত ১৯ বছর ধরে আন্তর্জাতিক 'সাহসী নারী' পুরস্কার বিশ্বজুড়ে সেসব নারীদের স্বীকৃতি দেয়: যারা ব্যতিক্রমী সাহস, শক্তি এবং নেতৃত্ব প্রদর্শন করেছেন-প্রায়শই ব্যক্তিগত ঝুঁকি এবং ত্যাগ স্বীকার করে। ২০০৭ সাল থেকে পররাষ্ট্র দফতর ৯০টিরও বেশি দেশের ২০০ জনেরও বেশি নারীকে পুরস্কার দিয়ে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিদেশে মার্কিন কূটনৈতিক মিশনগুলো তাদের নিজ নিজ আয়োজক দেশ থেকে একজন সাহসী নারীকে মনোনীত করে এবং চূড়ান্ত প্রার্থীদের নির্বাচন করা হয় এবং বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনুমোদন করেন।

'নিজেদের আনন্দ বিসর্জন দিয়ে

উদযাপন করতে। আমাদেরও ইচ্ছা করে। কিন্তু মানুষের নিরাপত্তায় দায়িত্ব পালন করাই আমাদের আনন্দ।'এই পুলিশ সদস্য আরও জানান, ঈদের ছুটিতে ৩০ শতাংশের কম পুলিশ সদস্য ছুটি পান। অনেকে দুই ঈদের এক ঈদে ছুটি পান। কারও কারও আবার এক ঈদেও ছুটি মেলে না।ঈদে বাড়িফেরা নিয়ে কথা হয় তেজগাঁও ট্রাফিক বিভাগের কনস্টেবল ইব্রাহিমের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'ট্রাফিকের চাকরি কঠোর। রোজা রেখে এই দায়িত্ব পালন করা আরও কষ্টের। তবে ঈদে ছুটি পেলে কষ্টটা দূর হয়ে যায়। ভালো লাগে তখন।'আগামী ৩১ মার্চ থেকে ঈদে ছুটি মঞ্জুর হয়েছে ইব্রাহিমের। রোজা ২৯টি হলে ওইদিনই ঈদ হওয়ার কথা। অবশ্য এ নিয়ে আক্ষেপ নেই তার। জানালেন, ঈদের পর বাড়ি ফিরতে পারবেন, পরিবারের সঙ্গে ঈদ উদযাপন করতে পারবেন, এটাই আনন্দের।প্রমোদ চন্দ্র বর্মন নামে ট্রাফিক পুলিশের আরেক সদস্য জানান, দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে পুলিশের চাকরি করেছেন। হিন্দু ধর্মের হওয়ায় ঈদে কখনও ছুটি পাননি। তবে হিন্দু ধর্মের উৎসবে ছুটি পেয়েছেন।প্রমোদ বলেন, 'ঈদে তো আমরা ছুটি পাই না, অবশ্য ছুটি চাইও না। কারণ আমি ডিউটি দিলে আমার একজন মুসলমান ভাই ছুটি কাটাতে পারবেন। তাতে তিনি খুশি হবেন। তাই আমরা আনন্দের সঙ্গেই ডিউটি করি প্রতিটি ঈদে।'ঈদকে ঘিরে নগরবাসীর নিরাপত্তায় দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যদের জন্য বিশেষ কোনো আয়োজন থাকে কিনা জানতে চাইলে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, 'ডিএমপি সকল সদস্যদের জন্য ঈদের দিন বা তার পরে উন্নত মানের খাবার পরিবেশন করা হয়। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করি তাদের জন্য ভালো কিছু করার।'আসন্ন ঈদুল ফিতরে টানা ৯ দিনের সরকারি ছুটি থাকছে। ইতোমধ্যে ফাঁকা হয়ে গেছে ঢাকা। এই লম্বা ছুটিতে রাজধানীর বিশেষ নিরাপত্তা পরিকল্পনা সাজিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) ও র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। চুরি, ছিনতাই ও ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপরাধ কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে এ সময় মহানগরের অন্তত ১৫ হাজার পুলিশ তৎপর থাকবে ডিএমপি সূত্র জানায়, ঈদ ঘিরে অনেক মানুষ ঢাকা ছেড়ে যাচ্ছেন। এতে বাসাবাড়ি, ফ্ল্যাট ও অফিস ফাঁকা হয়ে যাবে। ফাঁকা ঢাকায় অপরাধ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছে নগরবাসী। চুরি, ছিনতাই ও ডাকাতিরও ভয়ে অন্যতম কারণ। এসব বিষয় মাথায় রেখে বিশেষ নিরাপত্তা পরিকল্পনা সাজিয়েছে ডিএমপি।

নির্বাচনের তারিখ নিয়ে জনগণের

বা নির্দেশে গণপরিষদ চায় এটাই আমার প্রশ্ন। গণপরিষদ তো হয় বিচ্ছিন্ন কোনও দেশের ক্ষেত্রে, কিন্তু ২৪ সালে তো দেশ স্বাধীন হয়নি, স্বাধীনতা তো অর্জিত হয়েছে ১৯৭১ সালে।'তিনি আরও বলেন, 'জুলাই-আগস্টে যারা শহীদ এবং আহত হয়েছেন তাদের বিচার আমরাও চাই, কিন্তু সে বিচার করতে কত বছর লাগবে? এক থেকে দেড় বছরেই তো বিচার করা সম্ভব, কিন্তু তারা সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে নির্বাচন নিয়ে লুকোচুরি খেলছেন।'বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটির রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আমিরুল ইসলাম খান আলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বেলকুচি চৌহালী ও এনায়েতপুর থানা বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

নগরবাসীর নিরাপত্তায় ঈদ ঘিরে

ঈদ নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রেস ব্রিফিংয়ে লিখিত বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ঢাকা মহানগরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে জানিয়ে রেজাউল করিম মল্লিক বলেন, ঈদ উপলক্ষে রাজধানীতে পুলিশি কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। ঢাকার ৫০টি থানা এলাকায় প্রতিদিন দুই পালায় ডিএমপির ৬৬৭টি টহল টিম দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত স্থানে ৭১টি পুলিশি চেকপোস্ট পরিচালিত হচ্ছে। পুলিশের পাশাপাশি অক্সিলিয়ারি ফোর্সও নিরাপত্তা কার্যক্রমে ভূমিকা রাখবে। তিনি বলেন, ইউনিফর্মড পুলিশের পাশাপাশি মহানগরীর নিরাপত্তায় ডিবির বিভিন্ন টিম মাঠে কাজ করছে। বিশেষ করে, বিপণিবিতান, বাস ও লঞ্চ টার্মিনাল, রেল স্টেশনসহ জনবহুল এলাকায় গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। অপরাধ প্রতিরোধ ও গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে জানিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিবি) বলেন, ঈদকে কেন্দ্র করে কোনও নাশকতা বা অপরাধ যেন না ঘটে, সে জন্য ডিবির গোয়েন্দা নজরদারি আগের তুলনায় জোরদার করা হয়েছে। সাইবার টিম তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে অপরাধ দমনে কাজ করছে। ডিবির মাদকবিরোধী অভিযানে ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মাদক কারবারি ও অভ্যাসগত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঈদকে সামনে রেখে জাল টাকা তৈরি ও সরবরাহ প্রতিরোধেও বিশেষ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়েছে এবং অভিযান অব্যাহত রয়েছে। নগরবাসীকে নিরাপত্তা বিষয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, যদি মহল্লা, বাসা, বা মার্কেটে কোনও সন্দেহজনক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়, তবে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ি, থানা বা ডিবিকে জানাতে হবে। জরুরি প্রয়োজনে ডিএমপি কন্ট্রোল রুম বা জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ এ যোগাযোগের অনুরোধ জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, 'নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে বিপণিবিতান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তাকর্মীদেরও সচেতনভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং থানা ও ফাঁড়ির সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে হবে।' ঈদ শেষে নগরবাসী যাতে নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারেন, সে জন্য ডিবি ঈদ পরবর্তী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করবে। ছিনতাইকারী, চোর, চাঁদাবাজ ও অন্যান্য অপরাধীদের গ্রেপ্তারে মহানগরের কৌশলগত স্থানে অভিযান চালানো হবে বলেও জানান ডিএমপি অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিবি) রেজাউল করিম মল্লিক।

চার স্তরের নিরাপত্তায় প্রস্তুত দেশের

হাই ঈদগাহ ময়দান ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক ফৌজিয়া খান জানান, ঈদুল ফিতরের ১৯৮তম জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল ১০টায়। শোলাকিয়া ঈদগাহ মাঠের সব প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে। এবারের ঈদের জামাতে টুপি ও জায়নামাজ এবং মোবাইল ফোন ছাড়া আর কিছু সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না মুসল্লিরা। আগত মুসল্লিরা নিরাপত্তার স্বার্থে ছাতা নিয়ে মাঠে প্রবেশ করতে পারবেন না। ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ঈদগাহ মাঠে আগত মুসল্লিদের সুবিধার্থে ঈদের দিন কিশোরগঞ্জ-ময়মনসিংহ ও ভৈরব-কিশোরগঞ্জ রোডে শোলাকিয়া এক্সপ্রেস নামে দুটি বিশেষ ট্রেন চলাচল করবে।কিশোরগঞ্জের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ হাসান চৌধুরী বলেন, '২০১৬ সাল থেকে আমরা সব সময় বাড়তি নিরাপত্তা গ্রহণ করে থাকি। এবার আগের থেকে বেশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে শোলাকিয়ায়। এবার ময়দানকে লক্ষ্য করে চার স্তরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ১১০০ পুলিশ সদস্য পোশাকে ও সাদা পোশাকে কাজ করবে। বিশেষ নিরাপত্তার জন্য রুফটপের ব্যবস্থা থাকবে। কোথাও কোথাও পাঁচ থেকে ছয়টি চেকপোস্ট পেরিয়ে ময়দানে আসতে হবে। এখানে ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে ছয়টি। তার মধ্যে র‍্যাব ব্যবহার করবে দুটি আর চারটি ব্যবহার করবে পুলিশ। মাঠে ছয়টি ড্রোন ক্যামেরা থাকবে। থাকবে মাইনো কোলাসহ ছয়টি ভিডিও ক্যামেরা। এছাড়াও পুরো মাঠ সিসি ক্যামেরার আওতায় থাকবে। যা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হবে। মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে নামাজ আদায় করতে পারে তাই আমাদের এই আয়োজন। এখানে ফায়ার সার্ভিস কাজ করবে। ছয়টি অ্যাম্বুলেন্সসহ মেডিকেল টিম থাকবে। পুলিশের কুইক রেসপন্স টিম থাকবে। সুইপিং করা হবে। বোম ডিসপোজাল টিম কাজ করবে।' এ ছাড়া মাঠের নিরাপত্তার জন্য পাঁচ প্লাটুন বিজিবি চাওয়া হয়েছে। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো হুমকি নেই। 'ময়মনসিংহ র‍্যাব-১৪-এর অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি নাঈমুল ইসলাম জানান, 'স্নাইপার, ড্রোন ক্যামেরা, দুটি ওয়াচ টাওয়ারের মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। এ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতে র‍্যাব সদস্য পোশাকে ও সাদা পোশাকে মোতায়েন থাকবে।' কোনো থ্রেট নেই।' শোলাকিয়া ঈদগাহ মাঠ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এরশাদ মিয়া বলেন, 'মাঠের রং করা থেকে শুরু করে মুসল্লিদের অজু ও গোসলের সকল ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

ফাঁকা ঢাকায় নাশকতার হুমকি নেই

হয়েছে।আরেক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, সরকারের উদ্যোগ ছিল বলেই মানুষ এবার স্বস্তিতে বাড়ি যেতে পারছে। আমরা চেষ্টা করছি যাতে তাঁরা ভালোভাবে বাড়ি যেতে পারে এবং ভালোভাবে আবার ঢাকায় ফিরে আসতে পারে।

মিয়ানমার-থাইল্যান্ডের মতো ঝুঁকিতে

ভূমিকম্পের উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এ অবস্থায় ভূমিকম্প মোকাবিলার জন্য সব পর্যায়ে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ ও সচেতনতা তৈরির নিমিত্ত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদফতর কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছে।ফায়ার সার্ভিস বলছে, 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড-২০২০' অনুযায়ী ভূমিকম্প প্রতিরোধী ভবন নির্মাণ করা প্রয়োজন। আর ঝুঁকিপূর্ণ ও পুরোনো ভবনগুলোর সংস্কার ও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।সব বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবনে অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি। এছাড়াও গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ-সহ ইউটিলিটি সার্ভিস লাইনগুলোর সঠিকতা নিশ্চিত করা; ভূমিকম্প চলাকালে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি পর্যায়ে বিভিন্ন করণীয় সম্পর্কে নিয়মিত মহড়া অনুশীলন ও প্রচারের ব্যবস্থা করা; জরুরি টেলিফোন নম্বর যেমন ফায়ার সার্ভিস, অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ, হাসপাতাল ও অন্যান্য জরুরি নম্বরগুলো ব্যক্তিগত পর্যায়ে পাশাপাশি সব ভবন বা স্থাপনায় সংরক্ষণ করা এবং তা দৃশ্যমান স্থানে লিখে রাখতে হবে দুর্যোগের সময়ে কার্যকর ভূমিকার জন্য ভলান্টিয়ারদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা, জরুরি প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য সরঞ্জামাদি যেমন-টর্চলাইট, রেডিও (অতিরিক্ত ব্যাটারিসহ), বাঁশি, হ্যামার, হেলমেট বা কুশন, শুকনো খাবার, বিশুদ্ধ পানি, প্রয়োজনীয় ঔষধ সামগ্রী, ফার্স্ট এইড বক্স, শিশু যত্নের সামগ্রী ইত্যাদি বাসা-বাড়িতে নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা, যাতে ভূমিকম্প পরবর্তী সময়ে আটকা পড়লে তা ব্যবহার করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা যায় এবং সকল পর্যায়ে তদারকি সংস্থার কার্যক্রমে সহযোগিতা করারও পরামর্শ দিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।এসব বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভিন্ন কার্যক্রম চালু রেখেছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সতর্কতায় ভূমিকম্পের ন্যায় ভয়াবহ দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা সীমিত রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে।যেকোনও তথ্যের জরুরি প্রয়োজনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদফতরের মিডিয়া সেলে (মোবাইল: ০১৭২২৮৫৬৮৬৭, হটলাইন নম্বর: ১০২) যোগাযোগ করারও অনুরোধ জানিয়েছে সংস্থাটি।

সেমাই-চিনি ও সুগন্ধি চালে স্বস্তি

দাম একই রকম ছিল বলে জানান বিক্রেতারা। খিলগাঁও তালতলা বাজারে বিক্রমপুর স্টোরের কর্ণধার আব্দুর রশিদ বলেন, সেমাইয়ের দাম গত বছর যা ছিল এ বছরও তাই রয়েছে। বরং খোলা সেমাই এর দাম অনেকটা কমেছে।সেমাই-চিনি ও সুগন্ধি চালে স্বস্তি, বেড়েছে দুধের দামচাঁদ রাত পর্যন্ত চলবে কেনাবেচা-অন্যদিকে বাজারে এখন প্রতি কেজি চিনি বিক্রি হচ্ছে ১১৫ থেকে ১২০ টাকা কেজি দরে। গতবার ঈদের আগে এ চিনি কিনতে হয়েছে ১৩০ থেকে ১৪০ টাকায়। একইভাবে ভালো মানের সুগন্ধি চাল ১১৫-১২০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে, যা গত বছরের ঈদের আগের চেয়ে প্রায় ২০ টাকা কম। রামপুরা ভাই ভাই স্টোর এর জামাল হোসেন বলেন, পোলাওয়ের চাল নিয়ে এবার কোনো সমস্যা নাই। বরং গত বছরের চেয়ে কম দামে ভালো মানের চাল বিক্রি হচ্ছে।তবে বাজার ঘুরে দেখা যায়, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রতি লিটার তরল দুধ ১০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সর্বশেষ ২১ মার্চ রাষ্ট্রীয় দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা) তরল দুধের দাম বাড়ায়। তাতে আধা লিটার প্যাকেটের দুধের দাম ৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫৫ টাকা এবং এক লিটার প্যাকেটের দুধের দাম ৯০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০ টাকা করা হয়েছে।এর আগে গত বছরের নভেম্বরে আড়ং ও প্রাণ একইভাবে তাদের প্রস্তুতকৃত তরল দুধের দাম বাড়িয়ে ১০০ টাকা করেছিল। তবে এতোদিন মিল্কভিটার দুধ ১০ টাকা কমে ৯০ টাকা লিটার দরে বিক্রি হতো।অন্যদিকে বাজারে বর্তমানে প্রতি কেজি গুঁড়া দুধ ৮২০ থেকে ৮৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। যেমন বাজারে এখন প্রতি কেজি ডিপ্লোমা দুধ ৮৬০ টাকা, ফ্রেশ দুধ ৮১০ু৮২০ টাকা ও স্টারশিপ ৬৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।বিক্রেতারা জানান, দুই মাস আগে খুচরা পর্যায়ে গুঁড়া দুধের দাম কেজিতে ৩০ টাকার মতো বাড়িয়েছিল কোম্পানিগুলো। ডিপ্লোমা, ডানো, ডানো ডেইলি, পুষ্টি, ফ্রেশ, মার্কস, স্টারশিপসহ প্রায় সব কোম্পানিই তখন গুঁড়া দুধের দাম বাড়ায়। যদিও রোজার মধ্যে কোম্পানিগুলো গুঁড়া দুধের দাম বাড়ায়নি বলে জানিয়েছেন খুচরা বিক্রেতারা।মালিবাগ বাজারের ক্রেতা আবুল হোসেন বলেন, সবকিছুর মধ্যে দুধের দামটা একটু বেশি মনে হলো। তবে প্রতিবছর বাজারে ঈদের আগে যে আতংক তৈরি হয়, সেটাই এবার নেই। দুধের দামটা না বাড়লে একদম সব ঠিকঠাক ছিল।এদিকে ঈদ ঘিরে সেমাই তৈরির উপকরণের দাম অপরিবর্তিত দেখা গেছে। গত বছরের মতো দামেই বাদাম কিশমিশ কেনা যাচ্ছে। এখন প্রতি কেজি চিনাবাদাম ১২০-২০০ টাকা ও কাজুবাদাম বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার ২০০ থেকে ১ হাজার ৬০০ টাকায়। এছাড়া প্রতি কেজি কিশমিশ বিক্রি হচ্ছে ৪০০-৫০০ টাকায়।

রমজান বিষয়ক ফতোয়া

সওয়াব উৎসর্গ করে মুসলিম সে সওয়াব পাবে। যদিও সে মুসলিম না জানে কে তার জন্য নেক কাজটি করল। এমন নেক কাজের মধ্যে রয়েছে- দুআ ও ইসতিগফার। সমাপ্ত শাইখ বিন বায (রহঃ) বলেন: পিতামাতার জন্য বা অপর কারো জন্য সদকা করলে কবুল হয় এবং উপকার দেয়। অতএব, জীবিত মৃত উভয়ের জন্য সদকার মধ্যে বহু কল্যাণ রয়েছে। সমাপ্ত নুরুন (১৪/৩০৩) আলাদ দারব থেকে] **আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।**

বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক নতুন পর্যায়ে

এবং তাদের বিশাল সহযোগিতার সম্ভাবনার ওপর জোর দেন। তিনি আশা করেন আরও চীনা বিনিয়োগকারী বাংলাদেশে আসবেন এবং স্থানীয় অংশীদারদের সঙ্গে একত্রে একটি বৃহত্তর বাজার উন্মুক্ত করবেন। সম্প্রতি বাংলাদেশি রোগী, ডাক্তার এবং ট্রাভেল এজেন্সিগুলোর প্রথম দলটি চীনের ইউনান প্রদেশের কুনমিংয়ে চিকিৎসা পরীক্ষা ও চিকিৎসা পর্যটন বাজারের সম্ভাবনা অন্বেষণ করতে গিয়েছিল। ইউনূস বলেন, বাংলাদেশ চীনের কাছ থেকে শিখতে এবং জনগণের উপকারে একটি উন্নত স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। এবছর চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৫০তম বার্ষিকী এবং এটিকে চীন ও বাংলাদেশ জনগণের সঙ্গে জনগণের বিনিময় বছর হিসেবেও মনোনীত করা হয়েছে। বাংলাদেশে সন্ন্যাসী জুয়ানজ্যাং-এর পদচিহ্ন রেখে যাওয়া এবং চীনে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারে পণ্ডিত অতিশ দীপঙ্করের অবদানের কথা উল্লেখ করে ইউনূস বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আদান-প্রদানের দীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরেন, যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের দ্রুত এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেছে। চীনের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশ উপকৃত হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা কেবল দ্রুত উন্নয়নশীল অর্থনীতিই তৈরি করতে পারি না, বরং একটি নতুন ধরণের অর্থনীতি তৈরি করতে পারি যেখানে সবার অংশগ্রহণ থাকবে। আমরা এটিকে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি যেখানে আমাদের সহযোগিতা কেবল অর্থনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এটি হবে সাংস্কৃতিক। বাংলাদেশ ও চীনের বিগত ৫০ বছরের সম্পর্ক চমৎকার ছিল উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আগামী ৫০ বছর আরও সুদৃঢ় হবে। তিনি বলেন, বৃহত্তর ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার জন্য উন্মুখ আমরা। এটাই দেখার অপেক্ষায় আছি।

বেঁচে থাকাটাই গাজাবাসীর ঈদ

প্রতিবেশী বাড়িতেও এ খাবার বিলানো হয়। যখন ফিলিস্তিনিদেরকে তাদের মাতৃভূমি থেকেই নির্মূল করার চেষ্টা চলছে, তখন নিজস্ব এই সংস্কৃতিকে ধারণ করা তাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিমুহূর্তে তারা নিজেদের স্বজনদেরকে গণহত্যার শিকার হতে দেখছে।কিন্তু সহজ এই খাবারটি তৈরির সাধারণ উপকরণগুলো গাজার বাজারে নেই। সেখানে কোনো টাটকা খাবারই পাওয়া যাচ্ছে না। সেখানকার কৃষিব্যবস্থার ৬০ শতাংশ ইসরায়েলি বোমা হামলায় ধ্বংস হয়েছে। খাদ্য উপকরণ মিললেও সেগুলো রান্না করার সুযোগ নেই। গাজায় খাদ্য সংকটের পাশাপাশি জ্বালানি সংকটও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ইসরায়েলিরা সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহও বন্ধ করে দিয়েছে। যাদের কপালে সেহেরি-ইফতার জুটেছে, তাদেরকে অন্ধকারে বসে খেতে হয়েছে। তাদের মনে ভয় থাকে যে, রান্নার আগুনের আলো বা ঘরের আলো দেখে ইসরায়েলি সামরিক ড্রোন ছুটে আসবে।এর মাঝেও ফিলিস্তিনি মা-বাবারা তাদের ছোট ছোট সন্তানদের জন্য ঈদের আনন্দ নিশ্চিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। গোটা রমজান মাসের মতো ঈদের দিনেও খুব সম্ভবত এক বেলা খেয়েই অনেক শিশুকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।তথ্যসূত্র: আল জাজিরা

মানুষ গরিব কারণ অর্থনৈতিক

লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট এবং কর্মপরিকল্পনা সুদূরপ্রসারী। বাংলাদেশকে শক্তিশালী এবং আরও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে বিনিয়োগ, শিক্ষা, প্রযুক্তি এবং শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় আমরা উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে অর্থনৈতিক রূপান্তর করছি।'প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'লেখাপড়া করে চাকরি খুঁজতে যায় আমাদের তরুণরা। আমি বরাবরই বলে আসছি, এটি একটি ভুল পদ্ধতি। মানুষ চাকরি প্রার্থী হওয়ার জন্য জন্ম নেয় না। চাকরি জিনিসটাই একটি ভুল ধারণা। মানুষ হলো সৃজনশীল। তারা সৃজনশীল কাজ করতেই পছন্দ করেন। চাকরি সৃজনশীলতাকে অস্বীকার করে। চাকরি আপনাকে সেই কাজ করতে বাধ্য করে যেটি আপনার সুপারভাইজর চায়। চাকরি এক ধরনের প্রথাগত দাসত্ব। মানুষ কোনোভাবেই দাসত্বের উপযোগী না, তারা স্বাধীন। তাদের এই ধারণার প্রচার করা উচিত, মানুষ উদ্যোক্তা হয়েই জন্ম নেয়, চাকরি প্রার্থী নয়।'বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষার্থীদের উদ্যোক্তা হিসেবে প্রস্তুত করা উচিত মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'শিক্ষার্থীদের এমনভাবে প্রস্তুত করা উচিত, তারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যেন সফল উদ্যোক্তা হয়, চাকরি প্রার্থী নয়। এই ধারণা একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে এসেছে। আমি যেখানে পড়াতাম সেখানের কাছেই কিছু গ্রামীণ নারীদের মাধ্যমে আমি একটি ক্ষুদ্র উদ্যোগ নেই। আমি ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়া শুরু করলাম শুধু এই মনে করে যে, সে যেন এই অর্থ কাজে লাগিয়ে তার জীবন বদলাতে পারে। আমি তখন জানতাম না, এই উদ্যোগ কাজে আসবে কিনা। কিন্তু দেখা গেলো তাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেলো এবং তারা বরাবরই এই কাজের মধ্যে সচল হয়ে গেলো। এভাবে লাখো নারীর অবস্থা পাল্টে গেছে।'তিনি বলেন, 'এই উদাহরণ আমাকে আশ্বস্ত করেছে যে, সব মানুষই উদ্যোক্তা। আমাদের বইয়ে শেখানো হয়, বিশেষ কিছু মানুষ উদ্যোক্তা হয়ে জন্ম নেয়। বাকিদের তাদের অধীনে কাজ করতে হয়। আমি বললাম যে এটি একেবারেই ভুল ধারণা। ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে যদি বাংলাদেশের অতি দরিদ্র অশিক্ষিত নারীরা উদ্যোক্তা হতে পারে, যে কেউ হতে পারে। আমরা তাদের প্রশিক্ষণ দেই না, কাউকে বলিও না যে কীভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে হয়, তারা নিজেরাই সব ব্যবস্থা করে নেয়। সুতরাং এখানে একটি বড় প্রশ্ন ছুড়ে দেয়, শিক্ষার আসলে মূল উদ্দেশ্য কী? সেজন্য আমি বলে আসছি, শিক্ষা একজনের ছতরের সৃজনশীল সক্ষমতা বের করে এনে পৃথিবীর পরিবর্তন করে।'

দেশজুড়েই অবাধে বিক্রি হচ্ছে ভেজাল বিষাক্ত খাবার

স্টাফ রিপোর্টার : জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হলেও দেশজুড়েই অবাধে বিক্রি হচ্ছে ভেজাল বিষাক্ত খাবার। যার ফলে দেশে ক্যান্সার, কিডনি রোগ, লিভারের সমস্যা, পেটের অসুখ, অ্যালার্জি, ডায়াবেটিস এবং শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের গবেষণা অনুযায়ী, দেশে ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, যার অন্যতম কারণ খাদ্যে রাসায়নিক দূষণ। দেশে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যে মেশানো হচ্ছে ফরমালিন, ডিটারজেন্ট ও হাইড্রোজেন পারক্সাইড। অপরিপক্ব ফল পাকাতে ক্যালসিয়াম কার্বাইড ও ইথোফেন ব্যবহার করা হচ্ছে। আর মাছ ও মাংস সংরক্ষণ রাসায়নিক ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে জীবন বাঁচানোর খাবারই বিপদ ডেকে আনছে। বাড়াচ্ছে রোগব্যাধি। ত্বরান্বিত করছে মৃত্যু। খাদ্যের বিশুদ্ধতা রক্ষায় রমজানে বিভিন্ন সংস্থা জোরালো অভিযান শুরুর ঘোষণা দিলেও তার প্রভাব বাজারে নেই। বিএসটিআই এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়।সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, রাজধানীতে রাস্তার পাশে বিক্রি হওয়া চটপটি, ছোলামুড়ি, স্যান্ডউইচ, আখের রস, অ্যালোভেরা সরবত ও রেস্তোরাঁর সালাদে প্রাণঘাতী রোগ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের বিপজ্জনক মাত্রায় উপস্থিতি রয়েছে। এমনকি প্যাকেটজাত বা প্যাকেটহীন কোনো খাবারই নিরাপদ নয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি ও সংরক্ষণ ছাড়াও তাতে ক্ষতিকর রাসায়নিক ও রং মেশানো হচ্ছে। বাজারের বিক্রি হওয়া প্যাকেটজাত খাদ্যপণ্যের বড় অংশেরই বিএসটিআইয়ের অনুমোদন নেই। আবার অনেকে অনুমোদন ছাড়াই খাদ্যপণ্যে বিএসটিআই লোগো ব্যবহার করছে। আর যাদের অনুমোদন রয়েছে, তারা পরবর্তীতে খাবারের মান ঠিক রাখছে কিনা তা যাচাই হচ্ছে না।সূত্র জানায়, রমজানে দেশজুড়েই রাস্তার পাশে উন্মুক্ত অবস্থায় ইফতারসামগ্রী বিক্রি হচ্ছে। তাতে পড়ছে রাস্তার ধুলোবালি। আর প্যাকেটজাত বিভিন্ন কেকের মেয়াদ ৪-৫ মাস দেয়া হচ্ছে। পাউরুটির মেয়াদ ৫-৬ দিন দেয়া থাকায় তাতে ক্ষতিকর ছত্রাকের বসতবাড়ি তৈরি হচ্ছে। এমনকি পুরনো পাউরুটি ফেরত নিয়ে সেগুলো ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে ফের তৈরি হচ্ছে নতুন পাউরুটি। দেশে দিনের পর দিন অনেকটা প্রকাশ্যে চলছে এসব অপকর্ম। তাছাড়া সমপ্রতি বাজারে আসা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ইলেকট্রোলাইট ড্রিংসের অধিকাংশেই বিএসটিআই লোগো নেই। এমনকি বিএসটিআইয়ের লাইসেন্স নেয়া বাধ্যতামূলক ২৯৯টি পণ্যের তালিকায়ও ইলেকট্রোলাইট ড্রিংসের নাম নেই।

সূত্র আরো জানায়, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে অভিযানের ঘোষণা দেয়া হলেও বাস্তবে তার আওতা খুবই কম। রাজধানীর এমন অনেক এলাকাই রয়েছে যেখানে গত পাঁচ বছরেও কোনো অভিযান চলেনি। অথচ ভেজাল খাদ্য গ্রহণের কারণে প্রতি বছর দেশে ৩ লাখ লোক ক্যান্সারে, ২ লাখ লোক কিডনি রোগে, দেড় লাখ লোক ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হচ্ছে। পাশাপাশি ১৫ লাখ বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হচ্ছে। ভেজাল খাদ্য গ্রহণের ফলে দেশে হেপাটাইটিস, কিডনি, লিভার ও ফুসফুস সংক্রমিত রোগীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, ভেজাল ও দূষিত খাদ্য গ্রহণের কারণে প্রতি বছর অসুস্থ হয় বিশ্বের প্রায় ৬০ কোটি মানুষ আর মারা যায় ৪ লাখ ৪২ হাজার মানুষ।

এদিকে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বিএসটিআইয়ের পরিচালক (সিএম) মো. সাইফুল ইসলাম জানান, গবেষণায় বাংলাদেশে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যে ক্ষতিকর ফরমালিন, ডিটারজেন্ট ও হাইড্রোজেন পারক্সাইডের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। অপরিপক্ব ফল পাকাতে ব্যবহার করা হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বাইড ও ইথোফেন নামক রাসায়নিক। ফরমালিন, অ্যামোনিয়া এবং অন্যান্য রাসায়নিক ব্যবহার করে মাছ ও মাংস সংরক্ষণ করা হচ্ছে। হলুদ, মরিচ ও ধনে গুঁড়ায় সিসা ও কাপড়ের রং মেশানো হচ্ছে। মিষ্টি, কেক ও বিস্কুটে কাপড়ের রং এবং অতিরিক্ত সোডিয়াম বেনজয়েট ব্যবহার করা হচ্ছে। আটায় মেশানো হচ্ছে চক পাউডার। হরমোন প্রয়োগ করে দ্রুত বড় করা হচ্ছে আনারস, কলাসহ বিভিন্ন ফল। অন্যদিকে এ ব্যাপারে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জাকারিয়া জানান, অন্য বছরের চেয়ে এ বছর বাজার মনিটরিং বাড়ানো হয়েছে। প্রতিদিন অভিযান চলছে। তবে ভোক্তাকেও সচেতন হতে হবে। তারা যেন পণ্য কেনার আগে সবকিছু যাচাই-বাছাই করে কেনেন।

নদীদূষণ রোধে সদরঘাটে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা

স্টাফ রিপোর্টার : নদীদূষণ রোধে সদরঘাটে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেছে পরিবেশ অধিদফতর। গত শুক্রবার ৯টা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল এলাকায় এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। পরিবেশ অধিদফতরের মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট শাখার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল্লাহ আল মামুন এতে নেতৃত্ব দেন। পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সদরঘাট থেকে ছেড়ে যাওয়া সব লঞ্চে একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক ও পলিথিন বহন না করতে এবং খাবারের উচ্ছিষ্ট ও আবর্জনা নদীতে না ফেলে লঞ্চের নির্ধারিত বিনে ফেলার নির্দেশনা দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। যাত্রীদের এ বিষয়ে সচেতন করতে সুপারভাইজার ও স্টাফসহ লঞ্চ কর্তৃপক্ষকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। নির্দেশনা না মানলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়। নৌপুলিশের সহযোগিতায় প্রতিটি লঞ্চে বিন রয়েছে কিনা তা পরিদর্শন করে ভ্রাম্যমাণ আদালত। যেখানে পর্যাপ্ত বিন নেই, সেসব লঞ্চে দ্রুত বিন সরবরাহের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, নৌপুলিশকে এ বিষয়ে মনিটরিং জোরদারের নির্দেশ দেওয়া হয়। লঞ্চের ভেতরে ও টার্মিনালে একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অভিযানের সময় নৌপুলিশ হ্যান্ড মাইকের মাধ্যমে যাত্রীদের সচেতন করে। এছাড়া, গত শুক্রবার রাতে গাজীপুরের কোনাবাড়ির ময়লার ভাগাড় রোড এলাকায় অবৈধভাবে পুরাতন ব্যাটারির সিসা গলানোর একটি কারখানার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে সেটি সিলগালা করা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণে পরিবেশ অধিদফতরের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এবার ঈদযাত্রায় উত্তরের পথে নেই যানজট

স্টাফ রিপোর্টার : ঈদযাত্রায় ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কে গাড়ির চাপ বেড়েছে কয়েক গুণ। তবে এখনও এ সড়কে যানজট সৃষ্টির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ফলে অনেকটা স্বস্তিতেই গন্তব্যে পৌঁছাতে পারছেন ঘরমুখো মানুষ। এদিকে, যমুনা সেতু দিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় প্রায় সাড়ে ৪৮ হাজার যানবাহন পারাপার হয়েছে। এতে টোল আদায় হয়েছে ৩ কোটি ৩৮ লাখ ৫২ হাজার ৯০০ টাকা। গতকাল শনিবার সকালে যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষ এ তথ্যটি নিশ্চিত করে। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাত ১২টা থেকে গত শুক্রবার রাত ১২টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ৪৮ হাজার ৩৩৫ টি যানবাহন পারাপার হয়েছে। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গগামী ৩০ হাজার ৩৯৮টি যানবাহন পার হয়েছে। এতে টোল আদায় হয়েছে ১ কোটি ৯০ লাখ ৯৮ হাজার ৫৫০টাকা। অপরদিকে ঢাকাগামী ১৭ হাজার ৯৩৭টি যানবাহন পার হয়েছে। এর বিপরীতে টোল আদায় হয়েছে ১ কোটি ৪৭ লাখ ৫৪ হাজার ৩৫০ টাকা। এর আগের ২৪ ঘণ্টায় এই সেতু দিয়ে ৩৫ হাজার ২২৭টি যানবাহন পারাপার হয়েছে। এতে টোল আদায় হয় দুই কোটি ৬৫ লাখ ৩৭ হাজার ৫০০ টাকা। ঈদযাত্রায় গত শুক্রবার থেকে এ সড়কে যানবাহনের অতিরিক্ত চাপ বেড়েছে। তবে এখনও যানজটের খবর পাওয়া যায়নি। এ কারণে ঘরমুখো মানুষজন অনেকটা স্বস্তিতেই গন্তব্যে পৌঁছাতে পারছেন। কিন্তু পণ্যবাহী ট্রাক ও পিকআপ ভ্যানে করে যেসব যাত্রীরা বাড়ি ফিরছেন তাদেরকে রোদের কারণে অনেকটা ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। যমুনা সেতু সাইট অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী আহসানুল কবির পাভেল বলেন, ঈদযাত্রায় যমুনা সেতুর আশপাশে এখনও যানজটের সৃষ্টি হয়নি। সেতুর দুই পাশে ৯টি করে মোট ১৮টি বুথ দিয়ে যানবাহন পারাপার হচ্ছে। এর মধ্যে দুইপাশেই ২টি করে বুথ দিয়ে আলাদাভাবে মোটরসাইকেল পারাপার হচ্ছে। এলেঙ্গা হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মুহাম্মদ শরীফ বলেন, এ সড়কে এখনও যানজটের সৃষ্টি হয়নি। তবে যানবাহনের চাপ রয়েছে। আর পণ্যবাহী ট্রাক-পিকআপ ভ্যানে ঘরমুখো মানুষের যাত্রাকে নিরুৎসাহিত করতে কয়েকদিন ধরে প্রচার চালানো হচ্ছে।

সুন্দরবন উপকূলের জেলে পরিবারে নেই ঈদের আমেজ

স্টাফ রিপোর্টার : বঙ্গোপসাগরের সুন্দরবন উপকূলে মাছের চরম আকাল দেখা দিয়েছে। সুন্দরবন উপকূলে বাগেরহাটের দুবলার চর কেন্দ্রিক জেলেরা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে জাল ফেলে খালি হাতে ফিরে এসেছেন। সাগরপাড়ের বিভিন্ন জেলেপল্লির শুঁটকি তৈরির চাতালগুলো মাছের অভাবে খালি পড়ে আছে। বর্তমানে সাগরে মাছের চরম আকাল দেখা দেওয়ায় মৎস্যজীবীরা আর্থিক সংকটে পড়েছেন। দেনা করে লগ্নি করা টাকা কীভাবে পরিশোধ করবেন তা নিয়ে উৎকণ্ঠা আর হতাশায় আছেন তারা। এ অবস্থায় জেলে পরিবারগুলোতে নেই কোনও ঈদের আমেজ। সুন্দরবনের দুবলার চরের বিভিন্ন জেলে ও মৎস্যজীবী ও বন বিভাগ সূত্র জানায়, প্রতি বছরের মতো এবারও বঙ্গোপসাগরের সুন্দরবন উপকূলের দুবলার চর এলাকায় নভেম্বর মাস থেকে শুরু হয়েছে পাঁচ মাসব্যাপী সাগরে শীতকালীন মৎস্য আহরণ ও শুঁটকি প্রক্রিয়াকরণ মৌসুম। আগামী ৮ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে এ মৌসুম। মৎস্য আহরণকালে জেলে ও মৎস্যজীবীরা নৌকা-ট্রলারে করে সাগর থেকে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ আহরণের পর তা থেকে সুন্দরবনের বিভিন্ন চরে শুঁটকি তৈরি করে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করে থাকেন। এ সময় সুন্দরবন উপকূলের হাজার হাজার জেলে ও মৎস্যজীবী কোটি কোটি টাকা লগ্নি করে এখানে মাছ আহরণ ও শুঁটকি তৈরিতে জড়ো হন। সাগর থেকে মৎস্য আহরণ ও শুঁটকি তৈরিকে কেন্দ্র করে সুন্দরবনের পুরো উপকূলীয় এলাকায় জেলে ও মৎস্যজীবীরা বিভিন্ন কর্মযজ্ঞে ব্যাপক ব্যস্ত সময় পার করে থাকেন। কিন্তু এবারের মৌসুমের চিত্র অনেকটাই ভিন্ন। জেলে ও মৎস্যজীবিদের মনে শান্তি নেই। বিরাজ করছে দারুণ হতাশা আর উৎকণ্ঠা। মৌসুমের শুরু থেকেই সাগরে মাছ সংকটে বিপাকে পড়েছেন মৎস্যজীবীরা। সর্বশেষ পূর্ণিমার সময় সাগরে জাল ফেলে তেমন কোনও মাছের দেখা পাননি তারা। মাছ না পেয়ে জেলে-মহাজনরা ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।

এর আগে সাগরের সুন্দরবন উপকূলে পশ্চিমা বাতাস প্রবাহিত হওয়ার কারণে জেলেরা নৌকা, ট্রলার ও জাল নিয়ে গভীর সাগরে যেতে পারেননি। কেউ কেউ প্রতিকূল বাতাস উপেক্ষা করে সাগরে গিয়ে জাল ফেললেও তারাও তেমন মাছ পাননি। সাগরে গিয়ে মাছের অভাবে খালি হাতে সুন্দরবনের জেলেপল্লিতে ফিরে এসেছেন। ট্রলারের তেল খরচও ওঠেনি। দুবলার চরের মোংলা রামপাল মৎস্যজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাকির শেখ জানান, প্রায় ৩০ বছর ধরে তিনি সাগরের মাছ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু বর্তমানের মতো মাছ সংকটের মতো অবস্থা তিনি কখনই দেখেননি। জাকির বলেন, পরিস্থিতি খুবই খারাপ। পশ্চিমা বাতাসের কারণে কোনও মাছ পড়ছে না। এ ছাড়া বাতাসের তীব্রতায় জাল-নৌকা নিয়ে জেলেরা গভীর সাগরে যেতে পারেনি। সাগরের অধিকাংশ মৎস্যজীবীদের একই পরিস্থিতি। সামনে ঈদ। কর্মচারীদের বেতন বকেয়া পড়ে রয়েছে। এ ছাড়া পরিবার পরিজনও তাকিয়ে রয়েছে। এ অবস্থায় ঈদ উদযাপন তো দূরের কথা, লগ্নির টাকা পরিশোধ চিন্তিত মৎস্যজীবীরা। মোংলার চাঁদপাই ইউনিয়নের কানাই নগরের কামাল হোসেন দুবলার চরের আলোর কোল এলাকার মৎস্যজীবী।

অস্ট্রেলিয়ায় ঈদের তারিখ ঘোষণা

১৪৪৬ হিজরি সনের রমজানের শেষদিন। আর শাওয়ালের প্রথম ও ঈদের দিন হবে ৩১ মার্চ সোমবার।

ঈদের আগে মার্কেটে শেষ সময়ের

ও দুই সন্তানকে ঈদের কেনাকাটা করতে নুরজাহান মার্কেটে এসেছেন। ছোট মেয়ে আয়শার জন্য গেঞ্জির সেট ১২শ টাকা দিয়ে কিনেছেন। তার জুতা কেনার এখনো বাকি। ছেলে রাব্বির জন্য এখন শার্ট ও প্যান্ট দেখছেন। একটু বাজার যাচাই করছেন, কম দামে কোথায় পাওয়া যায় তাই এই মহল ওই মহলে ঘুরছেন। তবে স্ত্রীর জন্য থ্রি-পিস, বোরকা ও জুতা কিনেছেন। সন্তানদের কেনার পরে নিজের জন্য শার্ট ও প্যান্ট কিনবেন বলে তিনি জানান।

৮ দিন বন্ধ থাকবে বাংলাবান্ধা

আলোচনার মাধ্যমে যৌথভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আগামী ৬ এপ্রিল থেকে স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম চালু হবে।বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের আমদানি রপ্তানিকারক গ্রুপের আহ্বায়ক রেজাউল করিম শাহীন বলেন, দেশের একমাত্র চতুর্দেশীয় স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত, ভুটান ও নেপালের বিভিন্ন প্রকার পণ্য আমদানি-রপ্তানি হয়। উভয় দেশের ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের আলোচনার মাধ্যমে আট দিন বন্ধের সিদ্ধান্ত হয়।স্থলবন্দর ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের (আইপিসি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফিরোজ কবির বলেন, ঈদ ও সরকারি ছুটিতে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকে। তবে ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট কখনো বন্ধ হয় না। ছুটির সময়ে চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশ-ভারতের বৈধ ভ্রমণকারীদের যাতায়াত কার্যক্রম স্বাভাবিক থাকবে।

ডিসির বাংলোর গর্তে মিললো সংসদ

উদ্ধার অভিযান চলছিল। এসময় ব্যালট পেপারগুলো গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের নজরে আসে। খবর পেয়ে পুলিশ, সেনাবাহিনী বিপুল পরিমাণে ব্যালট পেপারগুলো উদ্ধার করে।এ বিষয়ে জানতে চাইলে জেলা প্রশাসনের নেজারত ডেপুটি কালেক্টর (এনডিসি) রাশেদুল ইসলাম বলেন, ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ব্যালট পেপারগুলো ট্রেজারিতে ছিল। এরপর উপজেলা পরিষদের নির্বাচনের সময় স্থান সংকুলানের কারণে এগুলো পুরোনো বাংলোতে রাখা হয়। সেখান থেকে কে বা কারা এই ব্যালটগুলো নষ্ট করেছে তা আমাদের জানা নেই। তবে বাকি যে ব্যালটগুলো ছিল সেগুলো নির্বাচন কমিশনের টেন্ডার হয়েছে সেই টেন্ডারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

ভোগান্তি ছাড়াই দৌলতদিয়া ঘাট

পশ্চিমাচঞ্চল থেকে আসা যানবাহনগুলো সরাসরি ফেরিতে ঢাকায় চলে যাচ্ছে।পরিবার নিয়ে ঈদ করতে বাড়িতে যাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি। তিনি বলেন, ঈদের ছুটিতে পরিবার নিয়ে গ্রামের বাড়ি পাংশায় যাচ্ছি। ভোগান্তি ছাড়াই দৌলতদিয়া ঘাট পর্যন্ত আসতে পেরেছি।দৌলতদিয়া লঞ্চ ঘাট এলাকায় কথা হয় সুজন আলীর সঙ্গে। তিনি বলেন, পরিবহনের টিকিট না পাওয়ায় ভেঙে ভেঙে আসতে হয়েছে। তবে কোনো দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি। এবারের ঈদযাত্রা অনেক স্বস্তির রয়েছে। বিআইড?ব্লিউ?টি?সি দৌলত?দিয়া ঘাট শাখার ব্যবস্থাপক মো. সালাহউ?দ্দিন ব?লেন, সকাল থে?কে যা?ত্রী ও যানবাহ?নের চাপ বাড়লেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাপ কিছুটা কমে এসেছে। ত?বে কোনো প্রকার যানজট বা ভোগা?ন্তি নেই। এই নৌরু?টে ছোট বড় মি?লে ১৭টি ফে?রির ম?ধ্যে ১৬টি ফে?রি দি?য়ে যানবাহন পারাপার করা হচ্ছে।

বায়তুল মোকাররমে আতর-তসবিহ

সহকারী ম্যানেজার রাকিব হোসাইন বলেন, বরাবরের মতো এবারো আল হারামাইন পারফিউমস ব্যতিক্রমী কিছু করছে। ০% ইএমআই এবারের ঈদের সেরা আকর্ষণ। ফ্রেগনেন্সের ধরন বিবেচনায় আমাদের কাছে সুইট, ফ্লোরাল, ফ্রুটি এবং উড বেজড পারফিউম রয়েছে।তিনি বলেন, অতিসম্প্রতি বাংলাদেশে আসা পারফিউমগুলো আমাদের কালেকশনে রয়েছে, এর মধ্যে ফ্লোরাল ফেয়ার, লাভেঞ্চার সিরিজ, ব্ল্যাক উড এবং ফারাসা অতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আমরা আশা করছি এবারের ঈদে আল হারামাইনের প্রত্যাশিত বিক্রির মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। আহসান আতর হাউজের আব্দুর গফুর বলেন, আলহামদুলিল্লাহ বিক্রি অনেক ভালো হয়েছে। এখন একটু মানুষ কম। তবে চাঁদ রাতে বিক্রি বাড়তে পারে। পুরান ঢাকার অনেকেই চাঁদ রাতে আতর, টুপি, জায়নামাজ কিনতে আসেন। সবমিলিয়ে এবারের বিক্রি ভালো। ফয়সাল বিদেশি আতর হাউজের মালিক ফয়সাল বলেন, বিক্রির সময় প্রায় শেষ। আশেপাশে এখন আর তেমন মানুষ নেই। এবারে প্রত্যাশার চাইতে কিছুটা কম বিক্রি হয়েছে। ১০ রমজানের মধ্যে বিক্রি প্রচুর হয়। মাঝে একটু কমে। আবার ২০ রমজান থেকে বিক্রি বাড়ে। এ বছর মোটামুটি বিক্রি হয়েছে।

আওয়ামী ফ্যাসিবাদ ও ভারতীয়

অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি ৩৬ জুলাইয়ের সকল শহিদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। চাঁদাবাজ, দখলবাজ ও টেন্ডারবাজমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে সকলকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান তিনি। আমরা আর কোন ফ্যাসিবাদী সরকার দেখতে চাই না। জুলাই শহিদদের কারণে আজ মানুষ মন খুলে কথা বলতে পারে। আমরা বাংলাদেশে আর কোনো ফ্যাসিবাদ ফিরে আসতে দেব না। গতকাল সনমান্দি ইউনিয়নের মামুর্দি গ্রামে এ বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

ঈদ উপলক্ষে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের

পুলিশের সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহযোগিতা করছে। ৪. ঈদের ছুটি চলাকালীন শিল্প এলাকায়, বিশেষ করে শ্রমঘন এলাকার আবাসিক এলাকা এবং ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে অবস্থিত কারখানার আশপাশে রাত্রিকালীন টহল ডিউটি জোরদার করা হয়েছে। শিল্প পুলিশের পক্ষ থেকে যাত্রী সাধারণের সচেতনতামূলক প্রচারণা অব্যাহত আছে এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে দ্রুত সাড়াদান নিশ্চিতকরণের জন্য পেট্রোল কার্যক্রম চলমান। ৫. ছুটিকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং চুরি-ডাকাতি ও অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধের জন্য সংশ্লিষ্ট কারখানার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ৬. ঈদের ছুটিতে ঢাকা থেকে বহির্গামী বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের যাতায়াতকালে যাত্রা পথে যেন ছিনতাই, পকেটমার ও অজ্ঞান পার্টির কবলে না পড়ে সেজন্য গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সচেতনতা সৃষ্টি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ঈদের ছুটিতে কেমন থাকবে

যেতে পারে। সেটা অবশ্য আগে থেকে বলা যাবে না। এদিকে আবহাওয়াবিদ খো: হাফিজুর রহমান জানিয়েছেন, লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে।রোববার (৩০ মার্চ) সকাল পর্যন্ত দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।যশোর ও সিরাজগঞ্জ জেলা সমূহের ওপর দিয়ে তীব্র তাপপ্রবাহ এবং মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও রাঙ্গামাটি জেলাসহ রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের অবশিষ্টাংশ এবং ঢাকা ও বরিশাল বিভাগের ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপ প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। সবমিলিয়ে বর্তমানে ১৭টি জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তাপপ্রবাহ।গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে যশোরে ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঢাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৮ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।মৃদু তাপপ্রবাহ বলতে ৩৬ থেকে ৩৭ দশমিক ৯ ডিগ্রি, মাঝারি ৩৮ থেকে ৩৯ দশমিক ৯ ডিগ্রি, তীব্র বলতে ৪০ থেকে ৪১ দশমিক ৯ ডিগ্রি এবং অতি তীব্র তাপপ্রবাহ বলতে ৪২ ডিগ্রি বা তার ওপরের তাপমাত্রাকে বোঝায়।রোববার সকাল থেকে সোমবার (৩১ মার্চ) সকাল পর্যন্ত দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। সোমবার সকাল থেকে মঙ্গলবার (০১ এপ্রিল) সকাল পর্যন্ত দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনে আবহাওয়ার সামান্য পরিবর্তন হতে পারে।

সায়েদাবাদে ঘরমুখো মানুষের ভিড়

টাকা দিয়ে।মেহেরপুরগামী যাত্রী রফিক বলেন, আমরা সাধারণত পূর্বাসা পরিবহনে করে যাই। আজ কাউন্টারে এসে দেখি ৬৫০ টাকার টিকিট ৯০০ টাকা করে নিচ্ছে। ৬০০ টাকার টিকেট নিচ্ছে ৮০০ টাকা করে।এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে পূর্বাসা পরিবহনের কাউন্টার কর্মচারী সুজন বলেন, ঈদে যাত্রীর চাপ বেশি থাকায় আমাদের সব গাড়ি ফেরত আসে খালি। যাওয়া-আসায় অনেক তেল খরচ হয়। তাই বাড়তি টাকা নিতে হচ্ছে।লক্ষ্মীপুরগামী ইকোনো পরিবহনের বাস অন্য সময়ে ৫০০ টাকা নিলেও গত দু-দিন থেকে ভাড়া নিচ্ছে ৭০০ টাকা করে। সায়েদাবাদ এই পরিবহনের যাত্রী রাশেদ বলেন, প্রতি বছর এরা ভাড়া বাড়ায়। ৭০০ টাকা দিয়ে টিকিট নিয়েছি। ফিরতি টিকিটও ২০০ টাকা বেশি দামে বিক্রি শুরু করেছে তারা।পরিবহন কর্মচারীরা বলছেন, অন্য বারের তুলনায় এবার শেষ মুহূর্তে যাত্রীর চাপ কম। কারণ আগে ছুটি হয়ে মানুষ আগেই চলে গেছে। কাল হয়ত ভিড় আরও বাড়বে।নোয়াখালীগামী হিমালয় ও আল বারাকা পরিবহন ৫০০ টাকার ভাড়া নিচ্ছে ৫৫০ টাকা করে। ৫০ টাকা কেন বেশি নেওয়া হচ্ছে প্রশ্নের জবাবে কাউন্টার ম্যানেজার বলেন, সব বাস খালি ঢাকায় আসে। তেল, কর্মচারী খরচতো যাচ্ছে। তাই বাস ভাড়া বেশি।

ভিড় ছাড়াই ঘরমুখো মানুষের স্বস্তির

ছাড়বে ১১টা ১৫ মিনিটে। ট্রেন প্লাটফর্মে চলে এসেছে। আশা করছি সময় মতো ছেড়ে যাবে। অতিরিক্ত যাত্রী নেই। যারা টিকিট নিয়েছেন তারাই ভ্রমণ করছেন। এবারের ঈদযাত্রা স্বস্তির হচ্ছে।নঁকশিকাথা এক্সপ্রেসের যাত্রী ইকবাল বলেন, পরিবারের সঙ্গে ঈদ কাটাতে খুলনা যাচ্ছি। এবারের যাত্রা স্বস্তিদায়ক হবে। স্টেশনের ব্যবস্থাপনাও ভালো। আশা করছি, সুষ্ঠুভাবে বাড়ি পৌঁছাবো। ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন ম্যানেজার শাহাদাত হোসেন বলেন, কোনো ট্রেনই স্টেশন ছাড়তে বিলম্ব করেনি। সকালের দুই তিনটি ট্রেনে যাত্রীর চাপ অনেক বেশি ছিল। এখন কিছুটা কম এসেছে। রেলওয়ে তথ্য সেবা কেন্দ্রের কর্মরত সদস্যরা জানান, সকাল সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত মোট ২৪ টি ট্রেন গন্তব্যের উদ্দেশে ছেড়ে গেছে। এর মধ্যে আন্তঃনগর ১৮টি এবং লোকাল ৬টি।

গাজীপুরে মহাসড়কে নেই যানজট

পয়েন্টে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। প্রতি বছরই ঈদে গাজীপুরে যানজটের কেন্দ্রবিন্দু থাকে কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রা মোড় এলাকা। এখান থেকেই উত্তরবঙ্গের যাত্রীরা বাড়ি ফিরতে বিভিন্ন যানবাহনে যাত্রা শুরু করে। এবার ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক ও চন্দ্রা-নবীনগর সড়কের চন্দ্রা মোড় এলাকা পুরোই ফাঁকা। যানবাহনের চাপ থাকলেও নেই যানজট। স্বস্তিতে মানুষ বাড়ি ফিরছে। অপরদিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের টঙ্গী স্টেশন রোড, ভোগড়া, চান্দনা চৌরাস্তা, শ্রীপুরের মাস্টার বাড়ি, মাওনা চৌরাস্তাসহ বিভিন্ন এলাকায় যানজটের চিত্র নেই। পুরো মহাসড়কটি ফাঁকা। এ মহাসড়কটি দিয়ে বিভিন্ন জেলার মানুষ স্বস্তিতে বাড়ি ফিরছেন। নাওজোর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রইস উদ্দিন জানান, এবার ঈদে বাড়ি ফেরা যাত্রীদের চাপ থাকলেও চন্দ্রা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের কোথাও যানজট নেই। তবে বিভিন্ন যাত্রী পরিবহনের চাপ থাকলেও মানুষ স্বস্তিতে বাড়ি ফিরছেন। এদিকে মাওনা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আইয়ুব আলী জানান, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক পুরো ফাঁকা। এ মহাসড়কে কোনো যানবাহনের যানজটের কারণে থামতে হচ্ছে না। মহাসড়কটিতে এবার যানজটের কোনো আশঙ্কা নেই। ঈদযাত্রা মানুষের স্বস্তিদায়ক হবে বলে আশা করছি। পুলিশ নিরলসভাবে যাত্রীদের যাত্রা স্বস্তিদায়ক করতে কাজ করে যাচ্ছেন। ?

নয়ছয় হিসাব দেখিয়ে সয়াবিন

অনুমোদন করা হয় বৈঠক করে। যা এখনো অনুষ্ঠিত হয়নি। -আইআইটি দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব আব্দুর রাজ্জাকসরকারের অনুমোদন ছাড়া সয়াবিন তেলের দাম বৃদ্ধি বেআইনি। তবে দীর্ঘদিন সে আইনের তোয়াক্কা করেননি ভোজ্যতেল পরিশোধন কারখানার মালিকেরা। বিগত সরকারের সময় দফায় দফায় এভাবে ট্যারিফ কমিশনে চিঠি দিয়ে দাম বাড়ানো হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে না জানিয়েও দাম বাড়িয়েছে তবে এবার হুট করে দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্তের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে সরকারের দেওয়া শুল্ককর অব্যাহতির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া। যদিও গত ১৮ মার্চ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) চেয়ারম্যানকে ভোজ্যতেলের দাম বাড়ানোর কথা বলেন। আমদানি পর্যায়ে অব্যাহত শুল্ক-কর রেয়াত আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত বাড়ানোর সুপারিশ করেছে ট্যারিফ কমিশন। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসেনি ঈদের ছুটি শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত। এরমধ্যে শেষ কর্মদিবসে এমন দাম বাড়ানোর ঘোষণা সরকারের সংস্থাগুলোকে বাড়তি চাপে রাখার জন্য বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।ভোজ্যতেল ব্যবসায়ীরা বলছেন, এ সময়ে (১ এপ্রিলের মধ্যে) ভ্যাট অব্যাহতির মেয়াদ বাড়ানো হলে দাম আগের মতোই থাকবে। আর যদি শুল্ক-কর রেয়াতের এই সুবিধা উঠে যায়, তাতে আমদানি খরচ বাড়বে। ফলে দাম বাড়ানো ছাড়া আর উপায় থাকবে না।এসব বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (আইআইটি) দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব আব্দুর রাজ্জাক বলেন, দাম বাড়ানোর প্রস্তাব তারা নিজেরা কার্যকর করেছে সেটি সরকার অনুমোদিত হবে না। দাম বাড়ানোর প্রস্তাব অনুমোদন করা হয় বৈঠক করে। যা এখনো অনুষ্ঠিত হয়নি।দাম বাড়ানোর আগে সর্বশেষ গত ১৫ ডিসেম্বর সয়াবিন তেল আমদানি, উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট ছাড়ের মেয়াদ ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ায় সরকার। এ সময় কিন্তু ভোজ্যতেলের দাম কমায়নি কোম্পানিগুলো। বরং সে সময় বিশ্ববাজারে দাম বৃদ্ধির কথা বলে দেশের বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে প্রতি লিটারে ৮ টাকা বাড়ানো হয়েছিল।শুল্ক-কর রেয়াতের কারণে ভোজ্যতেল আমদানিতে কোম্পানিগুলোর সাশ্রয় হয়েছে প্রতি লিটারে ১১ টাকা। কিন্তু এখন শুল্ক-কর রেয়াত উঠে যাওয়ায় লিটারে ১৪ টাকা বাড়তি মুনাফা করতে চায় কোম্পানিগুলো।ওই সময় বিভিন্ন হিসাবে দেখা যায়, শুল্ক-কর রেয়াতের কারণে ভোজ্যতেল আমদানিতে কোম্পানিগুলোর সাশ্রয় হয়েছে প্রতি লিটারে ১১ টাকা। কিন্তু এখন শুল্ক-কর রেয়াত উঠে যেতেই ১৮ টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থাৎ শুল্ক-কর রেয়াত উঠে গেলে লিটারে ৭ টাকা বাড়তি মুনাফা করতে চায় কোম্পানিগুলো।এসব বিষয়ে কথা বলতে বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স অ্যান্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন প্রতিনিধিদের সিটি, টি কে ও মেঘনা গ্রুপের বেশ কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে। তবে এ বিষয়ে কেউ কথা বলতে রাজি হননি।যদিও নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন বলেন, শুল্কছাড়ের এ সুবিধা উঠে গেলে কোম্পানিগুলো লোকসানে পড়বে। কারণ, বিশ্ববাজারে সয়াবিন তেলের দাম বেশি। এছাড়াও বিশ্ববাজারে দামের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা আরও কয়েকমাস থাকবে। সবকিছু মিলিয়েই দাম বাড়ানোর প্রস্তাব কিছুটা বাড়িয়ে করা হয়েছে। কারণ, একবার দাম বাড়ালে কয়েকমাস আর বাড়ানো সম্ভব হবে না।সংসারের খরচ বাড়বে।সয়াবিন তেলের এ অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের খরচ বাড়বে। শুধু ভোজ্যতেলের পেছনে সংসারের খরচ মাসে অন্তত ১০০ টাকা বেড়ে যাবে।বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম সর্বশেষ গত ৯ ডিসেম্বর বাড়ানো হয়েছিল। তখন লিটারপ্রতি দাম নির্ধারণ করা হয় ১৭৫ টাকা। আগামী ১ এপ্রিল থেকে প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১৯৩ টাকা। সেই হিসাবে লিটারে দাম বাড়ছে ১৮ টাকা। পাঁচ লিটারের বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৯৩৫ টাকা।একইভাবে খোলা সয়াবিন ও খোলা পাম তেলের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে লিটারপ্রতি ১৭০ টাকা। বর্তমানে সরকার নির্ধারিত দাম লিটারপ্রতি ১৫৭ টাকা। এ হিসাবে খোলা সয়াবিন ও পাম তেলের দাম বাড়ছে লিটারপ্রতি ১৩ টাকা।রাজধানীর রামপুরার বাসিন্দা রবি হুসাইন বলেন, দফায় দফায় এমন দাম বৃদ্ধি, কখনো কথায় তেলের সরবরাহ সংকট মেনে নেওয়া যায় না। এখনই দামের চোটে ভোজ্যতেল কেনা দায়। আরও দাম বাড়লে কেনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। সরকারকে এ বিষয়টি কঠিনভাবে পর্যালোচনার অনুরোধ জানান এ ক্রেতা।

শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের ৯৬ কোটি

আরও সুষ্ঠু ও দ্রুত সহায়তা নিশ্চিতের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান ফাউন্ডেশনের এই কর্মকর্তা।

ঈদের ছুটি: ফাঁকা ঢাকায় স্বস্তির যাত্রা

তালিকা নির্ধারণ করা হয়েছে।এই হিসাবে কাগজপত্রে ২৯ মার্চ শুরু হচ্ছে ঈদুল ফিতরের ছুটি। কিন্তু নির্ধারিত ছুটি শুরুর আগের দিন ২৮ মার্চ সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবার। একই সঙ্গে এই দিন পবিত্র শবে কদরের ছুটি। এদিকে ২৯ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে ঈদুল ফিতরের পাঁচ দিনের ছুটি। অর্থাৎ ২৯, ৩০, ৩১ মার্চ এবং ১ ও ২ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি থাকবে। এর মধ্যে ঈদের দিন সাধারণ ছুটি। আর ঈদের আগের দুদিন এবং পরের দুদিন নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি।পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ছুটি শেষে অফিস খোলার কথা ছিল ৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার। তার পরের দুইদিন আবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্র ও শনিবার। এখন ৩ এপ্রিলও নির্বাহী আদেশে ছুটি হওয়ায় ২৮ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত টানা ৯দিন ছুটি ভোগ করবেন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।অবশ্য এই ছুটি শুরুর দুই দিন আগে আছে ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের ছুটি। পরদিন বৃহস্পতিবার ২৭ মার্চ এক দিন অফিস খোলা থাকবে।ছুটির বিধিমালা অনুযায়ী, দুই ছুটির মাঝে নৈমিত্তিক ছুটি নেওয়ার নিয়ম নেই। নিলে তা টানা ছুটি হয়ে যাবে। তবে অর্জিত ছুটি নেওয়ার সুযোগ আছে। এছাড়া ঐচ্ছিক ছুটি নেওয়ারও সুযোগ আছে। অবশ্য প্রত্যেক কর্মচারীকে বছরের শুরুতে ধর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত তিন দিনের ঐচ্ছিক ছুটি ভোগ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। সাধারণ ছুটি, নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি ও সাপ্তাহিক ছুটির সঙ্গে যুক্ত করে ঐচ্ছিক ছুটি ভোগ করার অনুমতি দেওয়ার সুযোগ আছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অর্ধকোটি টাকার ভারতীয় মদের চালান আটক

স্টাফ রিপোর্টার : ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের দাতিয়ারা থেকে অর্ধকোটি টাকার ভারতীয় মদের চালান আটক করেছে সেনাবাহিনীর সদস্যরা। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে সেনাবাহিনীর ৩৩ বীর ক্যাপ্টেন আমিনের নেতৃত্বে একটি দল অভিযান চালিয়ে এ মদের চালান আটক করেন। অভিযান সম্পর্কে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানার ওসি মুজাহিদুল হোসেন জানান, সকাল সাড়ে ৬টার দিকে সেনাবাহিনীর একটি দল শহরের কাউতলী এলাকায় একটি পিকআপ ভ্যানকে থামার জন্য সংকেত দেয়। কিন্তু পিকআপ ভ্যানটি সংকেত অমান্য করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরে সেনাবাহিনীর সদস্যরা পিকআপ ভ্যানটিকে ধাওয়া করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের দাতিয়ারা ফারুকীপাড়া এলাকা থেকে আটক করেন। তবে এর আগেই পিকআপ ভ্যানচালক এবং হেলপার পালিয়ে যায়। পরে পিকআপটি তল্লাশি করে ভারতীয় মদ অফিসার চয়েস রুম, ভড ম্যাকন, এসি ব্ল্যাক, আইস বটল ও ম্যাজিক মোমেন্টসহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ১৪৮০ বোতল উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক বাজারমূল্য অর্ধকোটি টাকার বেশি বলে জানায় পুলিশ। এ ঘটনায় পিকআপ ভ্যানটিও জব্দ করা হয়েছে। জব্দ করা পিকআপটির পেছনে লেখা ছিল 'মাদককে না বলুন'।

ভূমিকম্প নিয়ে ফায়ার সার্ভিসের সতর্কবার্তা

স্টাফ রিপোর্টার : মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে পর পর দুইটি শক্তিশালী ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্প দুটির মাত্রা ছিল যথাক্রমে ৭ দশমিক ৭ এবং ৬ দশমিক ৪। ভূমিকম্পে প্রতিবেশী মিয়ানমারে এখন পর্যন্ত ৬৯৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এ সংখ্যা আরও কয়েকগুণ বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদিকে বাংলাদেশেও একই মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স। এজন্য পূর্বসতর্কতা হিসেবে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি। গতকাল শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা অঞ্চল ভূমিকম্পের উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এ অবস্থায় ভূমিকম্প মোকাবিলার জন্য সব পর্যায়ে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ ও সচেতনতা তৈরির নিমিত্ত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদফতর কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। ফায়ার সার্ভিস বলছে, 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড-২০২০' অনুযায়ী ভূমিকম্প প্রতিরোধী ভবন নির্মাণ করা প্রয়োজন। আর ঝুঁকিপূর্ণ ও পুরোনো ভবনগুলোর সংস্কার ও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। সব বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবনে অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করারও আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি। এছাড়াও গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ-সহ ইউটিলিটি সার্ভিস লাইনগুলোর সঠিকতা নিশ্চিত করা; ভূমিকম্প চলাকালে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি পর্যায়ে বিভিন্ন করণীয় সম্পর্কে নিয়মিত মহড়া অনুশীলন ও প্রচারের ব্যবস্থা করা; জরুরি টেলিফোন নম্বর যেমন ফায়ার সার্ভিস, অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ, হাসাপাতাল ও অন্যান্য জরুরি নম্বরগুলো ব্যক্তিগত পর্যায়ের পাশাপাশি সব ভবন বা স্থাপনায় সংরক্ষণ করা এবং তা দৃশ্যমান স্থানে লিখে রাখতে হবে। দুর্যোগের সময়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে ভলান্টিয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা, জরুরি প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য সরঞ্জামাদি যেমন- টর্চলাইট, রেডিও (অতিরিক্ত ব্যাটারিসহ), বাঁশি, হ্যামার, হেলমেট বা কুশন, শুকনো খাবার, বিশুদ্ধ পানি, প্রয়োজনীয় ঔষধ সামগ্রী, ফার্স্ট এইড বক্স, শিশু যত্নের সামগ্রী ইত্যাদি বাসা-বাড়িতে নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা, যাতে ভূমিকম্প পরবর্তী সময়ে আটকা পড়লে তা ব্যবহার করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা যায় এবং সকল পর্যায়ে তদারকি সংস্থার কার্যক্রমে সহযোগিতা করারও পরামর্শ দিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। এসব বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভিন্ন কার্যক্রম চালু রেখেছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সতর্কতায় ভূমিকম্পের ন্যায় ভয়াবহ দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা সীমিত রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে। যেকোনও তথ্যের জরুরি প্রয়োজনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদফতরের মিডিয়া সেলে (মোবাইল: ০১৭২২৮৫৬৮৬৭, হটলাইন নম্বর: ১০২) যোগাযোগ করারও অনুরোধ জানিয়েছে সংস্থাটি।

মসজিদের ছাদ থেকে বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : ভোলার চরফ্যাশনে মসজিদের ছাদ থেকে মোতাহার (৬০) নামের এক বৃদ্ধের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার জিন্নাগড় ইউনিয়ন ২ নম্বর ওয়ার্ড কুতুবগঞ্জ বাজার জামে মসজিদ থেকে এ লাশ উদ্ধার করেছে চরফ্যাশন থানা পুলিশ। নিহত বৃদ্ধ মোতাহার ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দা এবং মৃত নুরু বক্সের ছেলে। চরফ্যাশন থানার ওসি মিজানুর রহমান হাওলাদার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। নিহত বৃদ্ধের মেয়ে তানিয়া আক্তার শারমিন বলেন, আমার বাবা গত শুক্রবার রাত ৮টার দিকে কুতুবগঞ্জ জামে মসজিদে তারাবির নামাজ আদায় করতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেননি। এরপর বিভিন্ন স্থানে খোঁজখবর নেই। কোথাও সন্ধান মেলেনি। গতকাল শনিবার সকালে মসজিদের মুসল্লিরা মসজিদের দ্বিতীয়তলার খালি জায়গায় পিলারের সঙ্গে আমার বাবার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পেয়ে আমাদেরকে ও চরফ্যাশন থানা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আমার বাবার লাশ উদ্ধার করে থানা নিয়ে যায়। তিনি আরও বলেন, আমার বাবা দীর্ঘদিন ধরে প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত। তিনি কীভাবে মসজিদের ছাদে উঠছেন তা বুঝে উঠতে পারছি না। তবে কারও প্রতি আমাদের কোনও অভিযোগ নেই। ওসি মিজানুর রহমান হাওলাদার জানান, লাশ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। নিহতের পরিবারের অভিযোগ পাইনি। তারপরও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ভোলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট পাওয়ার পর বিস্তারিত জানা যাবে; এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা।

রংপুরে চার শিশু চুরির অভিযোগে এক নারী আটক

স্টাফ রিপোর্টার : রংপুর সিটি করপোরেশনের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তপোধন এলাকা থেকে নিখোঁজ ৪ শিশুকে অবশেষে উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে রংপুর রেলস্টেশন থেকে চার শিশুসহ পাচারকারী দলের নেতা আদুরি বেগমকে (৪০) আটক করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মজিদ আলী। পুলিশ জানায়, আটক আদুরি বেগমের বাড়ি কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর এলাকায়। তার স্বামীর নাম মনসুর আলী। তিনি রংপুর নগরীর বাবুপাড়া এলাকায় একটি বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস করতেন। মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মজিদ আলী জানান, রংপুর নগরীর ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তপোধন মহল্লা থেকে চার শিশু নিয়ে এক নারী নিখোঁজ হন। অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও ৪ শিশুকে খুঁজে পাচ্ছিল না তাদের অভিভাবকরা। ইফতারের পরপরই নিখোঁজ শিশুদের অভিভাবকরা বিষয়টি পুলিশকে জানালে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে নগরীর বিভিন্ন পয়েন্টে চেকপোস্ট বসিয়ে সন্ধান করতে থাকে। পুলিশ রংপুর রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড এলাকাসহ বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান নেয়। রাত ১১টার দিকে পুলিশ জানতে পারে চার শিশুকে নিয়ে এক নারী রংপুর রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অবস্থান করছে। পরে সেখান থেকে অপহৃত ৪ শিশুসহ আদুরি বেগমকে আটক করে পুলিশ। এদিকে নিখোঁজ হওয়া ৪ শিশুর স্বজনদের একজন মহিমা বেগম জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে আদুরি বেগম নামের ওই নারী নগরীর ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তপোধন গ্রামে এক বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় চান। ওই বাড়ির অভিভাবক আশিকুল ইসলাম ওই নারীকে আশ্রয় দেন। রাতে ওই বাড়িতে অবস্থান করেন ওই নারী এবং সেহরি করেন। গত শুক্রবার তিনি সারা দিন ওই বাড়িতেই ছিলেন এবং সন্ধ্যায় ইফতারও করেন। ইফতার পরবর্তী কোনও একসময় ওই নারী ৬ থেকে ১০ বছরের ৪ শিশুকে নিয়ে উধাও হয়ে যান। এ সময় সন্তানদের না পেয়ে স্বজনরা চরম আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তারা তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশকে বিষয়টি অবহিত করেন। এদিকে রংপুর রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আবুল কালাম বলেন, আমরা ৪ শিশুসহ আদুরি বেগম নামে এক নারীকে আটক করেছি। পরে রংপুর মেট্রোপলিটন কোতয়ালি থানার ওসির উপস্থিতিতে পুলিশি হেফাজতে শিশুসহ ওই নারীকে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে রংপুর মেট্রোপলিটন কোতোয়ালি থানার ওসি আতাউর রহমান জানান, নারী পাচারকারী আদুরি বেগমকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া ৪ শিশুকে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া চলছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের করার প্রস্তুতি চলছে।

সময়মতো ট্রেন ছাড়ায় স্বস্তির ঈদযাত্রা

স্টাফ রিপোর্টার : ঈদ উপলক্ষে রাজধানী ঢাকা ছাড়ছেন লাখো মানুষ। ঘরমুখো মানুষকে প্রতিবছরই ট্রেনে ঈদযাত্রায় নানান বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। তবে এবারের চিরচেনা সেই চিত্রে পরিবর্তন এসেছে। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী ট্রেন ছাড়ছে, আর যাত্রীদের জন্য যাত্রা হয়েছে আগের চেয়ে স্বস্তিদায়ক। গতকাল শনিবার সকালে কমলাপুর রেলস্টেশনে সরেজমিনে দেখা গেছে, ট্রেন ছাড়ার আগেই যাত্রীরা স্টেশনে এসে অপেক্ষা করছেন। তবে আগের মতো প্রচণ্ড ভিড় কিংবা বিশৃঙ্খলার দৃশ্য চোখে পড়েনি। প্ল্যাটফর্মের বাইরের অংশে কিছুটা ভিড় থাকলেও, ভেতরে কেবল টিকিটধারী যাত্রীদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে, ফলে অবৈধভাবে কেউ স্টেশনে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে না। এতে স্টেশনের পরিবেশ আগের তুলনায় অনেক বেশি সুশৃঙ্খল ও নিয়ন্ত্রিত বলে জানিয়েছেন যাত্রীরা। অতীতে দেখা গেছে, ট্রেনের ছাদেও মানুষ উঠে যেত, যা ছিল ঝুঁকিপূর্ণ ও অবৈধ। তবে এবার রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সেই চিত্র পাল্টে দিয়েছে। প্ল্যাটফর্মের প্রবেশপথেই কঠোর নজরদারি থাকায় টিকিট ছাড়া কেউ স্টেশনে ঢুকতে পারছেন না। যাত্রীদের সুবিধার্থে বিশেষ ব্যবস্থায় মোট আসনের ২৫ শতাংশ স্ট্যান্ডিং টিকিট বিক্রি করা হয়েছে, যাতে নির্ধারিত যাত্রীসংখ্যার চেয়ে কিছুটা বেশি মানুষ ট্রেনে ভ্রমণের সুযোগ পান। ফলে অতিরিক্ত যাত্রীর চাপ থাকলেও ট্রেনের ছাদে ওঠার চিরচেনা বিশৃঙ্খল দৃশ্য এবার দেখা যাচ্ছে না। এবারের ব্যবস্থাপনায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন যাত্রীরা। প্লাটফর্মে আসা একাধিক যাত্রী বলেন, ট্রেন উঠতে ঝামেলা হবে বলে আগেই স্টেশনে এসে উপস্থিত হয়েছি। তবে এসে কোনও ভিড় দেখা যায়নি। টিকিটধারীরা সাচ্ছন্দ্যেই ট্রেনে চড়ছেন। কমলাপুর রেলস্টেশনের স্টেশন ব্যবস্থাপক শাহাদাত হোসেন জানান, সকাল ৯টা পর্যন্ত ১০টি আন্তঃনগর ট্রেন দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে ছেড়ে গেছে এবং কোনও ট্রেনই বিলম্ব হয়নি। সকালের কিছু ট্রেনে যাত্রীর চাপ বেশি থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা কিছুটা কমে এসেছে।

বাস-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে তিন ভাইয়ের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলায় বাস, মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষে তিন ভাই নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে পাথরঘাটা-মঠবাড়িয়া সড়কের রায়হানপুর ইউনিয়নের সোনারবাংলা নামক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- পিরোজপুরের মঠবারিয়া উপজেলার টিকাখালী ইউনিয়নের ভেসকি বাইশকুড়া গ্রামের নাসির খানের ছেলে নাঈমুজ্জামান শুভ (২১), শান্ত (১৫) ও নাদিম (১২)। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সকালে পাথরঘাটা থেকে ঢাকা যাচ্ছিল রাজিব পরিবহনের একটি বাস। সোনারবাংলা নামক এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেলকে চাপা দেয় বাসটি। এতে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেল থাকা তিন ভাই নিহত হন। স্থানীয় পুলিশকে জানালে লাশ উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। এ বিষয়ে পাথরঘাটা থানার ওসি মো. মেহেদী হাসান বলেন, সড়ক দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি। এ ঘটনায় আপন তিন ভাই নিহত হয়েছেন। স্থানীয় লোকজন ঘাতক বাসটিকে আটক করলে আমরা বাসটি জব্দ করে থানায় নিয়ে এসেছি। তবে চালক বা হেলপারকে আটক করা সম্ভব হয়নি। জনগণের ভিড়ের মধ্যে তারা পালিয়ে গেছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

অস্ত্রসহ হাতেনাতে গ্রেপ্তার ৪, নগদ টাকা ও মোটরসাইকেল জব্দ

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মীরসরাইয়ে পুলিশের অভিযানে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রসহ ৪ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। গত শুক্রবার ভোররাতে উপজেলার ৩ নম্বর জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের দক্ষিণ সোনাপাহাড় সিএমবি ব্রিক ফিল্ড এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তাররা হলো- জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের দক্ষিণ সোনাপাহাড় গ্রামের জসিম উদ্দিনের ছেলে নাজমুল (১৯), একই গ্রামের নুরুল মোস্তফার ছেলে সোহেল (৩০), মৃত রবিউল হোসেনের ছেলে শাহাদাত হোসেন (২৭), দুর্গাপুর ইউনিয়নের রায়পুর গ্রামের জয়নাল আবেদীনের ছেলে রিফাত (২২)। জোরারগঞ্জ থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার ভোররাতে উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের দক্ষিণ সোনাপাহাড় সিএমবি ব্রিক ফিল্ড এলাকায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তাদের কাছ থেকে নগদ ৩০ হাজার টাকা, ছোরা, চাকা খোলার লিভার, লোহার ছোরা, লোহার পাইপ, ৫টি মোবাইল, ব্লেড ও একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়। জোরারগঞ্জ থানার ওসি সাব্বির মোহাম্মদ সেলিম বলেন, জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের দক্ষিণ সোনাপাহাড় সিএমবি ব্রিক ফিল্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ ৪ জনকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তাদের কাছ থেকে বেশকিছু দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় জোরারগঞ্জ থানায় দ্রুত বিচার আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অটোরিকশা ছিনতাইকালে পিটুনিতে নিহত ১, আহত দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক

স্টাফ রিপোর্টার : মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরের তন্তরে অটোরিকশা ছিনতাই করতে গিয়ে পিটুনির শিকার হয়েছে ছিনতাইকারীরা। এতে জাফর মিয়া নামে একজন নিহত হয়েছে। এ সময় গুরুতর আহত হয়েছে অপর দুই ছিনতাইকারী জহির হোসেন ও আরিফ শিকদার। শ্রীনগর থানার ওসি শাকিল আহামেদ জানান, গতকাল শনিবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার তন্তর ইউনিয়নের পাড়াগাঁওয়ের ফালু শেখের ছেলে মহসিন ভোরে নিজ বাড়ি থেকে অটোরিকশা নিয়ে বের হয়। খানিকটা পথ গিয়ে নওপাড়া পাকা রাস্তায় পৌঁছালে ছিনতাইকারীরা রাস্তায় কলাগাছ ফেলে পথরোধ করে মহসিনকে কিলঘুষি দিয়ে অটোরিকশা ছিনতাই করে নিয়ে যায়। মহসিনের ডাকচিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে তিন জনকে আটক করে পিটুনি দেয়। তবে রিকশাটি নিয়ে চলে যায় অপর ছিনতাইকারী। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে তিন জনকে শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কিছুক্ষণ পরই জাফর মিয়া মারা যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক বাকি দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে ঢাকা রেফার্ড করলেও দুপুর ১২টা পর্যন্ত তাদের ঢাকা নেওয়া হয়নি। নিহত ছিনতাইকারী জাফরের গ্রামের বাড়ি মাদারীপুরের কালকিনির ফুলছড়ি এলাকায়। জহির শরিয়তপুরের জাজিরার গোপালপুর ও আরিফ শিকদারের বাড়ি বরিশালের মুলাদির মুন্তাজপুর গ্রামে। এই ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে জানান ওসি।

আকাশপথেও বাড়ি ফেরা মানুষের চাপ

স্টাফ রিপোর্টার : পরিবার-স্বজনদের সঙ্গে ঈদুল ফিতরের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে গ্রামের বাড়িতে ছুটে যাচ্ছেন নগরবাসী। রাজধানী ঢাকা থেকে প্রতিদিনই ছুটে যাচ্ছেন লাখো মানুষ। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর সড়ক, রেল ও নদীপথে ঈদযাত্রা বেশ স্বস্তিদায়ক হচ্ছে বলেই খবর পাওয়া যাচ্ছে। একই চিত্র আকাশ পথেও। রাজধানীর হযরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ রুটে ছুটছেন ঘুরমুখো মানুষ। গতকাল শনিবার সকালে বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালে গিয়ে দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে যাওয়ার মানুষজনের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। সড়ক কিংবা নৌ পথের ঝামেলা এড়াতে যারা পূর্ব থেকে বিভিন্ন এয়ারলাইনসের টিকিট বুক করে রেখেছিলেন, তারাই ভিড় করছেন এখানে। দেশের বৃহত্তম এই বিমানবন্দর থেকে রাজশাহী, সৈয়দপুর, সিলেট, কক্সবাজার এবং চট্টগ্রাম রুটে আকাশপথে ফ্লাইট চলাচল করে। গতকাল শনিবার সকালে রাজশাহী ও সৈয়দপুর, কক্সবাজার রুটে বাংলাদেশ বিমান ও ইউএস বাংলার ফ্লাইট ছেড়ে গেছে। আগেই সব টিকিট বিক্রি হয়ে যাওয়ায় কোনও আসন খালি ছিল না। দুপুর, বিকাল এবং সন্ধ্যায় বাংলাদেশ বিমানসহ ইউএস বাংলা, নভোএয়ার ও এয়ার এস্টার ফ্লাইট রয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। সেগুলোরও সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। অর্থাৎ এ সময়ের ফ্লাইটগুলোতেও যাত্রী ভর্তি দেখা যাবে। সিলেটগামী যাত্রী আশিকুর রহমান বলেন, অনেক আগেই আমি টিকিট বুক করে রেখেছি। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বাসে করেই বাড়ি পাঠিয়েছি। ঢাকায় কাজের জন্য বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে গ্রামের বাড়ি যাচ্ছি। রাজশাহীগামী যাত্রী হাবিবুর রহমান বলেন, সড়কপথে বিড়ম্বনার ভয়ে বাংলাদেশ বিমানের টিকিট আগেই কিনে রেখেছি। আজ কাঙ্ক্ষিত দিনে বাড়ি ফিরছি। অনেকদিন পর বাড়ি ফিরতে পেরে ভালোই লাগছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, টিকিটের দাম একটু বেশি হলেও বিভিন্ন এয়ারলাইনসের প্রায় সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। ঈদের পর ফেরার টিকিটও শেষের পথে। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ রুটগুলোতে ফ্লাইট পরিচালনা করছে চারটি এয়ারলাইন্স। এগুলো হলো বাংলাদেশ বিমান, ইউএস বাংলা, নভোএয়ার এবং এয়ার এস্ট্রা। বাংলাদেশ বিমানের জনসংযোগ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক বোসরা ইসলাম বলেন, ঈদে আমাদের বিভিন্ন রুটে চারটি ফ্লাইট বাড়ানো হয়েছে, তারপরও সব টিকিট শেষ। যাত্রী সাধারণের কথা চিন্তা করেই আমরা ফ্লাইটের সংখ্যা বাড়িয়েছি। বিমানবন্দরের পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন কামরুল ইসলাম বলেন, যাত্রীদের কোনও সমস্যা না হয় সেজন্য আমরা সতর্ক রয়েছি। এভসেক ও এয়ার ফোর্সের সদস্যরা সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। আশা করছি, কোনও সমস্যা হবে না।

বগুড়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুলশিক্ষিকা নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : বগুড়ার নন্দীগ্রামে ঈদের কেনাকাটা ও ইফতার কিনে স্কুলছাত্র ছেলেসহ স্বামীর মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন স্কুলশিক্ষিকা শামীমা আক্তার (৩৫)। পথিমধ্যে বাসের ধাক্কায় তিনি নিহত হয়েছেন। আহত স্বামী ও সন্তানকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গত শুক্রবার ইফতারের আগমুহূর্তে উপজেলার কুন্দারহাট বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বগুড়া-নাটোর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। হাইওয়ে পুলিশ কুন্দারহাট থানার ওসি মনোয়ারুজ্জামান এ তথ্য দিয়েছেন। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নিহত শামীমা আক্তার বগুড়ার নন্দীগ্রাম উপজেলার বুড়ইল ইউনিয়নের পেং বোনারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা। তিনি পেং বোনারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা বুড়ইল ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল হাকিমের স্ত্রী। তাদের ছেলে সানজিল (১৫) স্থানীয় স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। আবদুল হাকিম ঈদের কেনাকাটা করতে গত শুক্রবার দুপুরে মোটরসাইকেল স্ত্রী শামীমা আক্তার ও ছেলে সানজিলকে নিয়ে বগুড়া শহরের মার্কেটে আসেন। কেনাকাটা শেষে তারা বাড়ি ফিরছিলেন। পথিমধ্যে ইফতারের আগমুহূর্তে নন্দীগ্রাম উপজেলার কুন্দারহাট বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে ইফতার কেনেন। এরপর তারা মহাসড়কে উঠলে রাজশাহী ছেড়ে আসা বগুড়াগামী সেঞ্চুরি পরিবহনের একটি বাসের চালক তাদের ধাক্কা দেয়। এতে তিন জন মহাসড়কে ছিটকে পড়েন। স্থানীয়রা আহত দম্পতি ও তাদের ছেলেকে উদ্ধার করে বগুড়া শজিমেক হাসপাতালে নেন। সেখানে চিকিৎসক শামীমা আক্তারকে মৃত ঘোষণা করেন। স্বামী বিএনপি নেতা আবদুল হাকিম ও ছেলে স্কুলছাত্র সানজিল চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এদের মধ্যে গুরুতর সানজিলকে আইসিইউতে রাখা হয়েছে। হাইওয়ে পুলিশ কুন্দারহাট থানার ওসি মনোয়ারুজ্জামান জানান, দুর্ঘটনার পরপরই বাস ফেলে চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছে। বাসটি জব্দ এবং এর চালক ও হেলপারকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। নিহত শিক্ষিকার লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে নন্দীগ্রাম থানায় দুর্ঘটনাজনিত আইনে মামলা হয়েছে।

চুরির ৭ লাখ টাকায় স্ত্রী তালাকের আয়োজন, অত:পর ধরা

স্টাফ রিপোর্টার : উপজেলার মংলা বাজারের কাপাড় ও বিকাশ ব্যবসায়ী আব্দুর রাজ্জাক দুই সপ্তাহ আগে গত শুক্রবার দিন দোকন বন্ধ করে জুম্মার নামাজ পড়তে গেলে তার দোকানে দিনে-দুপুরের দুধর্ষ চুরির সংঘটিত হয়। চোরেরা তার দোকান থেকে সাত লাখ টাকা চুরি করে। হাকিমপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করা হয়। ঘটনার কয়েকদিন পর এই এলাকার যুবক জহুরুল তার ৪ মাসের অন্ত:সত্তা স্ত্রীকে মারধর শুরু করে। এবং তার সাথে আর সংসার করবেনা বলে শ্বশুরবাড়ির লোকদের চাপ দিতে থাকে। সে পেশায় একজন দিনমজুর। মোহরানার আড়াই লাখ টাকা নগদে পরিশোধ করবে বলে বারবার তাগাদা দেয়। এরপর গত শুক্রবার বিকেলে স্থানীয়রা ও শ্বাশুর বাড়ির লোকজন বসে তালাকের সীদ্ধান্ত হয়। বাবার বাড়ি থেকে দেয়া কাপড় ও আসবাবপত্র গোছাতে শুরু করে তার স্ত্রী মিনারা বেগম। এ সময় ঘরের এক কোনায় লুকিয়ে রাখা অনেকগুলো টাকা দেখতে পান। বিষয়টি উপস্থিত লোকজনকে জানাতে পারলে শুরু হয় জল্পনা কল্পনা। এরপর তাকে উত্তম মধ্যম দিলে চুরির বিষয়টি স্বীকার করে। প্রতিবেশী তাছির উদ্দিন বাপ্পি জানান, ওই চুরি সংঘটিত হওয়ার পর জহরুলের মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সে দিন মজুর। তার নিজস্ব কোন জয়গা জমি নেই।

কাহারোলে ডিএপি সার পাচারের সময় আটক: তদন্ত কমিটি গঠন

স্টাফ রিপোর্টার : দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার নতুন ব্রিজের উত্তর পার্শ্বে বীরগঞ্জ রোডে কামোর হাট থেকে বিসিআইসি সার ডিলার খান এন্টার প্রাইজ এর প্রোঃ বাক্কার খান এর রাতের আধারে কাহারোলের বাইরে ৩০ বস্তা ডিএপি সার পাচারের সময় আটক করে স্থানীয় লোকজন। গত ১২ মার্চ ২০২৫ইং তারিখে রাত আনুমানিক ১০ টার সময় স্থানীয় লোকজন সার আটক করে, কাহারোল উপজেলা নির্বাহী অফিসার কে মুঠোফোনে জানাইলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাৎক্ষণিক কাহারোল থানার অফিসার ইনচার্জ কে জানান। পরে কাহারোল থানার পুলিশ ৩০ ডিএপি সার ও ভটভটি আটক করে থানায় নিয়ে আসে। বর্তমানে ৩০ বস্তা ডিএপি সার ও ভটভটি থানায় আটক রয়েছে। সারের মালিক ও ভটভটি চালককে খুজে পাননাই কাহারোল থানার পুলিশ। এলাকাবাসীর দাবির মুখে তাৎক্ষণিক খান এন্টারপ্রাইজের সারের গুদাম কৃষি বিভাগ তদন্ত করেন প্রকৃতপক্ষে সারের মালিক কে? আটককৃত সারের বিষয়ে কাহারোল থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ রুহুল আমিন বলেন, থানায় একটি সারের বিষয়ে জিডি করা হয়েছে এবং বিজ্ঞ আদালতকে সারের বিষয়ে অবগত করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

ভোগান্তির শঙ্কা
ঈদযাত্রা নির্বিঘ্নে ব্যবস্থা নিন

সবারই প্রত্যাশা থাকে স্বাচ্ছন্দ্যময় ও নিরাপদ ঈদযাত্রার। কিন্তু প্রতি বছরই পুরো ভিন্ন পরিস্থিতি দেখা পাওয়াটা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। জানা যায়, এবারও আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বিভিন্ন রুটে এসি বা নন-এসি বাসের সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ দামে বাসের টিকিট বিক্রি হচ্ছে। টিকিট বিক্রির অনলাইন সাইটগুলোয় দেখানো হচ্ছে কোনো বাসেরই আসন খালি নেই। কিন্তু অনলাইনে না থাকলেও কাউন্টারে বেশি দামে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। দুঃখজনকভাবে পরিবহন মালিকরা অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করলেও তা প্রতিরোধে সরকারের পক্ষ থেকে তেমন কোনো উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না বলে যাত্রীদের অভিযোগ। যদিও এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) ভাষ্য, বিআরটিএর ভ্রাম্যমাণ আদালত ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অতিরিক্ত ভাড়া আদায় প্রতিরোধে তৎপর রয়েছে। সংস্থাটি সারা দেশেই নিয়মিত তদারকি করছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সংস্থাটির তদারকির কোনো প্রতিফলন টিকিটের দামে দেখা যাচ্ছে না। অথচ উৎসবের যাত্রা এ ধরনের ভোগান্তি থেকে মুক্ত হওয়া জরুরি ছিল। এছাড়া ট্রেনের টিকিট কালোবাজারির ভোগান্তি তো রয়েছেই। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ঈদযাত্রীর সংখ্যার দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় এক কোটির বেশি মানুষ ঈদে ঘরে ফেরেন। কিন্তু তার পরও এ যাত্রীদের যাত্রা সেভাবে ভোগান্তিহীন ও নিরাপদ করতে পারেনি কোনো সরকার। ঈদে চাহিদার সমপরিমাণ পরিবহনের ব্যবস্থা করতে পারেনি। আবার যেসব গাড়ি সড়কে নামানো হয় সেগুলোর বেশির ভাগই থাকে ফিটনেসবিহীন। যদিও ঈদের আগে সড়ক পরিবহনস-ংশ্লিষ্টদের বলতে শোনা যায়, ফিটনেসবিহীন গাড়ি বা রুট পারমিটবিহীন গাড়ি মহাসড়কে নামতে দেয়া হবে না। কিন্তু বাস্তবায়ন চোখে পড়ে না। অতিরিক্ত ও বেপরোয়া গাড়ির চাপে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা বাড়তে থাকে। ঈদ যাত্রার উল্লিখিত সমস্যাগুলো দূর করা না গেলে ঈদযাত্রা কখনো আরামদায়ক ও নিরাপদ হবে না। ঈদযাত্রা নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করতে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর সক্রিয় হওয়া জরুরি। টিকিট পাওয়ার সুব্যবস্থা করা জরুরি। বাড়তি দাম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বাসের ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে ট্রেনের ওপরও চাপ কমতে পারে। এজন্য নজরদারি এবং আইনের প্রয়োগ জোরদার করা আবশ্যক। এছাড়া কীভাবে সড়ক ও মহাসড়কে যানজট নিরসন করা যায় সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ঈদের আগে-পরে যেন কোনোভাবেই মহাসড়কে অননুমোদিত ও ফিটনেসবিহীন যানবাহন উঠতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন সেতু বা এক্সপ্রেসওয়ের টোলপ্লাজাগুলোয় যেন ভোগান্তি না হয় তার কৌশল ঠিক করা যেতে পারে। আর ট্রেনযাত্রায় দুর্ভোগ কমাতে রেলওয়ে ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করার বিকল্প নেই। ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটিগুলো দূর করা গেলে ভোগান্তি অনেকটাই কমানো সম্ভব।

গ্যাস লিকেজ থেকে অগ্নিকাণ্ড: অবহেলা নাকি সচেতনতার অভাব?

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্যাস লিকেজ থেকে সৃষ্ট অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এখন এক আতঙ্কের নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় প্রতিদিনই এই ধরনের দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ঘটছে, অনেকে দগ্ধ হয়ে জীবনভর কষ্ট পাচ্ছেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গ্যাসের লিকেজ থেকে অগ্নিকাণ্ডের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার জন্য কিছু নির্দিষ্ট কারণ দায়ী। অবৈধ গ্যাস সংযোগ, পুরোনো পাইপলাইন এবং নিম্নমানের সিলিন্ডার ব্যবহারের কারণেই এই দুর্ঘটনাগুলি ঘটছে। সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা যেমন চট্টগ্রামের নন্দনকানন এলাকায় রান্নাঘরের গ্যাস লিকেজ থেকে এক নারীর মৃত্যু এবং চাঁদপুরে একটি পরিবারে গ্যাস বিস্ফোরণে ৬ জনের দগ্ধ হওয়া, এই চিত্রটির সত্যতা আরও স্পষ্ট করে। বিশেষ করে গ্যাস সিলিন্ডারের দুর্ঘটনা ঘটার পেছনে যে লিকেজ প্রাথমিক কারণ, তা দিনের পর দিন বাড়ছে। কিন্তু গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা আসলে অনেক কম, কেননা সিলিন্ডারের ধারণক্ষমতা অনেক বেশি এবং সেগুলি সহজে বিস্ফোরিত হয় না। তবে গ্যাসলাইন লিকেজ থেকে আগুন ধরে গেলে তা বিস্ফোরক রূপ নিতে পারে, যা একেবারেই বিপজ্জনক। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গ্যাস সিলিন্ডার, পাইপলাইন এবং সংযোগগুলোর পুরোনো হওয়া, যথাযথ পরীক্ষা না করা এবং সঠিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার না করা এই দুর্ঘটনাগুলির প্রধান কারণ। একটি গ্যাস সিলিন্ডারের মেয়াদ থাকে, যা নির্দিষ্ট সময় পর পরীক্ষা করা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাই, অধিকাংশ মানুষ এই নিয়মগুলির প্রতি সচেতন নন। নীচু মানের সিলিন্ডার এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার, সেগুলির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ না করা, এবং রান্নাঘরের ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা ঠিক না থাকায় গ্যাস জমে গিয়ে কোনো ছোট্ট স্পার্কেও আগুন লাগতে পারে। গ্যাস সিলিন্ডারের দুর্ঘটনা রোধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। পুরোনো গ্যাসলাইন পরীক্ষা করা এবং অবৈধ সংযোগ বন্ধ করা দরকার। সিলিন্ডারের মান পরীক্ষা করা, উচ্চমানের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা, এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। পাশাপাশি রান্নাঘরের ভেন্টিলেশন ঠিক রাখার গুরুত্ব অনেক বেশি, যাতে গ্যাস জমে গিয়ে বিপদ সৃষ্টি না করে। গ্যাস সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ভুল এবং সচেতনতার অভাবেই অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটে। বর্তমানে কিছু নির্দিষ্ট গ্যাস ডিটেক্টর বা সাবান পানির মাধ্যমে লিকেজ পরীক্ষা করা সম্ভব, যা অনেকাংশে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সহায়ক হতে পারে। ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষও এ বিষয়ে বারবার সতর্ক করেছেন। গ্যাসের লিকেজ নিয়ে অনেকেই সাধারণভাবে ধারণা করেন, যে কোনো স্পার্ক বা ম্যাচের কাঠি থেকেই বিস্ফোরণ ঘটতে পারে, তা ভয়াবহ পরিণতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সুন্দরবনে আবার অগ্নিকা

সুন্দরবনে আবার আগুন লাগল। বন বিভাগ, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের রাতভর চেষ্টায় কলমতেজী টহল ফাঁড়ির টেপার বিল এলাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও, তেইশের ছিলা এলাকায় নতুন করে আগুনের উপস্থিতি এই সংকটের গভীরতা আরও প্রকট করে তুলেছে। এই ঘটনা আমাদের সামনে বড় প্রশ্ন তুলেছে–সুন্দরবনকে রক্ষা করার জন্য আমরা কতটা প্রস্তুত? এই অগ্নিকা- নিয়ন্ত্রণে বন বিভাগ ও স্থানীয়দের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, পানির উৎসের দূরত্ব এবং প্রতিকূল ভূপ্রকৃতি আগুন নেভানোর কাজকে জটিল করে তুলেছে। ভোলা নদী থেকে আগুনের স্থান পর্যন্ত প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরত্ব, ফায়ার সার্ভিসের পানি পৌঁছাতে না পারা এবং বনের গভীরে পাইপলাইন স্থাপনের চ্যালেঞ্জ–এসবই প্রমাণ করে যে আমাদের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এখনো পর্যাপ্ত নয়। বন বিভাগের নিজস্ব পাম্প ও পাইপলাইন দিয়ে রাত ৯টা থেকে পানি ছিটানো শুরু হলেও, এই প্রক্রিয়া শুরু হতে সময় লেগেছে। ফায়ারলাইন কাটা এবং স্থানীয়দের কোদাল-বালতি নিয়ে আগুন নেভানোর প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে বীরত্বপূর্ণ, কিন্তু এটি কার্যকর সমাধান নয়। আগুনের কারণ অনুসন্ধানে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠিত করা হয়েছে। গত ২৩ বছরে সুন্দরবনে ২৬টি অগ্নিকা-র ঘটনা ঘটেছে, এবং তদন্তে প্রায়ই জেলে-মৌয়ালদের অসাবধানতাকে দায়ী করা হয়। কিন্তু স্থানীয় বনজীবীদের দাবি, মাছ ধরার সুবিধার জন্য কিছু মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন লাগাতে পারে। আমরা বলতে চাই, আগুনের সূত্রপাত যদি কারও অসাবধানতা বা স্বার্থপরতার ফল হয়, তবে এর জন্য দায়ীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। সুন্দরবনের এই সংকট শুধু আগুন নেভানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি, পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের একটি ইঙ্গিত। গত বছর আমুরবুনিয়া এলাকায় আগুনে ৫ একর বন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এবারের ক্ষয়ক্ষতি কতটা হবে, তা তদন্ত প্রতিবেদনের পরই জানা যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি প্রতিবার আগুন লাগার পর তদন্ত আর প্রতিবেদনের অপেক্ষায় থাকব, নাকি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেব? সুন্দরবন রক্ষায় এখন সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন। বনের গভীরে পানির উৎস স্থাপন, আধুনিক অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জামের ব্যবহার, ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি বাড়ানো এবং স্থানীয়দের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা জরুরি। একই সঙ্গে, বনের ওপর নির্ভরশীল সম্প্রদায়ের জীবিকার বিকল্প উপায় খুঁজে বের করতে হবে, যাতে তারা প্রকৃতির ক্ষতি না করে।

এই ঘটনা আমাদের সামনে বড় প্রশ্ন তুলেছে–সুন্দরবনকে রক্ষা করার জন্য আমরা কতটা প্রস্তুত? এই অগ্নিকা- নিয়ন্ত্রণে বন বিভাগ ও স্থানীয়দের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, পানির উৎসের দূরত্ব এবং প্রতিকূল ভূপ্রকৃতি আগুন নেভানোর কাজকে জটিল করে তুলেছে

ফিলিস্তিনের ইসরায়েলের গণহত্যা, ভারতে মুসলমান হত্যা বিশ্ব মানবতার জন্য কলঙ্ক

মো. হায়দার আলী

যুদ্ধবিরতির দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা উপেক্ষা করে গাজায় নজিরবিহীন বর্বরতা চালাচ্ছে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল। পনেরো মাসের বিরতিহীন বোমা হামলায় গাজাকে একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে পুরো উপত্যকার প্রায় সব অধিবাসীকে বাস্তুচ্যুত, ৪৯ হাজারের বেশি হত্যা ও লক্ষাধিক আহত করার পরও ইহুদি রাষ্ট্রের বর্বর বাহিনী একজন জিম্মিকেও হামাসের কাছ থেকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাপে জানুয়ারিতে একটি যুদ্ধবিরতিতে উপনীত হয়েছিল। চুক্তি মোতাবেক প্রথম স্তরের যুদ্ধবিরতিতে অন্তত ৩৩ জন ইসরাইলি জিম্মিকে মুক্তির বিনিময়ে ২ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু উগ্রবাদী ইহুদিরা এই যুদ্ধ বিরতিকে হামাসের কাছে ইসরাইলের কৌশলগত পরাজয় হিসেবে দেখেছে। তারা যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে গাজায় হামলা ও শিশুহত্যা অব্যাহত রাখার পক্ষেই সাফাই গাইছিল। এর আগে যুদ্ধের শুরুতেই কেউ কেউ গাজায় পারমাণবিক বোমা ফেলে সবকিছু ধ্বংস করে দেয়ার দাবিও করেছিল। ধারণা করা যায়, জিম্মিদের ফিরিয়ে নিতে ইসরাইলের আভ্যন্তরীণ চাপ এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে ট্রাম্প দায়িত্ব গ্রহণের আগেই হামাস-ইসরাইল যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়। প্রতিদিনের ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যাকা- বন্ধ করে বন্দিবিনিময় ও শান্তির উদ্যোগে গোটা দুনিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। কিন্তু জায়নবাদী বর্বর ইসরাইলিরা ফিলিস্তিনি ও আরব প্রতিবেশীদের শান্তিতে বাস করতে দিতে নারাজ। ঠুনকো অজুহাত তুলে তারা যুদ্ধবিরতি চুক্তি থেকে সরে গিয়ে প্রথমে গাজায় মানবিক সহায়তা বন্ধ করে সেখানকার বাস্তুহীন, বিপর্যস্ত অধিবাসীদের মানবিক বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়ে তাদের উপর টার্গেট কিলিং শুরু করেছে। গত মঙ্গল ও বুধবার ৪৮ ঘণ্টার বিমান হামলায় গাজার আশ্রয় শিবিরগুলোতে প্রায় ১ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই নারী ও শিশু। অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল সাড়ে ৭ দশক ধরে ফিলিস্তিনি ও আরব প্রতিবেশীদের উপর আগ্রাসন চালাচ্ছে। আর এসব আগ্রাসন, ভূমিদখল এবং যুদ্ধাপরাধের সাথে যুক্তরাষ্ট্রসহ সাবেক ঔপনিবেশিক ও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো সরাসরি যুক্ত। গাজায় যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের স্থায়ীভাবে অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে গাজা দখল করে সেখানে রিভেরা বা প্রমোদ নগরী নির্মাণ ও মার্কিন মালিকানা প্রতিষ্ঠার খায়েশ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এই উদ্ভট অমানবিক প্রস্তাব সর্বমহলে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর মিশরের প্রস্তাবে গাজা পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের জন্য একটি ৫৩ বিলিয়ন ডলারের পরিকল্পনা নিয়ে আরব বিশ্ব সম্মত হয়। যুদ্ধবিরতি এগিয়ে নিতে কাতার ও মিশরের মধ্যস্থতায় আলোচনা এগিয়ে যাওয়ার মধ্যেই ইসরাইল গাজায় নতুন করে ভয়াবহ বিমান হামলা শুরু করে। হামাস নির্মূল ও গাজাকে ইসরাইলের জন্য নিরাপদ করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তারা এখানকার নারী ও শিশুদের নির্বিচার গণহত্যায় মেতে উঠেছে। পনেরো মাসের যুদ্ধে বিধ্বস্ত জনপদে মানবিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন একটি অবরুদ্ধ জনগোষ্ঠীর উপর এমন নির্মম বর্বরতা ইতিহাসে নজিরবিহীন। ইহুদিদের এই বর্বরতার পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদত স্পষ্ট। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মদতে যুদ্ধবাজ নেতানিয়াহু গণহত্যা চালিয়ে গাজাকে জনশূন্য করে তা দখল করে নিতে চাইছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই বর্বরতার নীরব দর্শকে পরিণত হয়েছে। জাতিসংঘ, ওআইসি, আরবলীগসহ বিশ্বসম্প্রদায়ের নিরবতা-নিষ্ক্রিয়তায় বর্বররা শিশুহত্যায় মেতে উঠেছে। এটা যেন সেই ফেরাউন শাসনামল যখন বর্বর শাসক নিজের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে নির্মূল করার লক্ষ্যে রাজ্যের সব শিশুপুত্র হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল। এ যেন সেই আরবের অন্ধকার যুগ, যখন মেয়ে শিশুদের জীবন্ত কবর দেয়া হতো। বলা বাহুল্য, ইহুদিরা ফিলিস্তিনি শিশু ও নারীদের হত্যা করে ভবিষ্যতের প্রতিরোধ শক্তিকে নির্মূল করতে চায়। পনেরো মাস ধরে গাজায় বিমান হামলা করে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার পাশাপাশি ব্যাপক আকারে স্থল অভিযান চালিয়েও হামাসের প্রতিরোধ শক্তি ও টানেল নেটওয়ার্ক ধ্বংস করা যায়নি। একজন জিম্মিকেও মুক্ত করতে ব্যর্থ হওয়ার পর হামাসের সাথে যুদ্ধ বিরতি ও বন্দি বিনিময় চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছে ইসরাইল। পরাজয়ের এই গ্লানি থেকেই ট্রাম্প-নেতানিয়াহু উন্মাদের মতো গাজার শিশু হত্যায় মেতে উঠেছে। আইডিএফ'র বর্বরতায় সারা বিশ্ব স্তম্ভিত। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্ত থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাজার হাজার ইহুদিও ইসরাইলি বর্বরতা বন্ধ ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার দাবিতে রাজপথে নেমে এসেছে। গাজায় নতুন করে ইসরাইলি গণহত্যার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার তীব্র প্রতিবাদ জানালেও দেশের মূল ধারার প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে বিএনপি-জামায়াতের নিরবতা বিস্ময়কর। তবে অন্যান্য ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সোচ্চার দেখা গেছে। ফিলিস্তিনে বর্বর ইসরাইলি হামলায় গণহত্যার প্রতিবাদে গত শুক্রবারবাদ জুমা বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদসহ সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। সন্ত্রাসী ইসরাইলি নেতানিয়াহুর ফাঁসির দাবিতে বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আজ রাজপথে ফেটে পড়েন। ইসরাইলি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বাদ জুমা বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর গেটে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ঢাকা মহানগরী আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে সংগঠনের যুগ্ম মহাসচিব আল্লামা মামুনুল হক ফিলিস্তিনিদের নির্বিচারে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, হৃদয়ে রক্তক্ষরণ নিয়ে ফিলিস্তিনিদের শাহাদাতের বদলা নেওয়ার আমরা শপথ নিচ্ছি। তিনি জাতিসংঘকে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, আপনাদের স্পষ্ট বার্তা দিতে চাই ফিলিস্তিনিদের যুদ্ধের দাবানল সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে পারে। আরব লীগ ওআইসিকে ফিলিস্তিনিদের মুক্ত করতে কুফরি শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দিতে হবে। ফিলিস্তিনি-গাজায় মুসলিম হত্যাকাণ্ড বন্ধের জন্য বাংলাদেশ থেকে মুজাহিদদের ডাক দিন। তিনি বলেন, মাহে রমজানে ভারতের মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলার পাঁয়তারা করা হচ্ছে। আওরঙ্গজেবের সমাধিতে একটি আঘাত করা হলে ভারত খান খান হয়ে যাবে। প্রয়োজনে আওরঙ্গজেবের সমাধি রক্ষায় ভারত অভিমুখে লংমার্চ করা হবে। তিনি সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, নীরব দর্শকের ভূমিকা এদেশের মানুষ দেখতে চায় না। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে ডেকে প্রতিবাদ জানান। ভারত সংখ্যালঘু মুসলমানদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিবাদ জানাতে হবে। বাংলাদেশ সরকারকে ফিলিস্তিনি ও ভারতের মুসলমানদের রক্ষায় উদ্যোগ নিতে হবে। আল্লামা মামুনুল হক বলেন, ফ্যাসিস্ট হাসিনা ভারতের দালালি করে আমাদের পাসপোর্ট থেকে এক্সসেপ্ট ইসরাইল লেখা তুলে দিয়েছে। বিশ্ব সন্ত্রাসী ইসরাইলকে চিরতরে নিষিদ্ধ করতে অবিলম্বে বাংলাদেশের পাসপোর্টের এক্সসেপ্ট ইসরাইল পুনর্বহাল করতে হবে। লেডি ফেরাউন হাসিনার আমলে পিলখানা হত্যাকাণ্ড, শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ড, মোদির আগমনের প্রতিবাদে হত্যাকাণ্ড এবং জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের হত্যাকাণ্ডের বিচার না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন আগুন নিয়ে খেলবেন না। আওয়ামী লীগ এদেশের রাজনীতিতে আসতে হলে আমাদের লাশের ওপর দিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, সকল খুনিদের দ্রুত বিচার করুন। আর কোনো ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারের ঠাঁই এদেশের মাটিতে হবে না। তিনি বলেন, বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার যেকোনো ষড়যন্ত্র হেফাজতে ইসলাম দেশবাসীকে নিয়ে প্রতিহত করবে ইনশাআল্লাহ। সংগঠনের ঢাকা মহানগরী সভাপতি মাওলানা জুনাইদ আল হাবিবের সভাপতিত্বে এবং মাওলানা আতাউল্লাহ আমিনের সঞ্চালনায় এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, হেফাজতে ইসলামের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট মাওলানা আব্দুর রকিব, নায়েবে আমির মাওলানা আহমেদ আলী কাসেমী, মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী, মাওলানা ফজলুল করিম কাসেমী, মাওলানা মনির হোসেন কাসেমী, মাওলানা ফয়সাল মুফতি কামাল উদ্দিন। নেতৃবৃন্দ বলেন, যে জাতিসংঘ ফিলিস্তিনি মুসলমানদের গণহত্যা বন্ধ করতে পারে না, সেই জাতিসংঘ দিয়ে কোনো লাভ নেই। অবিলম্বে মুসলিম জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইসরাইলি সকল পণ্য আমদানি বন্ধ করতে হবে। যে সব ব্যবসায়ীরা ইসরাইলের দালালি করবে তাদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে। নেতৃবৃন্দ বলেন, কারো কারো অন্তরে আওয়ামী প্রেম দেখা যাচ্ছে। ভারতীয় আধিপত্যবাদী ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে যারা পুনর্বাসনের স্বপ্ন দেখছেন তাদেরকেও এদেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে ইনশাআল্লাহ। ইসরাইলের নেতানিয়াহু, ভারতের মোদি, আর ফ্যাসিস্ট হাসিনা একই সূত্রে গাঁথা। নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, গাজায় ইসরাইলি গণহত্যা আর ভারতে মুসলিম নির্যাতন একই সূত্রে গাঁথা।

ফিলিস্তিনের মজলুম মুসলমানদের ওপর ইসরাইলির চালানো বর্বর গণহত্যা বিশ্ব মানবতার জন্য কলঙ্ক। শুধুমাত্র আরব বিশ্ব নয়, মানবতার পৃথিবী তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলি নৃশংসতার প্রতিবাদে রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে আজ বাদ জুমা বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ইসরাইলি বর্বরোচিত হামলা ও মুসলিম গণহত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আমেরিকার উসকানিতে সন্ত্রাসী ইসরাইল ফিলিস্তিনের নির্বিচারে হত্যা করছে। ইসরাইলি গণহত্যা বন্ধে অনতিবিলম্বে কার্যকরী উদ্যোগ নিতে হবে। শুধু বাংলাদেশে নয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিবাদের ঝড় অব্যাহতভাবে চলছে। নতুন করে হামলার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন নানা দেশের মানুষ। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ইসরায়েলের নৃশংসতার প্রতিবাদ জানিয়ে পাকিস্তান, ইরাক, জর্ডান ও ইন্দোনেশিয়ায় বিক্ষোভ হয়েছে। ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের নৃশংস হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে তীব্র প্রতিবাদ হয়েছে পর্তুগালে। গত বুধবার বিকেলে লিসবনের ঐতিহাসিক রসিও স্কয়ারে ব্যাপক বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। মানবাধিকার সংগঠন মুভিমেন্টো পেলোস ডিরেইটোস দো পোভো প্যালেস্টিনো এ পেলা পাজ নো মেডিও ওরিয়েন্টে (এমপিপিএম)-এর নেতৃত্বে এই সমাবেশে শত শত মানুষ ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের ওপর ইসরায়েলের হামলার নিন্দা জানাতে একত্রিত হন। গত ৪৮ ঘণ্টায় গাজা ও পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি হামলায় শত শত ফিলিস্তিনি নিহত ও কয়েক শতাধিক আহত হওয়ার পর জাতিসংঘের জরুরি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। এমপিপিএম বলেছে, নিরপরাধ নাগরিক তথা শিশুদের ওপর হামলা মানবতাবিরোধী অপরাধ। পর্তুগাল ও বৈশ্বিক নেতৃবৃন্দের অবশ্যই এই সহিংসতা বন্ধে কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে। রসিও স্কয়ারজুড়ে ফিলিস্তিনি পতাকা, হামলায় নিহতদের ছবি ও অস্ত্র বন্ধ কর, শান্তি চাই লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে উত্তাল হয় স্থানটি। বিক্ষোভকারীরা ফিলিস্তিন মুক্ত কর, ইসরায়েলি বর্বরতা বন্ধ কর, স্লোগানে মুখরিত করেন স্কয়ার। এমপিপিএম-এর সমন্বায়ক জোসে অলিভেইরা ভাষণে বলেন, ইসরায়েল নিরপরাধ মানুষের ওপর বর্বর হামলা করছে, গাজার শিশুরা খাদ্য ও ওষুধের অভাবে মরছে, আর আমরা নীরব থাকব? পর্তুগাল সরকারকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক প্রভাব তৈরি করতে হবে। সমাবেশে ইসরায়েলের সঙ্গে পর্তুগালের সামরিক চুক্তি বাতিল, ফিলিস্তিনে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জরুরি হস্তক্ষেপের দাবি তোলা হয়। এই বিক্ষোভে অংশ নেওয়া স্থানীয় শিক্ষার্থী ক্রিস্টিনা ফেরেইরা বলেন, এটা আসলে গণহত্যা, আমরা শুধু ন্যায়বিচার চাই, মানবিকতার প্রশ্নে ইউরোপীয় নেতারা চুপ করে থাকতে পারেন না। জরুরি হস্তক্ষেপ নিতে হবে। পর্তুগালের বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে- ব্লক এস্কেরদা, লিব্রে, পিসিপি গত ৪৮ ঘণ্টায় ইসরায়েলি বর্বরতার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে সংবাদমাধ্যমে তাদের কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেছে। এছাড়া তারা পর্তুগাল সরকারের পক্ষ থেকে ইসরায়েলকে গণহত্যা বন্ধে বল প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন। অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি কার্যকর করে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পর্তুগালের স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সমাবেশ শেষে ৩০ মার্চ ফিলিস্তিন দিবস উদ্যাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং দিবসটি উদ্যাপন উপলক্ষ্যে ৩০ মার্চ লিসবনের মার্তিম মুনিজে পার্কে বিকেল ৪ টায় পোর্তোতে জার্দিম ইনফ্যান্টে ডি. হেনরিকে বিকেল ৪টায় এবং কোয়েম্ব্রাতে সমাবেশের আয়োজন করা হয়। **দূতাবাস ঘেরাও, পতাকায় আগুন,** গাজায় ইসরায়েলের নির্মম হামলার প্রতিবাদে গতকাল বড় বিক্ষোভ হয়েছে পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে। এর মধ্যে রাজধানী ইসলামাবাদে ইসরায়েলের মিত্রদেশ যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস ঘেরাও করেন জামায়াত-ই-ইসলামি পাকিস্তানের (জেআই) সদস্য ও সমর্থকেরা। পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কনস্যুলেট ঘেরাও করা হয়। এ সময় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের পতাকায় আগুন দেন বিক্ষোভকারীরা। রাজনৈতিক দল জেআইয়ের প্রধান নাইম-উর-রহমান বলেন, সারা বিশ্বের মতো পাকিস্তানও নিপীড়কদের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকবে। এর আগে জাতিসংঘে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মুনির আকরাম গাজায় ত্রাণসহায়তা প্রবেশ ও দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। গাজায় হামলার প্রতিবাদে মধ্যপ্রাচ্যেও বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে। জর্ডানের রাজধানী আম্মানে গতকাল জুমার নামাজের পর বিক্ষোভ করেন হাজার হাজার মানুষ। তাঁদের হাতে জর্ডানের পাশাপাশি ফিলিস্তিনের পতাকা দেখা যায়। ইসরায়েলবিরোধী নানা স্লোগান দেন তাঁরা। ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিক্ষোভ হয়েছে ইরাকের রাজধানী বাগদাদে।

ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের বাইরে ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভ হয়েছে। সেখানে বিক্ষোভকারীদের হাতে ফিলিস্তিনের পতাকার পাশাপাশি ছিল নেতানিয়াহু ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পবিরোধী প্ল্যাকার্ড। এদিকে গাজায় নতুন করে ইসরায়েলের হামলা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। গতকাল কাতারের আমির তামিম বিন হামাদ আল থানির সঙ্গে পুতিনের ফোনালাপের পর ক্রেমলিন জানায়, মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত নিরসনে এবং দীর্ঘমেয়াদি শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করতে প্রস্তুত রাশিয়া ও কাতার। এ ছাড়া যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে দেশটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি বলেছেন, ইসরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় শত শত ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। বেসামরিক প্রত্যেক মানুষের প্রাণহানির ঘটনায় শোক প্রকাশ করছে যুক্তরাজ্য। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নেওয়া সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তেল আবিবে বিক্ষোভ করেছে হাজারো মানুষ। ইসরায়েল সরকারের অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা শিন বেত নিরাপত্তা পরিষেবার প্রধানকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত এবং গাজায় পুনরায় যুদ্ধ শুরুর প্রতিবাদে শনিবার (২২ মার্চ) রাস্তায় নেমেছে তারা। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে। তেল আবিবের হাবিমা স্কয়ারে বিক্ষোভকারীরা নীল-সাদা ইসরায়েলি পতাকা নেড়ে গাজায় আটক থাকা অবশিষ্ট বন্দীদের মুক্তির জন্য একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তির আহ্বান জানিয়েছে। বিক্ষোভ থেকে ৬৩ বছর বয়সী মোশে হাহারোনি ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, 'ইসরায়েলের সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু হলো বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তিনি ২০ বছর ধরে দেশের কথা ভাবেন না, নাগরিকদের কথা ভাবেন না।' গত শনিবারের সমাবেশে বিক্ষোভকারীরা পোস্টার হাতে মিছিল করেছেন। পোস্টারে লেখা ছিল, 'আর রক্তপাত নয়,' 'আর কত রক্ত ঝরবে?' এবং 'যুদ্ধ বন্ধ করুন, এখনই!' যাতে করে গাজায় বন্দি থাকা ৫৯ জনকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। গাজায় যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি মুক্তি চায় বিক্ষোভকারীরা। গাজায় যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি মুক্তি চায় বিক্ষোভকারীরা। গত রোববারও ইসরায়েলের সংসদ এবং পশ্চিম জেরুজালেমে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে বিক্ষোভের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ৪৪ বছর বয়সী বিক্ষোভকারী এরেজ বারমান রয়টার্সকে বলেন, 'আমরা দেড় বছর ধরে গাজায় তীব্র লড়াই দেখেছি, কিন্তু হামাস এখনও ক্ষমতায় রয়েছে। এখনও তাদের হাজার হাজার যোদ্ধা রয়েছে, তাই ইসরায়েলি সরকার প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের নিজস্ব লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।'যুদ্ধ পুনরায় শুরু হওয়ায়, বন্দীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে ২৪ জন এখনও জীবিত বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা বলছেন, যুদ্ধ চালিয়ে গেলে তারা হয় তাদের বন্দীদের হাতে মারা যাবে অথবা ইসরায়েলি হামলায় নিহত হবে। এদিকে নেতানিয়াহু এই সপ্তাহে বলেছেন যে, তিনি ২০২১ সাল থেকে শিন বেতের নেতৃত্বে থাকা রোনেন বারে'র প্রতি আস্থা হারিয়েছেন এবং তাকে ১০ এপ্রিল থেকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ আরও জোরালো হয়েছে। মানবতাবিরোধী ইহুদি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শান্তিকামী বিশ্বের সম্মিলিত সামরিক-অর্থনৈতিক, বিচারিক ও কূটনৈতিক উদ্যোগের পাশাপাশি গাজার ২৩ লাখ অধিবাসীর জীবন রক্ষায় বিশ্বসম্প্রদায়কে এক্ষুনি কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়ে এ সংকটের সমাধান করতে হবে। যুদ্ধবিরতি কার্যকর করে গাজায় মানবিক সহায়তা নির্বিঘ্ন করতে জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে। **লেখক : মোঃ হায়দার আলী; প্রধান শিক্ষক, মহিশালবাড়ী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়**

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই

মাহরুফ চৌধুরী

আইনের শাসন এমন এক আদর্শ যেখানে রাষ্ট্রের সব কার্যক্রম, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়। এটি একটি সুশৃঙ্খল সমাজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ, যা ব্যক্তি-স্বাধীনতা, মানবাধিকারের সুরক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। বিশ্ব ইতিহাসে দেখা যায়, যেসব দেশ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে, সেসব দেশেই গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে। ইংল্যান্ডের ম্যাগনা কার্টা (১২১৫) থেকে শুরু করে ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) পর্যন্ত ইতিহাসের নানা অধ্যায়ে আইনের শাসনের জন্য জনগণের লড়াই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশসহ যে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নতি, নাগরিক স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে আইনের শাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে এটি কেবল সাংবিধানিক স্বীকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলে না; আইনের শাসনের কার্যকর বাস্তবায়নই একটি রাষ্ট্রের টেকসই উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি। বিচারহীনতার সংস্কৃতি বাংলাদেশের এক ভয়াবহ বাস্তবতা, যা সমাজের নৈতিকভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক হত্যাকা-, সামরিক অভ্যুত্থান, দুর্নীতি ও অপরাধমূলক কর্মকা-ের ক্ষেত্রে অপরাধীদের দায়মুক্তি দেওয়ার একটি অপ্রত্যাশিত ধারা গড়ে উঠেছে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশে সংঘটিত হত্যাকা-গুলোর যথাযথ বিচার না হওয়াতে এদেশে বিচারহীনতার সংস্কৃতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। পরবর্তীতে সামরিক শাসনামলে বিচারহীনতার এই প্রবণতা আরও সুসংহত হয়, যা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতিকে উৎসাহিত করেছে। একটি রাষ্ট্রের ন্যায়বিচার ব্যবস্থা যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন সমাজে অন্যায় ও অবিচারের স্বাভাবিকীকরণ ঘটে। রোমান দার্শনিক সিসেরো (১০৬-৪৩ খ্রিস্টপূর্ব) বলেছিলেন, 'যেখানে ন্যায়বিচার নেই, সেখানে রাষ্ট্রের অস্তিত্বও দুর্বল হয়ে পড়ে'। স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দেশে সংগঠিত প্রতিটি খুন, দুর্নীতি ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে কঠোর ও নিরপেক্ষ বিচার নিশ্চিত করা উচিত ছিল, যা দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা করতে পারিনি। এই বিচারহীনতার ফলে অপরাধীরা আরও দুঃসাহসী হয়ে ওঠেছে এবং সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলার প্রতি অনাস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তারই অনিবার্যপ্রতিফল হিসেবেসমাজে নৈতিক অবক্ষয় ও ক্ষমতার অপব্যবহার বাড়তে থাকে, যা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইনের শাসনের অনুপস্থিতির প্রভাব বহুমাত্রিক ও সুদূরপ্রসারি। এটি শুধুমাত্র একটি রাষ্ট্রীয় সমস্যা নয়; বরং সমাজের প্রতিটি স্তরে নৈরাজ্য, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসকে উসকে দেয়। যখন অপরাধীরা শাস্তি থেকে রেহাই পায়, তখন তা সমাজে আইনের প্রতি ভয় ও শ্রদ্ধাবোধ কমিয়ে দেয়, যা দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক কাঠামোকে দুর্বল করে। একটি রাষ্ট্র তখনই কার্যকর থাকে, যখন তার নাগরিকরা আইনের আশ্রয়ে নিরাপত্তা পায় এবং রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়; কিন্তু বাংলাদেশসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশে বিচারহীনতার সংস্কৃতির ফলে জনগণের আস্থা কমে যাচ্ছে, যা সামাজিক অস্থিরতার জন্ম দিচ্ছে। দার্শনিক জন লকের (১৬৩২-১৭০৪) 'সামাজিক চুক্তি' তত্ত্ব অনুযায়ী, রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হলো নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; কিন্তু যখন রাষ্ট্র সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তখন জনগণের মধ্যে ক্ষোভ, হতাশা ও আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ফলে সমাজে নৈতিক অবক্ষয় ত্বরান্বিত হয়, যেখানে দুর্নীতিবাজ ও ক্ষমতাবানরা দায়মুক্তি পায়, আর সাধারণ জনগণ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা তখনই সম্ভব, যখন আইন সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হয় এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামো ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। অতএব আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাহত হবে এবং জনগণের মৌলিক অধিকার আরও সংকুচিত হবে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিচারহীনতার অপসংস্কৃতি থেকে মুক্তির উপায়গুলো এখানে তুলে ধরা হলো। ১. বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা অত্যাবশ্যক। বিচারহীনতার অপসংস্কৃতি থেকে মুক্তির উপায় সুস্পষ্ট ও বাস্তবভিত্তিক হতে হবে। এ থেকে উত্তরণের প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা ছাড়া আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। দার্শনিক মন্টেস্কিয়োর ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ তত্ত্ব অনুযায়ী, বিচার বিভাগকে নির্বাহী ও আইন বিভাগ থেকে স্বাধীন রাখতে হবে, যাতে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা যায়। প্রথমত, বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা অপরিহার্য। যখন বিচার ব্যবস্থা রাজনৈতিক প্রভাবের কাছে নতিস্বীকার করে, তখন তা প্রকৃত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়। বিচারকদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও অবসরের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট নীতি গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর বিচারব্যবস্থা উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে, যেখানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে কঠোর সাংবিধানিক কাঠামো ও নৈতিক মানদ- অনুসরণ করা হয়। একটি কার্যকর বিচারব্যবস্থা শুধু অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করে না; এটি আইনের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনে এবং সমাজে ন্যায়বিচারের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করে। অতএব বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হলে দ্রুত বিচারহীনতার অপসংস্কৃতি থেকে মুক্তির পথে দেশকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। ২. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সবার ক্ষেত্রে আইনের সমান প্রয়োগ নিশ্চিত করা। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো সবার জন্য আইনের সমান প্রয়োগ নিশ্চিত করা। একটি রাষ্ট্র তখনই গণতান্ত্রিক ও ন্যায়ভিত্তিক হয়ে ওঠে, যখন আইনের চোখে সব নাগরিক সমান হয় তথা ধনী-দরিদ্র, প্রভাবশালী-সাধারণ নির্বিশেষে; কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, সমাজের ধনী, প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা প্রায়শই আইনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে, যেখানে সাধারণ জনগণ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। প্রখ্যাত গ্রিক দার্শনিক প্লেটো তার 'রিপাবলিক' গ্রন্থে বলেছিলেন, 'প্রকৃত ন্যায়বিচার তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন দুর্বল ও শক্তিশালীরা সমান আইনি সুরক্ষা পাবে'। বাংলাদেশসহ অনেক দেশে দেখা যায়, প্রভাবশালীরা নানা উপায়ে বিচার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে পার পেয়ে যায়, যা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পথে বড় বাধা। একটি কার্যকর ও স্বচ্ছ বিচারব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে আইনের প্রয়োগে শ্রেণীগত বৈষম্য দূর করতে হবে। এজন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা রাজনৈতিক চাপ বা অর্থনৈতিক লোভের কাছে নতি স্বীকার না করে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে যেমন 'আইনের শাসন ইনডেক্স' (রুল অব ল ইনডেক্স) অনুসারে সর্বোচ্চ মানদ- বজায় রাখা হয়, বাংলাদেশেও তেমন একটি কঠোর ও নিরপেক্ষ আইনি কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। সর্বোপরিআইনের সামনে সবাই সমান- এই নীতি কার্যকর না হলে, একটি রাষ্ট্র ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে ব্যর্থ হবে। সবার জন্য সমান আইনি আচরণ নিশ্চিত করা গেলে বিচারহীনতার সংস্কৃতি দুর্বল হবে এবং জনগণের মধ্যে আইনের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পাবে। ৩. রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। যে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশসহ অনেক দেশে প্রশাসনিক দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের (১৭২৪-১৮০৪) মতে, 'সুশাসন তখনই কার্যকর হয়, যখন নীতিনির্ধারক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিজেদের কাজকে সর্বজনগ্রাহ্য নৈতিক মানদ-ের ভিত্তিতে পরিচালিত করেন'। এজন্য রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা জনগণের আস্থার প্রতীক হয়ে উঠতে পারে। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে হলেস্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যাতে রাজনৈতিক বা ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ ঠেকানো যায়। সাথে সাথে প্রশাসনে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে, যাতে স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এস্তোনিয়া ও ফিনল্যান্ডে সরকারি কার্যক্রম ডিজিটালাইজড হওয়ায় দুর্নীতি কমেছে এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জনগণের তথ্য জানার অধিকার (রাইট টু ইনফরমেশন) কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে প্রশাসনের কোনো অনিয়ম গোপন না থাকে। প্রকৃতপক্ষে সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত না হলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করলেই বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে একটি সুবিচারভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। ৪. অনানুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার নানা উপধারার মাধ্যমে মানবাধিকার ও নৈতিক শিক্ষার প্রসার করা জরুরি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় মানবাধিকার ও নৈতিক শিক্ষার প্রসার অপরিহার্য। একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ তখনই গড়ে ওঠে, যখন নাগরিকরা মানবাধিকার, ন্যায়বিচার ও আইন সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত হয়; কিন্তু বাংলাদেশসহ অনেক দেশে সাধারণ জনগণের মধ্যে আইনের শাসন ও মানবাধিকারের ধারণা এখনও পর্যাপ্তভাবে বিকশিত হয়নি, যার ফলে বিচারহীনতার সংস্কৃতি দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। প্রথমত, নাগরিকদের মাঝে আইন ও মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে। আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা অনেক সময় মানুষকে অন্যায় মেনে নিতে বাধ্য করে বা তারা ন্যায়বিচারের জন্য সঠিক পথে দাবি তুলতে পারে না। পূর্বোক্ত 'সামাজিক চুক্তি' তত্ত্ব অনুযায়ী, রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে একটি নৈতিক সম্পর্ক থাকতে হবে, যেখানে নাগরিকরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকবে এবং রাষ্ট্রের কাছ থেকে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে। এজন্য গণমাধ্যম, সামাজিক প্রচারাভিযান ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে প্রচলিত আইন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো জরুরি। দ্বিতীয়ত, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে মানবাধিকার ও নৈতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি অত্যাবশ্যক। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ ও আইন সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অন্যায় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারবে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক ও আইন-সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য 'নাগরিকত্বের শিক্ষা' (সিটিজেনশিপ এডুকেশন) চালু করা হয়েছে, যা বাংলাদেশেও চালু করা যেতে পারে। সর্বোপরিআইনের শাসন তখনই কার্যকর হবে, যখন নাগরিকরা ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোর মানসিকতা গড়ে তুলবে। তাই মানবাধিকার ও আইনের শাসন সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি এবং শিক্ষার মাধ্যমে এই মূল্যবোধ জাগ্রত করা আমাদের মৌলিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। ৫. নাগরিক অধিকার, দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে গণসচেতনা বৃদ্ধিতে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের সম্পৃক্ততা বাড়ানো প্রয়োজন। ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো নাগরিকদের মানবাধিকার, ন্যায়বিচার ও আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি। যদি একটি দেশের নাগরিকরা নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন না হয়, তবে তাদের জীবন ন্যায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই জনশিক্ষার মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকদের মাঝে গণসচেতনা তৈরি করা জরুরি। প্রকৃতপক্ষে ন্যায়বিচার তখনই কার্যকর হয়, যখন রাষ্ট্র ও জনগণ উভয়েই নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়; কিন্তু বাংলাদেশে সাধারণ জনগণ অনেক সময় আইন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারে না বা ন্যায়বিচারের জন্য সঠিক পথে দাবি তুলতে ব্যর্থ হয়। রাষ্ট্রের দায়িত্ব নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করা, তবে নাগরিকদেরও দায়িত্ব রয়েছে রাষ্ট্রের প্রতি তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকা। গণমাধ্যম, সামাজিক প্রচারাভিযান ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে এই সচেতনতা বাড়ানো জরুরি। ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রকৃত স্বাধীনতা ও উন্নতি তখনই আসে, যখন মানুষ নাগরিক হিসেবে নিজেদেরকে নৈতিকভাবে বিকশিত করতে পারে। সর্বোপরি আইনের শাসন তখনই কার্যকর হবে, যখন নাগরিকরা সচেতনতার মাধ্যমে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোর মানসিকতা গড়ে তুলবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ছাড়া কোনো সমাজই শান্তি, স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে না। বিচারহীনতার সংস্কৃতি রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তিকে দুর্বল করে এবং দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে। ইতিহাস আমাদের স্পষ্টভাবে শেখায় যে, যখন আইন উপেক্ষিত হয়, তখন সমাজে অন্যায়, অনাচার, অবিচার ও অব্যবস্থাপনা বিস্তার লাভ করে। রোমান সাম্রাজ্যের পতন থেকে শুরু করে ফরাসি বিপ্লব পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে অন্যায়, দুর্নীতি ও বিচারহীনতাই সমাজকে বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এমনকি আজকের বিশ্বে উন্নত দেশগুলোর সফলতার পেছনে রয়েছে আইনের কঠোর প্রয়োগ ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা। তাই বাংলাদেশের টেকসই শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যৎ শুধু আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই নিরাপদহতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব হলো আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং ন্যায়বিচারের সংস্কৃতি গড়ে তোলা। এটি শুধু সরকার বা বিচার বিভাগের একক দায়িত্ব নয়; নাগরিক সমাজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম এবং সাধারণ জনগণকেও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। সক্রেটিস বলেছিলেন, 'আইন যদি শুধু কাগজে-কলমে থাকে কিন্তু বাস্তবে প্রয়োগ না হয়, তবে সেটি আইন হিসেবে গণ্য হতে পারে না'।

তুরস্কজুড়ে বিক্ষোভের আগুন চাপে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: তুরস্কে রাজনৈতিক অস্থিরতা চরমে পৌঁছেছে, কারণ দেশটির অন্যতম প্রধান বিরোধী নেতা ও ইস্তাম্বুলের মেয়র একরেম ইমামোগলুকে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার গ্রেপ্তারের পর দেশজুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে, যা এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় গণঅসন্তোষের রূপ নিয়েছে। বিরোধী রিপাবলিকান পিপলস পার্টির (সিএইচপি) নেতা ইমামোগলুকে 'অপরাধমূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, ঘুষ গ্রহণ, চাঁদাবাজি, বেআইনিভাবে ব্যক্তিগত তথ্য রেকর্ড এবং টেন্ডার জালিয়াতির' অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তবে তিনি এসব অভিযোগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। গ্রেপ্তারের আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে তিনি লিখেছেন, "আমি কখনো মাথা নত করবো না।" তার গ্রেপ্তারের পরপরই ইস্তাম্বুলসহ তুরস্কের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ শুরু হয়। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত রোববার রাতে দেশজুড়ে লাখো মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে নিরাপত্তা বাহিনী কাঁদানে গ্যাস, রাবার বুলেট এবং জলকামান ব্যবহার করেছে। ইমামোগলুর জনপ্রিয়তা তুরস্কের বর্তমান প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইমামোগলু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন—এমন সম্ভাবনাই তার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার অন্যতম কারণ। সিএইচপি ইতোমধ্যে তাকে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত করেছে। তবে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান এই বিক্ষোভের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "এই বিক্ষোভ শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য এবং জনগণের মধ্যে বিভক্তি তৈরির চেষ্টা।" একই সঙ্গে তিনি বিরোধী দল সিএইচপি-কে দোষারোপ করেছেন দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য। ইমামোগলুকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় আন্তর্জাতিক মহলও নজর রাখছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলো একে গণতন্ত্রের ওপর আঘাত হিসেবে উল্লেখ করেছে। পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো বলছে, এই পরিস্থিতি ২০১৩ সালের গাজি পার্ক বিক্ষোভের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, যা এরদোয়ান সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এদিকে, সিএইচপি ও অন্যান্য বিরোধী দল ইমামোগলুর মুক্তির দাবি জানিয়েছে এবং জনগণকে রাস্তায় নামতে আহ্বান করেছে।

জাপানের পশ্চিমাঞ্চলে ভয়াবহ দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে

হাজারো মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: জাপানের পশ্চিমাঞ্চলে ভয়াবহ দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে, যা নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকল বাহিনীসহ সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টারগুলো নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করছে। পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে, যার ফলে স্থানীয় প্রশাসন হাজার হাজার মানুষকে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। রোববার ওকায়ামা অঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় এই দাবানলের সূত্রপাত হয়। দ্রুতই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী তামানো শহরসহ বিস্তীর্ণ এলাকায়। গতকাল সোমবার পর্যন্ত দাবানলে প্রায় ২৫০ হেক্টর এলাকা পুড়ে গেছে, যার মধ্যে ইমাবারি শহরের ১১৯ হেক্টর বনভূমি অন্তর্ভুক্ত। টোকিওভিত্তিক কিয়োদো নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ওকায়ামা এবং এহিমে সরকারের অনুরোধে সামরিক হেলিকপ্টারগুলো আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজে অংশ নিচ্ছে। জাতীয় সম্প্রচার সংস্থা এনএইচকের প্রকাশিত ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, জাপানের সেল্ফ-ডিফেন্স ফোর্সের (এসডিএফ) হেলিকপ্টার থেকে দাবানল আক্রান্ত এলাকায় পানি ছিটানো হচ্ছে এবং আকাশে ঘন কালো ধোঁয়ার বিশাল কুণ্ডলী উঠছে। স্থানীয় প্রশাসন প্রায় ২,৮০০ বাসিন্দাকে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এর মধ্যে ওকায়ামা সিটি ৪০৩টি পরিবারের জন্য সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ জারি করেছে। স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দাবানলে ওকায়ামা অঞ্চলের বেশ কিছু ঘরবাড়ি ও গুদাম পুড়ে গেছে। যদিও এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। অগ্নিনির্বাপণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আগুনের বিস্তার থামানো সম্ভব হয়নি। আশেপাশের পৌরসভাগুলো থেকে আরও শক্তিশালী দমকল বাহিনী এনে রাতভর আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জাপানে শুষ্ক আবহাওয়া ও প্রচণ্ড বাতাসের কারণে দাবানল আরও ছড়িয়ে পড়তে পারে। প্রশাসন নাগরিকদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে এবং পরিস্থিতি আরও অবনতি হলে অতিরিক্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পরিকল্পনা করছে। এই ভয়াবহ দাবানল জাপানের পশ্চিমাঞ্চলের জনজীবনে চরম দুর্ভোগ ডেকে এনেছে। কতদিনের মধ্যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসবে, তা এখনও নিশ্চিত নয়।

কানাডার আগাম নির্বাচন ডাক: বাণিজ্য যুদ্ধের ছায়ায় ভোট ২৮ এপ্রিল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: আগামী ২৮ এপ্রিল কানাডায় জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। দেশটির নতুন প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি সম্প্রতি এই আগাম নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন। তার শপথ গ্রহণের মাত্র নয় দিনের মাথায় এই সিদ্ধান্ত এসেছে, যা দেশটির রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোড়ন তুলেছে। নির্বাচনের ঘোষণা এমন এক সময়ে এলো, যখন কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি তীব্র বাণিজ্যিক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রকাশ্যে কানাডার সার্বভৌমত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং দেশটিকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাজ্য বানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে কানাডার জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এখন বড় এক রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কার্নি তার ঘোষণায় বলেন, ''ট্রাম্পের অন্যায্য বাণিজ্যিক নীতির কারণে আমাদের সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়েছে। এই অবস্থায় কানাডার জনগণের কাছে শক্তিশালী জনমত নেওয়া জরুরি।চ তিনি আরও বলেন, "আমি গভর্নর জেনারেলকে পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার অনুরোধ করেছি, যা ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে। এখন সময় কানাডার জনগণকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার।'' নতুন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর কার্নি কনজারভেটিভ পার্টির নেতা পিয়েরে পয়লিয়েভ্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামছেন। সাম্প্রতিক জনমত জরিপে দুই দলের মধ্যে ব্যবধান অনেকটাই কমে এসেছে। কনজারভেটিভ নেতা পিয়েরে পয়লিয়েভ্রে লিবারেল পার্টির প্রতি তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, ''ট্রুডোর দশকব্যাপী ব্যর্থ নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা চালিয়ে যেতে চান কার্নি। লিবারেলদের নীতি কানাডাকে দুর্বল করে তুলেছে। তারা অভিবাসন ও অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশকে বিপদে ফেলেছেন।'' অন্যদিকে, কার্নি তার প্রচারণায় মূলত কানাডার সার্বভৌমত্ব ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। তিনি বলেন, ''আমাদের একতাবদ্ধ থাকতে হবে এবং দেশের স্বার্থ রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ট্রাম্প যতদিন আমাদের সার্বভৌমত্ব স্বীকার না করবেন, আমি তার সঙ্গে দেখা করব না।'' ট্রাম্পের নেওয়া বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যেই কানাডার অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। কানাডার পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ২৫% শুল্ক আরোপ করেছে, যা দেশটির ব্যবসা-বাণিজ্যে মারাত্মক প্রভাব ফেলবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে কানাডা ৬ হাজার কোটি কানাডিয়ান ডলারের সমপরিমাণ মার্কিন পণ্যের ওপর শুল্ক বসিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী ইরান, তবে শর্তসাপেক্ষে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে নতুন করে আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ জানিয়েছেন, এই উদ্যোগ সামরিক পদক্ষেপ এড়ানোর একটি প্রচেষ্টা। তবে ইরান এখনো তাদের অবস্থান কঠোর রাখছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের চাপ প্রয়োগের নীতির পরিবর্তন না হলে আলোচনায় বসার সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়ে দিয়েছে। গত রোবব-ার মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্টিভ উইটকফ বলেন, 'আমাদের সব সমস্যার সমাধান সামরিক পথে হতে হবে এমন নয়। আমরা চাই, ইরান কূটনৈতিক আলোচনায় বসুক এবং সঠিক সমাধানে পৌঁছাক। যদি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সম্ভব হয়, তাহলে আমরা প্রস্তুত। কিন্তু যদি না হয়, তাহলে এর বিকল্প ভালো কিছু হবে না।' উইটকফের এই মন্তব্য ট্রাম্পের ৭ মার্চের ঘোষণার পর এসেছে। ট্রাম্প জানান, তিনি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন, যেখানে পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার আহ্বান জানানো হয়েছে।

গাজার হাসপাতালে ইসরায়েলি হামলায় হামাস নেতা নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: গাজার খান ইউনিসের আল-নাসের হাসপাতালে ইসরায়েলি বিমান হামলায় হামাসের শীর্ষ নেতা ইসমাইল বারহুমসহ অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েছেন। গত রোববার সন্ধ্যায় এই হামলা চালানো হয়। হামলায় হাসপাতালের সার্জারি বিভাগ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হামাস ও ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে এই তথ্য জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলো। হামাস জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে ছিলেন ইসমাইল বারহুম, যিনি সংগঠনটির অর্থ-বিষয়ক প্রধান ছিলেন। চার দিন আগে এক বিমান হামলায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ হামলার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেছেন, এটি সুনির্দিষ্ট সামরিক লক্ষ্যে পরিচালিত আক্রমণ ছিল। তবে হামাস এই হামলাকে 'গণহত্যামূলক হামলা' হিসেবে বর্ণনা করেছে। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, 'বিস্তৃত গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণের পর' সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানো হয় এবং এতে 'নির্ভুল অস্ত্র' ব্যবহার করা হয় যাতে ক্ষয়ক্ষতি সীমিত রাখা যায়। তবে হামাসের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হত্যা এবং সাধারণ নাগরিকদের ওপর হামলার অংশ। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হামলায় বেশ কয়েকজন চিকিৎসক ও সাধারণ রোগী আহত হয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত সার্জারি বিভাগ খালি করে দেওয়া হয়েছে এবং হাসপাতালের কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, ভবনের তিন তলায় আগুন জ্বলছে এবং লোকজন আতঙ্কিতভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে। একই দিনে, খান ইউনিসে ইসরায়েলের পৃথক আরেকটি হামলায় হামাসের রাজনৈতিক নেতা সালাহ আল-বারদাউইল নিহত হয়েছেন। তিনি হামাসের ১৯ সদস্যবিশিষ্ট রাজনৈতিক দপ্তরের সদস্য ছিলেন। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী নিশ্চিত করেছে যে, শনিবার গভীর রাতে পরিচালিত হামলায় তাকে হত্যা করা হয়েছে। প্রায় দুই মাস যুদ্ধবিরতি চলার পর, গত ১৮ মার্চ ইসরায়েল নতুন করে সামরিক অভিযান শুরু করে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কৃত দক্ষিণ আফ্রিকার দূতকে দেশে বীরের সংবর্ধনা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের আদেশে বহিষ্কৃত দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূত ইব্রাহিম রাসুল নিজ দেশে ফিরে বিশাল সংবর্ধনার সম্মুখীন হয়েছেন। গত রোবব-ার কেপটাউন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে তাঁকে স্বাগত জানাতে বিপুলসংখ্যক সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ী উপস্থিত হন। বিমানবন্দরে জমায়েত হওয়া মানুষের ভালোবাসায় আপ্লুত রাসুল বলেন, 'অবাঞ্ছিত ঘোষণা করাটা অপমানজনক। তবে আপনাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা এটিকে সম্মানের প্রতীকে পরিণত করেছে।' তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী রসিদা, যাঁর প্রতিও বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিন ও ইরানকে সমর্থন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই ট্রাম্প প্রশাসন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়। গত মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য মার্কিন তহবিল বন্ধের নির্বাহী আদেশ জারি করেন ট্রাম্প। এর পরপরই ইব্রাহিম রাসুলকে 'অবাঞ্ছিত ব্যক্তি' ঘোষণা করে তাঁর কূটনৈতিক সুবিধা বাতিল করা হয় এবং দেশত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। এক সপ্তাহ আগে বহিষ্কৃত হওয়ার পর এই প্রথমবার প্রকাশ্যে বক্তব্য রাখলেন রাসুল। তিনি বলেন, 'আমরা নিজের ইচ্ছায় দেশে ফিরিনি, কিন্তু দেশে ফেরার কোনো অনুশোচনা নেই।' তিনি আরও জানান, দক্ষিণ আফ্রিকার উচিত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখা। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ এনে মামলা করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। এতে আরও ১০টির বেশি দেশ সমর্থন দেয়। এই পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রের অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে 'শ্বেতাঙ্গবিরোধী নীতি অনুসরণ' এবং 'হামাস ও ইরানকে সহায়তা' দেওয়ার অভিযোগ তোলে যুক্তরাষ্ট্র। ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় রাসুল বলেন, 'আমরা এখানে আমেরিকার বিরুদ্ধে কথা বলতে আসিনি। বরং আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সমাধানে আগ্রহী।'

বিনোদন

দুই দশক পর বিটিভিতে ফিরেছেন বেবী নাজনীন

বিনোদন ডেস্ক : দুই দশক পর বিটিভি প্রাঙ্গনে দেখা মিলল নন্দিত কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীনের। ঈদের একক সংগীতানুষ্ঠনের জন্য শুকবার রাষ্ট্রীয় এই টিভি চ্যানেলে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এদিন সন্ধ্যা থেকে শনিবার ভোর ৪টা পর্যন্ত রেকর্ড করা হয় 'প্রিয়তম একটু শোনো' শিরেনামে একক সংগীতানুষ্ঠানের ৮টি গান। সে তালিকায় রয়েছে দেশজুড়ে আলোড়ন তোলা গান 'দু' চোখে ঘুম আসেনা', 'কাল সারারাত', 'মধুচন্দ্রিমা এই রাতে', 'সারা বাংলায় খুঁজি তোমারে', 'দারুণও বরষায় নদী', 'প্রিয়তম একটু শোনা' ও 'বন্ধু তুমি কই'। এর পাশাপাশি রেকর্ড করা হয় 'খোলা হাটের বালুচরে' শিরোনামে একটি আঞ্চলিক বিয়ের গান। অনুষ্ঠানে বৈচিত্র আনতে কবিরুল ইসলাম রতনের পরিচালনায় তিনটি গানে আলাদা ভাবে কোরিওগ্রাফি করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটির নির্বাহী প্রযোজনের দায়িত্বে ছিলেন আফরোজা সুলতানা। এ আয়োজন নিয়ে শিল্পী বেবী নাজনীন বলেন, 'ঈদ উৎসবকে আনন্দময় করে তুলতেই দর্শক-শ্রোতার প্রিয় কিছু গান দিয়ে অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়েছে। নির্মাণেও আছে নান্দনিকতার ছাপ। সবমিলিয়ে অনুষ্ঠানটি অনেকের ভালো লাগবে বলেই আশা করছি।' দুই দশক পর বিটিভিতে ফেরা নিয়ে এই শিল্পী আরও বলেন, 'বিটিভি শুধু রাষ্ট্রীয় টিভি চ্যানেলেই নয়, সেই সঙ্গে বহু শিল্পী ও তারকার আতুঁরঘর। দশকের পর দশক পেরিয়ে গেছে, তারপরও যেখানে গান গাওয়া যেভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে, তার ইতি টানা প্রয়োজন মনে করেননি কেউ। রাজনৈতিক কারণে শিল্পীদের অদৃশ্য এক কালো তালিকা তৈরি করে সেখানে একরকম প্রবেশ নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। একজন শিল্পী হিসবে জাতীয় গণমাধ্যমে গাইতে না পারা কষ্ট কেমন, তা গত দুই দশক ধরে তা উপলব্ধি করেছি। অবশেষে রাজনৈকিত পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিটিভিতে ফিরে আসা। এই ফেরা অন্যরকম এক ভালো লাগার।

তামিম ইকবালের সুস্থতা কামনা করে শাকিব খানের প্রার্থনা

বিনোদন ডেস্ক : ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ক্রিকেটার তামিম ইকবাল। অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় তাকে লাইফ সাপোর্টে নেয়া হয়েছে। এখন ডাক্তাররা জানিয়েছেন অবস্থা একটু উন্নতির দিকে। রাজধানীর অদূরে বিকেএসপিতে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ খেলা চলা কালে গতকাল সোমবার বুকে তীব্র ব্যথা অনুভব করেন তিনি। সেসময় দ্রুতই তাকে বিকেএসপির পাশে ফজিলাতুন্নেছা হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানান, ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তার। তামিম ইকবালের অসুস্থতার খবর সারাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে বিষাদ নামিয়েছে। সবাই প্রিয় ক্রিকেটারের জন্য দোয়া চাইছেন, দোয়া করছেন। ঢালিউড তারকা শাকিব খানও ফেসবুকে তামিমের সুস্থতা কামনা করেছেন। তিনি লেখেন, 'বাংলাদেশ ক্রিকেটের গর্ব তামিম ইকবালের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। প্রার্থনা করি, আল্লাহ তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে আনুন।'

বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠে মোহামেডানের হয়ে শাইনপুকুরের বিপক্ষে খেলতে নেমেছিলেন তামিম। অধিনায়ক হিসেবে টসেও অংশ নেন তিনি। এরপর হঠাৎ বুকে ব্যথা অনুভব করায় তামিমকে নেয়া হয় হাসপাতালে। এরই মধ্যে তামিমের স্ত্রী আয়েশা সিদ্দিকা, বড় ভাই ও সাবেক ক্রিকেটার নাফীস ইকবালসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা হাসপাতালে পৌঁছেছেন।

প্রাক্তন প্রেমিকা সেলেনার কাছে বিবারের ক্ষমা প্রার্থন

বিনোদন ডেস্ক : মার্কিন সংগীতশিল্পী ও অভিনেত্রী সেলেনা গোমেজের নতুন অ্যালবাম 'আই সেইড আই লাভ ইউ ফার্স্ট' প্রকাশের পর থেকে ভক্তদের মধ্যে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা-কল্পনা। এক সময়ের আলোচিত প্রেমিক কানাডিয়ান পপ তারকা জাস্টিন বিবারের সঙ্গে দীর্ঘ আট বছরের সম্পর্কের পর বিচ্ছেদ ঘটে সেলেনার। বিচ্ছেদের পর দুজনই আলাদা জীবন শুরু করলেও গায়িকার নতুন গানে তার প্রাক্তন প্রেমিকের প্রসঙ্গ উঠে আসায় ভক্তদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, এই গান কি বিবারকে উদ্দেশ্য করেই লেখা? এই গানটি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে এর আবেগপূর্ণ কথার জন্য। সেলেনা গোমেজ তার গানে প্রাক্তন প্রেমিকের স্বপ্নে এসে ক্ষমা চাওয়ার প্রসঙ্গ এনেছেন, যা অনেক শ্রোতাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে যে তিনি হয়তো বিবারকেই ইঙ্গিত করছেন। প্রকাশিত গানের প্রি-কোরাসে গায়িকা গেয়েছেন, তোমার কথা ভাবি না, তোমাকে ছাড়া সুখী আছি এখন, আগের চেয়ে অনেক বেশি। এদিকে গানটির কোরাসে তিনি গেয়েছেন, কিন্তু আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম, যেখানে তুমি বলেছিলে দুঃখিত যা কিছু ঘটিয়েছ, যা কিছু আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছ তার জন্য দুঃখিত। গানের এই কথাগুলো মানসিক মুক্তির এক মুহূর্ত বর্ণনা করে, যদিও তা ঘটে শুধুই স্বপ্নের মাধ্যমে। এদিকে ভক্তরা যখন এই গানের অর্থ বিশ্লেষণ নিয়ে ব্যস্ত, সেলিনা তখন বেনি ব্লাঙ্কোর সঙ্গে বর্তমান সম্পর্ক এবং বাগদত্তা নিয়ে মনোযোগী। তাদের এই যৌথ অ্যালবামটি শুধু অতীত অভিজ্ঞতাই নয় বরং তাদের প্রেমের গল্পও তুলে ধরেছে। মার্কিন এক গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, ব্লাঙ্কো সেলিনাকে তার সৃজনশীল প্রক্রিয়ার পুরো সময়ে সহায়তা করেছেন এবং তাদের কাজের আরামদায়ক পরিবেশেই এই অ্যালবামটি স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠেছে। এতে তাদের একে অপরের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগের জীবন, প্রেমে পড়ার মুহূর্ত এবং ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার গল্প ফুটে উঠেছে। অ্যালবামটি ২১ মার্চ মুক্তির আগে গায়িকা তার অতীত সম্পর্ক নিয়ে গুজব হওয়ার সম্ভাবনা আঁচ করতে পেরেছিলেন।

অনুশোচনা করতে নারাজ নুসরাত ফারিয়া

বিনোদন ডেস্ক : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বায়োপিক 'মুজিব: একটি জাতির রূপকার'-এ শেখ হাসিনার চরিত্রে অভিনয় করেন চিত্রনায়িকা নুসরাত ফারিয়া। সিনেমটিতে অভিনয়ের কিছুদিন পর এক সাক্ষাৎকারে এই অভিনেত্রী বলেছিলেন– "আমাদের প্রত্যেকটা বাঙালি মেয়ের মধ্যে একজন করে হাসিনা রয়েছেন।" গত ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ফারিয়ার পুরোনো এই মন্তব্য নিয়ে সামাজিক মাধ্যমগুলোতে সমালোচনা শুরু হয়, তোপের মুখে পড়েন ফারিয়া। এতদিন চুপ থাকলেও বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন এই নায়িকা। সম্প্রতি একটি পডকাস্টে অতিথি হিসিবে উপস্থিত হন নুসরাত ফারিয়া। এ আলাপচারিতায় তার কাছে জানতে চাওয়া হয়? শেখ হাসিনা চরিত্রে অভিনয়ের কারণে অনুশোচনায় ভোগেন কিনা? উত্তরে ফারিয়া বলেন, "আমি বলতে চাই, এখানে অনুশোচনার মতো কিছু নেই। আমরা শিল্পীরা ভোর সাড়ে ৫টায় ঘুম থেকে উঠে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করি। এর পেছনে অনেক শারীরিক পরিশ্রম হয়। বিশেষ করে এই সিনেমার জন্য ২০১৯ থেকে ২০২৩ সাল, এই পাঁচ বছর একই লুকে নিজেকে মেইনটেইন করেছি।" ব্যাখ্যা করে নুসরাত ফারিয়া বলেন, "এই দীর্ঘ সময় চুলে কোনো রং করিনি, কালো চুল নিয়ে ঘুরেছি চরিত্রটির জন্য। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শারীরিক ওজনের মধ্যে থাকতে হয়েছে। আমি বলতে চাই, এই সিনেমার (মুজিব: একটি জাতির রূপকার) জন্য জীবনের ৫টি বছর দিয়েছি। এ কারণে সেই কাজটি নিয়ে যদি এখন অনুশোচনা করি, তাহলে তো আমার পেশাকেই অপমান করা হবে।" শেখ মুজিবের বায়োপিকে অভিনয় করার কারণে বিরূপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। এই ইঙ্গিত দিয়ে নুসরাত ফারিয়া বলেন, "সিনেমাটির জন্য যে পরিস্থিতি আমি পার করেছি বা এখনো করছি, তা আমার ভাগ্যে লেখা ছিল বলে মনে করি। এটা খণ্ডানোর ক্ষমতা ছিল না আমার। একটি দেশের সরকারি পর্যায় থেকে কখনো কাজের প্রস্তাব আসলে, তা নিজের খুব একটা পছন্দ না হলেও না করা যায় না।" ছাত্র আন্দোলনে তার ভূমিকা জানতে চাওয়া হলে নুসরাত ফারিয়া বলেন, "আমি তখন কানাডায় কিছু শো করতে গিয়েছিলাম। ভুল সবসময়ই ভুল। আমার কাছে মনে হয়েছে, তখন ছাত্রদের পক্ষে পোস্ট করেছি। আমার সোশ্যাল মিডিয়া ঘুরলে সেটি দেখতে পাবেন।"

হৃতিককে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করলেন নওয়াজউদ্দিন

বিনোদন ডেস্ক : বলি অভিনেতা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী তার অভিনয় দক্ষতায় মন জয় করে নিয়েছেন দর্শকদের। একের পর এক ছবি, ওয়েব সিরিজে তার চরিত্রকে দর্শকদের কাছে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছে যা অনুরাগীদের মনে পাকাপাকিভাবে জায়গা করে নিয়েছে। 'গ্যাংস অফ ওয়াসেপুর', 'বদলাপুর', রমন রাঘব ২.০' এর মতো জনপ্রিয় ছবিতে নওয়াজের অভিনয়ের তারিফ কুড়িয়েছে। অন্যদিকে 'স্যাক্রেড গেমস'-এর মতো ওয়েব সিরিজে তার কাজে মজেছেন দর্শক। নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী ভারতের অন্যতম সেরা অভিনেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তবে তার অসাধারণ প্রতিভার পরেও, তিনি প্রায়শই চেহারার কারণে বৈষম্যের সম্মুখীন হয়েছেন। পুরো ক্যারিয়ারজুড়ে ইন্ডাস্ট্রিতে অভিনেতার বিরুদ্ধে থাকা এ ধরনের পক্ষপাতিত্বের কথা খোলামেলাভাবে প্রকাশ করেছেন, যার মধ্যে একবার বলা হয়েছিল যে, তাক্তেঅভিনেত্মর মতো দেখায় না। সম্প্রতি এক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে নওয়াজ তা 'চেহারা' নিয়ে খানিক হতাশা প্রকাশ করেন। মজার ছলে বলেছেন, 'আরে ভাই, আমি কিছুতেই বুঝি না কেন আমাকে বলা হয় বলিউডের নায়ক হাসবে আমি অন্যরকম দেখতে? কোনদিক থেকে অন্যরকম? ভারতবর্ষের কোটি কোটি সাধারণ মানুষদের মতোই তো দেখতে আমি। আর পাঁচজন ভারতীয়র মতোই সাধারণ। বরং এই হিসেবে দেখতে গেলে, হৃতিক রোশনকেই আদতে অন্যরকম দেখতে!' এর পাশাপাশি তিনি আরও একটি ঘটনার কথা জানান। নওয়াজ জানিয়েছেন, একবার নিজেরই একটি ছবির সেটে প্রবেশ করতে গিয়ে সেটের নিরাপত্তারক্ষীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তিনি। কারণ তার চেহারা দেখতে যেরকম, নিরাপত্তারক্ষী তাকে অভিনেতা ভাবতেই পারেননি। যা তার সাধারণ চেহারা সম্পর্কে আরও একটি হাস্যকর উদাহরণ। অভিনেতার কথায়, "এটাই বরং ভালো। আমি জানি কীভাবে ভিড়ে মিশে যেতে হয়, আর সেটা যথেষ্ট উপভোগও করি। আমার ব্যক্তিত্ব এমনই। আর এই বিষয়টার সুবিধাও নিই…"। ফিল্মি ক্যারিয়ারে শুরুর দিকে নিজের চেহারার জন্য নানা মানুষের অপছন্দের শিকার হলেও, নওয়াজের সাফল্যই প্রমাণ করে যে প্রতিভাই আসল। সেটাই শেষ কথা বলে।

বয়স নিয়ে সমালোচনার জবাব দিলেন সালমান খান

বিনোদন ডেস্ক : লরেন্স বিষ্ণোইয়ের হত্যার হুমকি সত্ত্বেও বহু চড়াই-উতরাইয়ে শুটিং শেষে ঈদে মুক্তি পাচ্ছে 'সিকান্দার'। বলিউডের ভাইজানখ্যাত অভিনেতা সালমান খান সিকান্দার সিনেমার শুটিং চলাকালীন বিষ্ণোই গংদের হত্যার হুমকি পান। তা সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন স্থানে শুটিং করেন ভাইজান। এ নিয়ে ইতোমধ্যে দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে। কারণ লরেন্স বিষ্ণোইয়ের খুনের হুমকি সত্ত্বেও কখনো শুটিং বন্ধ রাখেননি সালমান। অবশেষে ঈদে মুক্তি পাচ্ছে 'সিকান্দার'। যেখানে তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন দক্ষিণী জনপ্রিয় অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানা। প্রথমবারের মতো জুটি বেঁধে পর্দায় কাজ করলেন এ দুই তারকা। সালমান খানের বয়স যেখানে ৫৯ বছর, সেখানে রাশমিকার বয়স মাত্র ২৮ বছর। ৩১ বছরের এই লম্বা বয়সের ফারাক বহু দর্শককে অস্বস্তিতে ফেলেছে। সিকান্দারের প্রথম ঝলক মুক্তির পর থেকেই নিন্দুকসহ নেটপাড়ার একটি বড় অংশ এ বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য শুরু করেছেন। কেউ কেউ তাদের জুটিকে অসম বলেও মন্তব্য করেন। সম্প্রতি 'সিকান্দার'-এর ঝলক মুক্তির অনুষ্ঠানেও বয়সের পার্থক্য নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন সালমান খান। যেখানে ভাইজানের জবাব শুনে হাসির রোল পড়ে যায় সামাজিক মাধ্যমে। মঞ্চে তখন 'সিকান্দার'-এর পরিচালক ও প্রযোজক থেকে শুরু করে ছবির কলাকুশলীরা দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যমণি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সালমান। পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন রাশমিকা। প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হতেই এক সাংবাদিক সালমানকে তার ও রাশমিকার বয়সের পার্থক্য নিয়ে প্রশ্ন করে বসেন। জবাবে মজার সুরে ভাইজান বলেন, যখন আমার সঙ্গে এই বয়সের পার্থক্য নিয়ে নায়িকার নিজের কোনো সমস্যা হচ্ছে না, তখন আপনার কেন এত সমস্যা হচ্ছে, বলুন তো? এরপর অভিনেতা বলেন, আর একটা কথা– যখন রাশমিকা বিয়ে করবে, তার সন্তান হবে, সেই মেয়ের বিপরীতেও আমি পর্দায় অভিনয় করব। আমি নিশ্চিত মেয়ের মায়ের অনুমতি পেয়ে যাব।

ঈদের বাজারে বিক্রি হচ্ছে ফুল বসানো মাথার ব্যান্ড। নিউমার্কেট, পাবনা।

সবজির ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় লোকসানে কৃষক

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি : মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলায় পড়ে গেছে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মূল্য। সেখানে ফসলের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় লোকসানে পড়েছেন কৃষকরা। কারো কারো সবজি নষ্ট হচ্ছে জমিতেই। সবজির সরবরাহ বেড়ে যাওয়ায় এর প্রভাব পড়েছে পাইকারি ও খুচরা বাজারে। ক্রেতারা ন্যূনতম স্বল্পমূল্যে সবজির স্বাদ নিতে পারছেন ঠিকই, কিন্তু এ অবস্থায় বিপাকে পড়েছেন উৎপাদনকারী কৃষকরা। জানা গেছে, কমলগঞ্জ উপজেলার মাধবপুর ইউনিয়নের পারুয়াবিল কৃষকরা মিষ্টিকুমড়া, লাউ, ফুলকপি, টমেটো, বেগুন, শসা ও মরিচসহ সবজি আবাদ করছেন। স্বল্প খরচে বেশি মুনাফা পাওয়ার আশা নিয়ে রোপণ করা সবজি এখন লোকসানে ফেলেছেন কৃষকদের। ফলে বাধ্য হয়ে এসব সবজি গরুকে খাওয়াচ্ছেন অথবা জমিতেই নষ্ট হচ্ছে। কমলগঞ্জ আদমপুর ইউনিয়নের কৃষক জয়নাল মিয়া বলেন, আমরা পারিবারিকভাবেই কৃষক। প্রতিবছরই চাষাবাদ করি। এবারের মতো ধরা আগে কখনো খায়নি। তিনি বলেন, গত বছর আড়াই কিয়ার (৭৫ শতাংশ) জায়গার মাঝে মিষ্টিকুমড়া চাষ করে ১০ লাখ টাকা আয় হয়েছে। এবছর আমার এই জায়গায় ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। বিক্রি করেছি এক লাখ টাকার মতো। ক্ষেতে আরও লাখ টাকার মিষ্টিকুমড়া আছে। কিন্তু এই লাভে কীভাবে চলবো। তাছাড়া একটি মিষ্টিকুমড়া বাজারে বিক্রি করতে গেলে ২৫-৫০ টাকা দাম পাই না কিন্তু কিনতে গেলে ৭০-৮০ টাকার নিচে কেনা যায় না। লাউয়ের দাম এত কম যে গরুকে খাওয়াতে হচ্ছে। আবার লাউ খেলে গরুর ঠান্ডা লেগে যায়। তাই জমিতেই লাউসহ বিভিন্ন সবজি নষ্ট হচ্ছে। এই ইউনিয়নের অপর কৃষক মুকেত মিয়া বলেন, প্রতিবছর শীতকালীন সবজির চাহিদা থাকে, দামও ভালো পেতাম। লাভের আশায় চলতি মৌসুমে অনেকেই সবজি চাষাবাদ করেছে। কিন্তু এ বছর নানা জাতের সবজিতে বাজার ভরে যাওয়ায় উৎপাদন ভালো হলেও মুনাফার অঙ্ক শূন্যের ঘরে। ভয়াবহ বন্যার কারণে আমাদের গতবারের ফলন খারাপ হয়েছে। এবার বাজারে দাম কম পাওয়ায় আমাদের সবজি জমিতেই নষ্ট হচ্ছে।

উত্তরবাগ গ্রামের ফটিক মিয়া নামের এক কৃষক ও পাইকারি বিক্রেতা বলেন, আমরা সবাই কৃষক। আমাদের কৃষিপণ্য সারা দেশে যায়। কিন্তু প্রতিদিন আমাদের লাখ লাখ টাকা লোকসান দিচ্ছি। আমরা মিষ্টিকুমড়া আড়তে বিক্রি করতে গেলে ৩০-৬০ টাকার বেশি দাম পাই না। আমরা চাই কৃষক তার ন্যায্যমূল্য পাক। সরকারের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা উচিত। কৃষক না বাঁচলে দেশ বাঁচবে না। সার ও কীটনাশকের দামও হু-হু করে বাড়ছে। কমলগঞ্জ পৌর এলাকার চনর মিয়া নামের এক ব্যবসায়ী বলেন, বাজারে দাম নেই, পাইকারী ব্যবসায়ীরাও আসছে না। তাই জমিতে নষ্ট হচ্ছে সবজি। এসব সবজি বিক্রি করে আমাদের পরিবহন ও শ্রমিক খরচও উঠছে না।

বিশেষ করে ঋণ নিয়ে সবজি আবাদকারী কৃষকরা বেশি হতাশ হয়ে পড়েছেন। কমলগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জয়েন্ত কুমার রায় বলেন, কমলগঞ্জে এবছর ১৭শ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন সবজির ফলন ভালো হয়েছে। বিশেষ করে উপজেলার মাধবপুর, আদমপুর, রানীবাজার, ইসলামপুর এলাকায় ফলন ভালো হয়েছে। তবে ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার বিষয়টি আমাদের জানা নেই। আমরা সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। এছাড়া মার্কেটের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেব যেন তারা ন্যায্যমূল্য পায় এবং ভোক্তাদেরও ক্ষতি না হয়।

দিঘলিয়ায় জামায়াতে ইসলামীর ইফতার মাহফিলে মাওলানা কবিরুল ইসলাম

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী খুলনা-৪ আসনের আগামী সংসদ নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থী খুলনা জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা কবিরুল ইসলাম বলেছেন, কুরআনের আইনে দেশ পরিচালিত হলে মানুষ প্রশান্তি লাভ করতে পারে। কুরআনের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হবে। অর্ধ জাহানের খলিফা ওমরের মত বিচার ব্যবস্থা আনতে হবে। আল্লাহকে রাজি খুশি রাখতে হবে। তাহলে সন্ত্রাসী দখলদারি চাঁদাবাজি লুটপাট ধর্ষণ থেকে যুবসমাজকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। কোরআনের ছোঁয়ায় দেশ ও যুব সমাজ পরিবর্তন হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন। দিঘলিয়া উপজেলার বারাকপুর ইউনিয়নের লাখোয়টি গ্রামে ইসলামী উলামা বিভাগ কর্তৃক ওলামা মাশায়েখদের নিয়ে আয়োজিত এ ইফতার মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন মাওলানা মনিরুল ইসলাম গাজীপুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা মুশফিকুর রহমান, দিঘলিয়া ইউনিয়ন আমীর মাওলানা দেলোয়ার হোসেন, শেখ রওশন আজাদ, বারাকপুর ইউনিয়ন আমীর শওকত আকবার, আব্দুর রহিম, ইসমাইল হোসেন, সাইফুল ইসলাম, আবু তাহের, তাজউদ্দীন প্রমূখ।

তজুমদ্দিনে প্রবাসীর বসত ঘরে চুরির পর আগুন

তজুমদ্দিন, ভোলা প্রতিনিধি : ভোলার তজুমদ্দিনে গভীর রাতে ওমান প্রবাসীর বসতঘরে চুরি করার পর আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। প্রবাসীর স্ত্রী সন্তানরা এসময় বাড়িতে ছিলেন না। ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই পুড়ে গেছে প্রায় বিশ লক্ষ টাকার মালামাল। উপজেলার শম্ভুপুর ৯নং ওয়ার্ডে চাপড়াশি বাড়ির পুল সংলগ্ন নোয়াবের বাড়িতে ওমান প্রবাসী ফয়সালের বসতঘরে এ ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত অনুমান ১টার দিকে ফয়সালের বসতঘরে আগুনের লেলিহান শিখা দেখে লোকজন ছোটাছুটি করে। একই সাথে পার্শ্ববর্তী মোফাজ্জল হোসেনের গরুর গোয়ালেও আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। প্রবাসীর স্ত্রী জাহিদা বেগম জানান, আমি ৩ সন্তান নিয়ে বাবার বাড়িতে রমজানের দাওয়াত খেতে যাই। গভীর রাতে পার্শ্ববর্তী আত্মীয় স্বজন ফোন করে জানায় সিদ কেটে ঘরে ঢুকে চুরি করার পর আগুন দিয়েছে অজ্ঞাত লোকেরা। ভোরে বাড়িতে এসে দেখি আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি। আমাদের ঘরে রাখা ১২ মন চাউল, ৫টি খাট, ৩টি আলমারি, ১টি ফ্রিজ ও ১টি গর্ভবতী ছাগল সহ প্রায় ২০ বিশ লক্ষ টাকার মালামাল শেষ হয়ে গেছে। তজুমদ্দিন ফায়ার সার্ভিসের টিম লিডার মোখলেছুর রহমান জানান রাত ২টায় শম্ভুপুর ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনি। ঘরসহ মালামাল পুড়ে গেছে। আগুন লাগার কারন জানা যায়নি। তজুমদ্দিন থানা অফিসার ইনচার্জ মোঃ মোহাব্বত খান জানান, সংবাদ পেয়ে সকালে ঘটনাস্থলে পুলিশের টিম পাঠানো হয়েছে। দোষীদের সনাক্ত করার চেস্টা চলছে। তবে কোন লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

রাজনগরে বিশ্ব যক্ষা দিবস পালিত

রাজনগর, মৌলভী বাজার প্রতিনিধি : সারা বিশ্বের ন্যায় রাজনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পালিত হয়েছে বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস। দিবসটি উপলক্ষ্যে হাসপাতাল চত্বর থেকে একটি র‍্যালি শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার হাসপাতাল সত্বর শেষ হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাবের সভাপতি আউয়াল কালাম বেগ। মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট ইপিআই প্রবাল চন্দ্র দাশ, স্বাস্থ্য পরিদর্শক ইনচার্জ মোঃ জয়নাল আবেদীন, স্বাস্থ্য সহকারী সৌমিত্র কুমার শর্ম্মা, ক্যাশিয়ার রতন মনি দেব, প্রধান সহকারী, রঞ্জনা দেবী, নার্সিং সুপারভাইজার শেলী খানম, হীড প্রতিনিধি বিপুল গোয়ালা এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্সসহ অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ।

ঘোড়াঘাটে রাবার ড্রাম স্থাপনের দাবি এলাকাবাসীর

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলার তিরমোহনী ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় রাবার ড্রাম স্থাপনের দাবী জানিয়েছে স্থানীয় এলাকাবাসী। পরিকল্পিতভাবে রাবার ড্রাম স্থাপন করা হলে কৃষি ফসল উৎপাদন ও মাছ চাষের সুযোগ পাবে এলাকার কৃষক ও মৎস জীবিরা। এটি কৃষি ও পরিবেশের জন্য উপকারী হবে। তাই এলাকাবাসীর দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন তারা। বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত পানি প্রবাহের কারণে এই এলাকার নিচু জমি প্লাবিত হয়, যা কৃষি উৎপাদনে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এছাড়া, পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের অভাবে আশপাশের গ্রামগুলোতে জলাবদ্ধতা তৈরি হয়, যা স্থানীয়দের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রতি বছর বর্ষায় ফসল ডুবে যায়। রাবার ড্রাম থাকলে অতিরিক্ত পানি সংরক্ষণ করতে পারবে এবং সেচের সুবিধাও পাবে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কামনা করেছেন এলাকাবাসী। দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলা, নবাবগঞ্জ উপজেলা ও পার্শ্ববর্তী রংপুরের পীরগঞ্জ ও মিঠাপুকুর উপজেলা ঘেষে বয়ে গেছে এই করতোয়া নদী। খনন আর সংস্কারের অভাবে নদীর প্রবাহমান স্তর অনেকটা কমে গেছে। বর্ষা মৌসুমে বন্যার পানিতে নদীটি ভরে যায়। এর কারনে নদীর তীর সংলগ্ন শত শত বিঘা কৃষি জমির ফসল পানিতে নষ্ট হয়ে যায়। আবার বর্ষা মৌসুম শেষে শুকনো মৌসুম আসলে দুই ধারের কৃষি জমিগুলো আবাদের উপযোগী হয়ে পড়ে। উৎপাদনের সাথে জড়িত থাকা কৃষকেরা জানান, ত্রিমোহনী ঘাট সংলগ্ন করতোয়া নদীতে রাবার ড্রাম স্থাপন করা হলে বর্ষা মৌসুমের পানি ধরে রেখে ওই পানি দিয়ে শুকনো মৌসুমে রবি ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হবে। অপরদিকে দৃষ্টিনন্দন এই ত্রিমোহনী ঘাট সংলগ্ন করতোয়া নদীতে সেতুটি ভ্রমণ পিপাসুদের দর্শনীয় স্থান হিসেবে চিহ্নিত হবে। বাংলাদেশ পানি উন্নযন বোর্ড বা "পাউবোচ্র তথ্য মতে, করতোয়া নদী মহাস্থানগড়ের কাছে রাজশাহী বিভাগ সহ রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, গাইবান্ধা জেলা উৎস দেওনাই-চাড়ালকাটা-যমুনেশ্বরী নদী মোহনা বাঙালি নদী দৈর্ঘ্য ১২২ কিলোমিটার (৭৬ মাইল) করতোয়া নদী বা করতোয়া নিম্ন নদী বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও গাইবান্ধা জেলার একটি নদী। নদীটির দৈর্ঘ্য ১২২ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ১৪৪ মিটার এবং নদীটির প্রকৃতি সর্পিলাকার। বন্যাপ্রবণ নদীটির প্রবাহের প্রকৃতি বারোমাসি এবং নদীতে জোয়ারভাটার প্রভাব নেই। বাংলাদেশ পানি উন্নযন বোর্ড বা "পাউবোচ কর্তৃক করতোয়া নদীর প্রদত্ত পরিচিতি নম্বর (উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের) ১৪। করতোয়া নিম্ন নদীটি রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার মিলনপুর ইউনিযনে প্রবহমান দেওনাই-চাড়ালকাটা-যমুনেশ্বরী নদী থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে।

কাপ্তাই হ্রদে জাল ফেলে মাছ ধরছেন জেলেরা। ডিসি বাংলো এলাকা, রাঙামাটি।

শার্শায় প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে যুবক আটক

বেনাপোল, যশোর প্রতিনিধি : যশোরের শার্শায় প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে আল আমিন (৩২) নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গত রোববার দুপুরে তাকে যশোর আদালতে সোর্পদ করা হয়েছে। নিজবাড়ি থেকে তাকে আটক করে পুলিশ। আটক আল আমিন উপজেলার লক্ষনপুর গ্রামের মৃত সলেমান মন্ডলের ছেলে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী ওই নারীর শ্বশুর আবুল কাশেম বাদী হয়ে শার্শা থানায় একটি মামলা করেন। বাদী মামলায় উল্লেখ করেছেন, তার ছেলে বিদেশে থাকেন। পুত্রবধু তার দুই সন–ান নিয়ে উপজেলার খামারপাড়া গ্রামের নিজ বাড়িতে বসবাস করেন। আসামি আল আমিন বাদীর ছেলের বন্ধু। তার পুত্রবধুর সাথে দেবর ভাবি সম্পর্ক। প্রায় তার বাড়িতে যাতায়াত করতেন আল আমিন। তার পুত্রবধুর কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা ধার নেন আল আমিন। ওই টাকা ফেরত দিতে গত ১৯ মার্চ রাত ১০ টার দিকে তাদের বাড়িতে আসেন আল আমিন। এক পর্যায়ে আল আমিন তার পুত্রবধুর মুখ চেপে ধরে ধর্ষণ করে। এসময় তার পুত্রবধুর চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে আসলে পালিয়ে যায় আল আমিন। পরে ভুক্তভোগীর শ্বশুর আবুল কাশেম বাদী হয়ে থানায় একটি মামলা করেন। এরপর গতকাল রাতে তাকে আটক করে। এ বিষয়ে শার্শা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল ইসলাম বলেন, প্রাথমিক তদনে– ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে। আসামিকে আটক করে যশোর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। একই সাথে ভুক্তভোগী নারীকেও আদালতে পাঠানো হয়। তিনি আদালতে বিচারকের কাছে জবানবন্দি দিয়েছেন।

ঈদে ৯ দিন বন্ধ থাকবে বেনাপোল বন্দরে আমদানি-রপ্তানি

বেনাপোল, যশোর প্রতিনিধি : পবিত্র ঈদুল ফিতর ও সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে টানা বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে টানা ৯ দিন বন্ধ থাকবে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য। এরমধ্যে ২৯ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল- এই আটদিন আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকবে। তবে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকলেও দু-দেশের মধ্যে পাসপোর্ট যাত্রী যাতায়াত অন্যান্য দিনের মতোই স্বাভাবিক থাকবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস নীতি) মুকিতুল ইসলাম এক পত্রে এ তথ্য জানান। পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, টানা ৯ দিন কাস্টমস ও বন্দর বন্ধ থাকার কথা থাকলে (ঈদের দিন ছাড়া) সরকারি ও সাপ্তাহিক ছুটির দিন আমদানি-রপ্তানি সংক্রান– কার্যক্রম সীমিত আকারে চলমান রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যদিও চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসে এই নির্দেশনা মেনে চলা হলেও বেনাপোলসহ অন্যান্য কাস্টমস হাউজে তা পালন করা হয় না, এবং এসব স্থানে বন্দরের কার্যক্রম বন্ধ থাকে কারণ বন্দরের ব্যবহারকারীরা ছুটিতে চলে যান। বেনাপোল বন্দরের আমদানি-রপ্তানিকারক সমিতির সভাপতি আলহাজ মহসিন মিলন জানান, আগামী ২৭ মার্চ বিকাল থেকে বেনাপোল-পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে দু-দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাবে। কাস্টমস ও বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিজ নিজ বাড়িতে ঈদ উদযাপন করতে দেশের বাড়িতে যাবেন। এছাড়াও অনেক আমদানিকারক ঈদের ছুটিতে পরিবার পরিজন নিয়ে দেশের বাড়িতে যাবেন। তারা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ফিরে না আসা পর্যন– কোনো পণ্যও খালাস নিবেন না। ৬ এপ্রিল থেকে পুনরায় বন্দর ও কাস্টমসের কার্যক্রম সচল হবে। তিনি আরও বলেন, লম্বা ছুটির কারণে সীমানে–র দুই পাশের বন্দরে ট্রাকজট আরো বাড়বে বলে আশঙ্কা করছেন বন্দর ব্যবহারকারীরা। এছাড়া বিভিন্ন শিল্প কলকারখানা ও গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিজে কাঁচামালের সংকট দেখা দিতে পারে এবং উৎপাদন ব্যাহত হবে যা ব্যবসায়ীদের জন্য ক্ষতি। বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইব্রাহিম আহম্মেদ জানান, ঈদুল ফিতরের ছুটির কারণে বেনাপোল বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকলেও স্বাভাবিক থাকবে পাসপোর্টধারী যাত্রীদের যাতায়াত।

কাহারোলে বিনামূল্যে আউশ ধানের বীজ ও সার বিতরণ

কাহারোল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলায় কৃষি সম্প্রাসরণ অধিদপ্তরের আয়োজনে কৃষি ভবন চত্বরে দুপুর ১২ টায় চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে খরিপ-১ মৌসুমে কৃষি প্রণোদণার আওতায় আউশ ধান ও গ্রীষ্মকালীন মগ ডাল এর আবাদ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে আউশ ধানের বীজ ও সার বিনামূল্যে বিতরণ করেন, কাহারোল উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আমিনুল ইসলাম ও কাহারোল উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মল্লিকা রানী সেহানবীশ এবং জেলা পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা অসীম কুমার মালাকার, কাহারোল উপজেলা পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আশরাফ আলী। ৪শত জন কৃষকের মাঝে ১০ ডি, এপি সার, ১০ কেজি এমওপি ও ৫ কেজি ধানের বীজ দেওয়া হয়।

মশার কামড়ে অতিষ্ঠ কালীগঞ্জ পৌরবাসী

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : প্রথম শ্রেনিরভুক্ত কালীগঞ্জ পৌরসভা এলাকায়মশা নিধনে কোনো পদক্ষেপ না নেয়ার কারণে দিন দিন বেড়েই চলেছে মশার উৎপাত। এতে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত নানা রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে পৌরবাসী। স্থানীয়দের অভিযোগ মশার উৎপাতে অস্থির অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে পৌরজীবনে। বাসা-বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, অফিসসহ বিভিন্ন স্থানে মশার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাচ্ছে না মানুষ কিংবা পশুপাখি কেউই। মশার কয়েল, স্প্রে সব কিছুই মশার কাছে হার মানছে। পৌরসভা সূত্রে জানা যায়, গত ২০২৩- ২৪ অর্থ বছরে ডেঙ্গু ও করোনা প্রতিরোধ বাবদ ৪ লাখ ৩৭ হাজার টাকা বাজেট ছিল। বর্তমানে এ খাতে পৌরসভার কোন অর্থ বরাদ্দ নাই। পৌরসভার মশা নিধনের জন্য ৩ টি ফগার মেশিন থাকলেও সচল আছে ২ টি। পৌরসভার নালা নর্দমায় অপরিষ্কার পানি জমে থাকা, নিয়মিত পরিষ্কার না করা এবং যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলার কারণে মশা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন পৌরবাসী।

কাহারোলে পাট চাষীদের পাট বীজ ও সার বিতরণ

পাকুন্দিয়ায় ছাত্রদল সভাপতিকে কুপিয়ে জখম

পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় মাদক ব্যবসায় বাধা দেওয়ায় ছাত্রদল সভাপতি মির্জা হায়দার সিয়ামকে (২৮) কুপিয়ে জখম করেছে এক মাদক ব্যবসায়ী। উপজেলার শিমুলিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সিয়াম উপজেলার পুলেরঘাট আঞ্চলিক শাখা ছাত্রদলের সভাপতি। তিনি ওই গ্রামের অ্যাডভোকেট মোখলেছুর রহমানের ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার শিমুলিয়া গ্রামের শফিকের ছেলে শিহাব (২৫) এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে মাদক সেবন ও ব্যবসা করে আসছে। বিষয়টি জানতে পেরে সিয়াম মাদক ব্যবসা পরিচালনায় বাধা দেয় এবং প্রশাসনকে বিষয়টি অবগত করে। পরে শিহাব পুলিশের হাতে আটক হয়ে কিছুদিন কারা ভোগের পর জামিনে মুক্ত হয়ে আসে। এর জেরে গত রোববার সন্ধ্যায় ছুরি ও চাপাতি নিয়ে সিয়ামের বাড়িতে গিয়ে তাকে এলোপাতারী কুপিয়ে জখম করে। এ সময় তার ডাকচিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে তাকে প্রাণে রক্ষা করে। পরে স্থানীয় লোকজন শিহাবকে আটক করে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে শিহাবকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। পরে স্থানীয় লোকজন সিয়ামকে উদ্ধার করে পাকুন্দিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করে। খবর পেয়ে উপজেলা বিএনপির আহবায়ক ও কিশোরগঞ্জ জেলা জর্জ কোর্টের পিপি অ্যাডভোকেট মো. জালাল উদ্দিন, যুগ্ম আহবায়ক আতিকুর রহমান মাসুদ, পৌর বিএনপির সভাপতি এসএএম মিনহাজ উদ্দিন, উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক মাজহারুল হক উজ্জল ও সদস্য সচিব শাহীন আলম জনীসহ বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী আহত সিয়ামকে দেখতে হাসপাতালে ছুটে যান। এ ব্যাপারে পাকুন্দিয়া থানার অফিসার (ওসি) সাখাওয়াৎ হোসেন বলেন, অভিযুক্ত শিহাবকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মামলা প্রক্রিয়াধীন।

সাতক্ষীরায় যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : সাতক্ষীরার শ্যামনগরে নদীর চরে গাছ থেকে ইয়াছিন গাজী (৪০) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করেছে শ্যামনগর থানা পুলিশ। দিকে উপজেলার কালিঞ্চী এলাকার মাদার নদীর চর থেকে উক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। ইয়াছিন পার্শ্ববর্তী কৈখালী ইউনিয়নের জয়াখালী গ্রামের মৃত জবেদ আলীর ছেলে। তিনি ইটভাটায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শ্যামনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ হুমায়ুন কবির মোল্লা। স্থানীয় ফারুক হোসেনসহ অনেকেই জানান, দুই দিন আগে ইটভাটা থেকে ইয়াছিন বাড়িতে ফিরে আসে।

পবিত্র ঈদুল ফিতরের আগে ঈদগাহে রং করাসহ সাজসজ্জার কাজে ব্যস্ত শ্রমিকেরা। শেখপাড়া, রংপুর।

পর্যটকদের নিরাপত্তায় শ্রীমঙ্গলে ১২৭টি সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন

শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার প্রতিনিধি : মৌলভীবাজার জেলার পর্যটন শিল্পকে বিকশিত করার লক্ষ্যে ও পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য শ্রীমঙ্গল উপজেলায় ৯ কিলোমিটার সড়কে ১২৭ টি সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন কাজ শুরু হয়েছে। শ্রীমঙ্গলের উপজেলা প্রকৌশলী মো. ইউসুফ হোসেন খান জানান, শ্রীমঙ্গলের রাধানগর এলাকার মাল্টিপারপাস সেন্টার থেকে গ্র্যান্ড সুলতান টি রিসোর্ট মোড় হয়ে রাধানগর সড়ক (জেরিন রোড) ধরে জেরিন চা বাগান মোড় (জেরিন পয়েন্ট) পর্যন্ত এলজিইডি'র রাস্তায় ৫৬টি এবং কালীঘাট ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সের সামনে থেকে ফুলছড়া চা বাগান মোড় হয়ে রামনগরের রাস্তা ধরে জালালাবাদ গ্যাস ভবন পর্যন্ত এলজিইডি'র রাস্তায় ৭১ টি সোলার স্ট্রীট লাইট স্থাপন করা হচ্ছে। সুত্র জানায়, জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৪০ লাখ ২২ হাজার ৩৪৬ টাকা ব্যয়ে এবং উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের (ইউজিডিপি) আওতায় এসব স্ট্রীট লাইট স্থাপন করা হচ্ছে। আগামী এক মাসের মধ্যে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মাথাভাঙ্গা ভৈরব উচ্চ বিদ্যালয়ের কমিটির গঠন

হোমনা, কুমিল্লা প্রতিনিধি : কুমিল-ার হোমনা উপজেলার প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাথাভাঙা ভৈরব উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির এডহক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড কুমিল-ার বিদ্যালয় পরিদর্শকের স্বাক্ষরে সহকারী অধ্যাপক রাশিদা আক্তারকে সভাপতি করে ছয় মাসের জন্য এই কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়। তিনি মরহুম মুন্সী আবুল কাশেম ও আমেনা বেগম দম্পতির কন্যা এবং হোমনা কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) নজরুল ইসলামের সহধর্মিণী। রাশিদা আক্তার বিএনপি নেতা মরহুম আব্দুল মতিন মুন্সী ও বিএনপি নেতা সোহরাব হোসেন নিলু মুন্সীর ভাতিজি। রাশিদা আক্তার ইডেন মহিলা কলেজ থেকে এমএসসি (ম্যাথমেটিক্স) পাশ করে দাউদকান্দি উপজেলার পিপইয়াকান্দি আলিম মাদ্রাসায় সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত আছেন। আট ভাই বোনের মধ্যে রাশিদা আক্তার চতুর্থ। বড় ভাই মুন্সী বাদল জার্মান প্রবাসী, মেঝো ভাই মুন্সী আলমগীর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী (সৌদি প্রবাসী), ছোট ভাই মুন্সী জাহাঙ্গীর আলম সুইজারল্যান্ড প্রবাসী। মুন্সী পরিবার দীর্ঘকাল যাবত এ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিসহ অন্যান্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের পরিবার মাথাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের জায়গা, চক্ষু হাসপাতাল, কৃষি ইন্সটিটিউট, মুন্সীর হাট বাজারের জায়গা দানসহ নানা উন্নয়নমূলক কাজে অবদান রেখে চলছেন।

কুড়িগ্রাম চরের কৃষক পরিবারের মাঝে ইএসডিও'র চেক বিতরণ

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামে চরের কৃষক পরিবারকে পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় কৃষি সেবা ও কৃষিপণ্য বিপনন কেন্দ্রে দেড় লক্ষ টাকার একটি চেক বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের উদ্যোগে ইএসডিও'র বাস্তবায়নে এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার সিনিয়র মৎস অফিসারের কার্যালয়ে একটি পরিবারের মাঝে এ চেক প্রদান করা হয়। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে সদর উপজেলার সিনিয়র উপজেলা মৎস কর্মকর্তা ইসমত আরা যাত্রাপুর ইউনিয়নের চর ভোগবতীপুর এলাকার কৃষি সেবা ও কৃষিপণ্য বিপনন কেন্দ্রের কৃষক পরিবারকে দেড় লক্ষ টাকার চেক বিতরণ করেন।

রোগী আছে ডাক্তার নেই

হাওর অঞ্চল, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি শতাধিক বছরের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। উপজেলাটি ১টি পৌরসভা ও ১১টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। এই উপজেলায় প্রায় ৩ লক্ষ মানুষের বসবাস। এই গুরুত্বপূর্ণ উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি যেখানে ডাক্তার থাকা দরকার ১৮-২০ জন। সেখানে ডাক্তার রয়েছে মাত্র ৫-৭ জন। বিভিন্ন ইউনিয়ন কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য সেবায় ভুগছে গরীব ও নিরীহ মানুষ জন। যেন বাজিতপুর স্বাস্থ্য সেবা একেবারে দুমড়ে মুচড়ে গেছে। প্রসূতি ও এনএসথেসিয়া বিভাগটি যেখানে রোগীর সংখ্যা গত ৬-৭ মাস আগেও ডাক্তারগণ ব্যস্ত ছিলেন সেখানে ডাক্তার নেই মানেই রোগীও নেই। সরকারি হাসপাতালে দিন দিন কমছে সরকারের রাজস্ব। ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু সেই পরিমাণমত নয় বলে রোগীদের অভিযোগ। এছাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে খাবারের মান একেবারেই নিম্ন মানের। রোগীদের এত ভীড় থাকা সত্ত্বেও ডাক্তার সংকট থাকার কারণে সেবিকারা এমবিবিএস ডাক্তারের দায়িত্ব পালন করছেন। যেন স্বাস্থ্য সেবায় জড়জড়িত। কিছু হলেই একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডাক্তারগণ রোগীদেরকে পাঠিয়ে দেন সেখানে। গুঞ্জন উঠেছে, কমিশনের জন্য ডাক্তাররা ঐ হাসপাতালের রোগীদের পাঠান বলে অভিযোগ উঠেছে। এই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি গত কয়েক মাস আগে জাতীয় পর্যায়ে চতুর্থ অবস্থানে ছিল। বর্তমানে স্বাস্থ্য সেবায় নিম্ন মানের কারণে নাম্বার বিহীন হয়ে পড়েছে। রোগীদের অভিযোগ, প্রতিদিনই এক জন ডাক্তার রোগীদের সেবা দিয়ে থাকেন। অন্যরা সেবা দিলেও ঐ ডাক্তারের মত নয় বলে তারা উল্লেখ করেন। বাজিতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা বলেন, তিনি নিজে এসে দেখেন ডাক্তার সংকট রয়েছে।

জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য মাঠ থেকে গাছের শুকনা অংশ নিয়ে যাচ্ছেন এক নারী। বাঁশবাড়িয়া, শাজাহানপুর, বগুড়া।

নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে সেমির টিকেট পেলো স্পেন

স্পোর্টস ডেস্ক : প্রথম লেগের ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের রটারডামে ২-২ গোলে ড্র করে এসেছিলো স্পেন। ঘরের মাঠে ভালো কিছুর প্রত্যাশায় মাঠে নেমেছিলো লামিনে ইয়ামালরা। কিন্তু এখানেও সেই সমতা। দুই দল মিলে ৬টি গোল দিলো। কিন্তু কেউ জিততে পারলো না। শেষ পর্যন্ত ১২০ মিনিটের খেলা শেষ ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। টাইব্রেকারে সাডেন ডেথে গিয়ে ডাচদের ৫-৪ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ইউরো চ্যাম্পিয়ন চ্যাম্পিয়ন স্পেন। সেমিফাইনালে তারা মুখোমুখি হবে কিলিয়ান এমবাপের ফ্রান্সের। স্পেনের হয়ে এই ম্যাচে জোড়া গোল করেন মিকেল ওইয়ারজাবাল, অন্য গোলটি করেন লামিনে ইয়ামাল। নেদারল্যান্ডসের হয়ে গোল করেন মেমফিস ডিপাই, পেনইয়ান মাতসেন ও জাভি সিমোন্স। টাইব্রেকারে স্পেন এবং নেদারল্যান্ডসের হয়ে প্রথম তিন শটেই গোল হয়েছে। স্পেনের হয়ে গোল করেন মিকেল মেরিনো, ফেরান তোরেস, অ্যালেক্সি গার্সিয়া। নেদারল্যান্ডসের হয়ে গোল করেন ভিরগিল ফন ডাইক, তেউন কুপমেইনার্স, জাভি সিমিওনে। চতুর্থ শটই মিস করেন স্পেনের লামিনে ইয়ামাল, নেদারল্যান্ডসের নোয়া ল্যাঙ। পঞ্চম শটে গোল করেন স্পেনের অ্যালেক্স বায়েনা ও নেদারল্যান্ডসের কেনেথ টেলর। ৬ষ্ঠ শটে গোল করেন স্পেনের পেদ্রি। নেদারল্যান্ডস ডেনিল মালেন শট মিস করেন।

মুম্বাইয়ের সাথে সহজ জয় পেলো চেন্নাই

স্পোর্টস ডেস্ক : সর্বশেষ আসরে পয়েন্ট টেবিলে সবার নিচে, ১০ নম্বরে, থেকে আইপিএল শেষ করেছিল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। বেদনাতুর সেই স্মৃতি ভুলে নতুন আসরে ভালো কিছু করার প্রত্যয় নিয়ে চেন্নাই এসেছিলেন রোহিত শর্মা ও সূর্যকুমার যাদবরা। কিন্তু ২০২৫ আসরের নিজেদের প্রথম ম্যাচে ভক্তদের হতাশই করেছে মুম্বাই। চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে ৪ উইকেটে হেরে গেছেন রোহিতরা। ২০১২ সালের পর থেকেই হার দিয়ে আইপিএল শুরু করে আসছে মুম্বাই। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ৯ উইকেটে ১৫৫ রান করে মুম্বাই। জবাব দিতে নেমে রাচিন রাবিন্দ্রা ও অধিনায়ক ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের ফিফটিতে ৫ বল আগেই জয় পায় চেন্নাই। হারের দিনে এক রেকর্ড করেছে মুম্বাই। আইপিএলে ইতিহাসে এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি স্পিন বোলিং করেছে দলটি। চিপকের স্লো উইকেটে কম রানের পুঁজিতে চেন্নাইকে আটকাতে ১৪ ওভার স্পিন বল করেছে সূর্যকুমারের দল। স্বদেশি মিচেল স্যান্টনারের করা ইনিংসের শেষ ওভারের প্রথম বলে ছক্কা হাঁকিয়ে চেন্নাইয়ের জয় নিশ্চিত করেন নিউজিল্যান্ডের ব্যাটার রাবিন্দ্রা। ৪৫ বলে ৬৫ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। গায়কোয়াড় করেন ২৬ বলে ৫৩ রান। এর আগে মুম্বাইয়ের হয়ে সর্বোচ্চ ২৫ বলে ৩১ রান করেন তিলক ভার্মা। অধিনায়ক সূর্যকুমার ২৬ বলে ২৯, দিপক চাহার খেলেন দ্রুত গতির ১৫ বলে ২৮ রানের ইনিংস। বাকিদের কেউ ২০ রানের ঘরও স্পর্শ করতে পারেননি। চেন্নাইয়ের হয়ে ১৪ রানে ৪ উইকেট শিকার করেন আফগান রিস্টস্পিনার নুর আহমদ। ৩ উইকেট পান পেসার খলিল আহমেদ। মুম্বাইয়ের ভিনেশ পাথুর ৩ উইকেট দখলে নেন।

অধিনায়ক হওয়ার জন্য প্রস্তুত তাসকিন

স্পোর্টস ডেস্ক : বেশ আগেই টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে অধিনায়কত্ব ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। এরপরে বাংলাদেশ দলের পাকাপোক্ত টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক কাউকে বানানো হয়নি। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজে সিরিজে অধিনায়কত্ব সামলেছেন লিটন দাস। যেহেতু স্থায়ীভাবে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে কে অধিনায়ক হবেন তা এখনো ঘোষণা করা হয়নি তাই সেই সম্ভাব্য তালিকায় রয়েছেন তাসকিন আহমেদের নামও। বোর্ড চাইলে অধিনায়ক হতে রাজি আছেন জানিয়ে তাসকিন আহমেদ বলেন, ''এটা পুরোপুরি বোর্ডের কল, বোর্ড কাকে অধিনায়ক হিসেবে বিবেচনা করবে। দিনশেষে আমি খেলোয়াড়, নিজের খেলা উপভোগ করতে চাই। নিজের সেরাটা দিতে চাই। ম্যাচ জেতাতে পারলে এর চেয়ে বড় স্বস্তির কিছু নেই। বোর্ড যদি মনে করে তখন ভিন্ন ব্যাপার। হ্যাঁ, বোর্ড চাইলে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।'' আইপিএলে একটি দল যোগাযোগ করেছিলো তাসকিনের সাথে। সেই বিষয়ে তাসকিন বলেন, ''যোগাযোগ হয়েছিল যেটা মেগা নিলামে তো বাংলাদেশি কাউকে নেয়নি। বড় টুর্নামেন্ট, অনেককে বদলি খেলোয়াড় হিসেবে নিয়ে থাকে। এমনই লক্ষ্ণৌ যোগাযোগ করেছিল। এভেইলেবল আছি কি না, যদি বদলি প্রয়োজন হয় তারা চিন্তাভাবনা করেছিল তাই যোগাযোগ করছিল্ এনওসি পাব কি না যদি রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে ডাক আসে। যদি কারও কল আসে আশা করি এবার এনওসিও পাব।'' অনাপত্তিপত্র না পেয়ে আগে আইপিএল খেলতে পারেননি তাসকিন। তবে এইবার ডাক পেলে এই বিষয়ে কোনো সমস্যা হবেনা, জানালেন তাসকিন, ''ওদের প্রয়োজন হলে, এটাই তো প্রথম বিষয়। যদি প্রয়োজন আর আর ফিট থাকি তাহলে এনওসি চাওয়ার বিষয় থাকে। বোর্ডের সাথে কথা হয়েছে। যদি কেউ ডাক পাই এনওসির সমস্যা হওয়ার কথা না, যতটুকু কথা হয়েছে।''

ডেনমার্ককে হারিয়ে সেমিফাইনালে পর্তুগাল

স্পোর্টস ডেস্ক : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো খলনায়কই বনে যাচ্ছিলেন রীতিমতো। পেনাল্টি মিস করে দলকে সমতায় ফেরানোর সুযোগ নষ্ট করেছিলেন প্রথমার্ধে। তবে দ্বিতীয়ার্ধে গোল করে সে দুঃখ ভুলেছেন তিনি। তার দলও ৫-২ গোলে ডেনমার্ককে হারিয়ে উঠে গেছে উয়েফা নেশন্স লিগের সেমিফাইনালে। ম্যাচের ৩৮তম মিনিটে জোয়াকিম আন্দ্রেসেনের আত্মঘাতী গোলে পর্তুগাল এগিয়ে যায়। তার আগে পেনাল্টি মিস করে বসেন রোনাল্ডো। ম্যাচের ৬ মিনিটে তার দুর্বল শটটা ঠেকান ক্যাসপার শ্মাইখেল। ডেনিসরা ম্যাচে সমতা ফেরায় ৫৬তম মিনিটে। রাসমুস ক্রিস্টেনসেনের গোল ডেনমার্ককে সামগ্রিক লড়াইয়ে এগিয়েও দেয়। প্রথম লেগে রাসমুস হয়লুন্ডের গোলে ১-০ গোলের জয় পেয়েছিল ডেনিসরা।

৭২ মিনিটে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো পর্তুগালের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন। কিন্তু মাত্র চার মিনিট পরই ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেন গোল করে আবার সমতা ফেরান। পর্তুগালের খেলোয়াড়রা হাল ছাড়েনি। তারা আক্রমণ অব্যাহত রাখে এবং ৮৬তম মিনিটে ফ্রান্সিসকো ত্রিনকাও দলের তৃতীয় গোলটি করেন। প্রথম লেগে ডেনমার্ক ১-০ গোলে জয় পেয়েছিল। তাই পর্তুগালের জন্য এই ম্যাচ ছিল ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ। নির্ধারিত সময় শেষে ৩-২ গোলে এগিয়ে থাকা পর্তুগাল অতিরিক্ত সময়ে আরও দুটি গোল করে জয় নিশ্চিত করে। ৯১তম মিনিটে ত্রিনকাও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন, আর ১১৫তম মিনিটে গনসালো রামোস পর্তুগালের পঞ্চম গোলটি করেন। এই জয়ের ফলে পর্তুগাল জাতীয় দল উয়েফা নেশনস লিগের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে। সেখানে তারা জার্মানির মুখোমুখি হবে, যারা ইতালিকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছেছে। জার্মানি ইতালির সে ম্যাচেও হয়েছে গোলবন্যা। ৬ গোল দেখেছে ম্যাচটা, দুই দলই সমান তিনটি করে গোল করেছে। তবে আগের লেগে ২-১ গোলের জয় থাকায় এই ম্যাচে ড্রয়ের পর সামগ্রিক লড়াইয়ে ৫-৪ ব্যবধানের জয় নিয়ে সেমিফাইনালে চলে যায় জার্মানরা।

পেনাল্টিতে ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে সেমিতে ফ্রান্স

স্পোর্টস ডেস্ক : টাইব্রেকারে নির্ধারিত ৫টি শট শেষ। দুই দল তখন ৩-৩ সমতায়। এরপরই টাইব্রেকারে প্রবেশ করে সাডেন ডেথে। মিস করলেই শেষ, আর সুযোগ পাবে না। এমন পরিস্থিতিতে স্নায়ু ধরে রাখাই কঠিন। সেই কঠিন কাজটাই করলেন ফ্রান্স গোলরক্ষক মাইকমাইগনান। ক্রোয়েশিয়ান ফুটবলার ইয়োসিক স্টানিসিকের শট ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠেকিয়ে দিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই উল্লাসে মেতে ওঠে ফ্রান্স ফুটবলাররা, ৫-৪ গোলের ব্যবধানে জয়ে উয়েফা নেশন্স লিগের সেমিফাইনালে ওঠার আনন্দে। কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম ক্রোয়েশিয়ার মাঠে গিয়ে ২-০ ব্যবধানে হেরে এসেছিলো ফরাসিরা। ফিরতি লেগে অন্তত ৩ গোলের ব্যবধানে জিততে হবে সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের। রীতিমত অসাধ্য কাজ। তবুও ঘরের মাঠ স্টেডে ডি ফ্রান্সে স্বাগতিক সমর্থকরা আশায় বুক বেধে এসেছেন, কিলিয়ান এমবাপেরা যদি অসাধ্য সাধন করতে পারে! সেই অসাধ্য সাধন হয়েছে, তবে তা টাইব্রেকারের মাধ্যমে। তার আগে ২-০ গোলের জয় দিয়ে শেষ করেছিল ফ্রান্স। জিতলেও ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়ানোর কারণ, দুই লেগে দুই দলেরই গোল সমান ২-২।

যার ফলে ম্যাচ গড়িয়েছিলো অতিরিক্ত সময়ে। মোট ১২০ মিনিটের খেলায়ও আর কেউ গোল করতে পারেনি। ফলে সেমিফাইনালের দল নির্ধারণে টাইব্রেকারে ছাড়া উপায় ছিল না। নির্ধারিত সময়ে ফ্রান্সের হয়ে গোল করেন মিকায়েল ওলিসি এবং ওসমান ডেম্বেলে। প্রথমার্ধে কেউ কোনো গোল করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই, ম্যাচের ৫২তম মিনিটে মিকায়েল ওলিসি প্রথম ক্রোয়েশিয়ার গোলের তালা খোলেন এবং জালে বল জড়ান। ৮০ মিনিটের সময় দ্বিতীয় গোল করেন ওসমান ডেম্বেলে। পুরো ম্যাচে একক আধিপত্য বিস্তার করে খেলেছে ফ্রান্স। তাদের বল দখলের পরিমাণ ছিল ৬২ ভাগ। ক্রোয়েশিয়ার ৩৮ ভাগ। সব মিলিয়ে ফ্রান্স ২২টি সুযোগ তৈরি করেছিলো গোলের। যার মধ্যে মাত্র ২টি কাজে লাগাতে পেরেছে। অন্যদিকে ১২০ মিনিটের খেলায় ক্রোয়াটরা গোলের একটি সুযোগও তৈরি করতে পারেনি। টাইব্রেকারে প্রথম শট নেন এমবাপে। বল জড়ায় ক্রোয়েশিয়ার জালে। ক্রোয়াটদের প্রথম শট নিতে আসেন মার্টিন বাটুরিনা। তার শট ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠেকিয়ে দেন ফ্রান্স গোলরক্ষক মাইক মাইগনান। দ্বিতীয় শটে দুই দলই গোল করে। ফ্রান্সের অরিলিয়েন চুয়ামেনি এবং ক্রোয়েশিয়ার নিকোলা মোরো শট নেন। তৃতীয় শট দুই দলই মিস করে। ফ্রান্সের হুলেস কুন্দে এবং ক্রোয়েশিয়ার ফ্রাঞ্জো ইভানোভিচ- দু'জন তাদের শটকে পাঠিয়ে দেন গোলপোস্টের ওপর দিয়ে। চতুর্থ শটে গোল করে দু'দলই।

লাইফস্টাইল

অন্ত্রনালির গতিবিধি ঠিক রাখতে যা খাবেন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ইফতারে বাহারি খাবার খেয়ে অনেকের পেট ফাঁপা, বদহজমসহ বিভিন্ন সমস্যাগুলো দেখা দেয়। এ সমস্যা রোধ করতে স্বাস্থ্যকর কিছু অভ্যাস মেনে চলতে হবে আপনাকে। যেমন, অল্প অল্প ভাগে ভাগ করে খাওয়া ও ধকলের লাগাম টানা। সঙ্গে কয়েকটি খাবার নিয়মিত খেলে আপনার খুব একটা হজমের সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এরপরেও সমস্যা হলে যেতে হবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে। তাহলে চলুন জানি অন্ত্রনালির গতিবিধি ঠিক রাখতে যা খেতে হবে- * হজমে সমস্যা দেখা দিলে প্রথমেই যে খাবারটির নাম মাথায় আসে, সেটি হচ্ছে টক দই। প্রাচীন রোম থেকে এটি একটি ওষুধি খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটি শরীরের ক্ষতিকর চর্বি কমিয়ে হজম প্রক্রিয়া উন্নত করতে সাহায্য করে। * পেঁপেতে 'পাপাইন' নামে একটি এনজাইম থাকে, যেটি আমিষ জাতীয় খাবার হজমে বেশ সাহায্য করে। ফলটি ভিটামিন ও মিনারেলে পরিপূর্ণ। অল্প একটু লেবুর রস মিশিয়ে নিলে পেঁপে খেতে খুব ভালো লাগে। আপনি চাইলে অন্য ফলের সঙ্গে মিশিয়ে সালাদ বানিয়েও খেতে পারেন। * কলা হচ্ছে আঁশ পরিপূর্ণ একটি খাবার, এটি ভালো ব্যাকটেরিয়ার গতি বাড়ায়। শুধু তাই নয়, গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড থেকে আপনার পাকস্থলীকেও সুস্থ রাখে কলা। * আদা অন্ত্রনালির গতিবিধি ঠিক রেখে হজমে বেশ সাহায্য করে। গবেষণা মতে, খাবার খাওয়ার আগে আদা খেলে এটি পাকস্থলীকে খালি করে বদহজম থেকে রক্ষা করে। * সবুজ শাক-সবজি

ভিটামিন সি, এ, কে ও ফোলেটে পরিপূর্ণ। শুধু তাই নয়, গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে সবজিতে ইনুলিন থাকে যেটি প্রোবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এসব খাবারের সঙ্গে সঙ্গে আরও রাখতে পারেন হলুদ, আনারস, নারিকেল। এসব খাবার হজম প্রক্রিয়া উন্নত করতে বেশ সাহায্য করে। বদহজম বোধ করলে এগুলো খাওয়ার চেষ্টা করুন কিংবা প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় অল্প হলেও রাখার চেষ্টা করুন।

মনে রাখার সহজ ৫ পদ্ধতি জেনে নিন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : বর্তমান দ্রুতগতির এবং ডিজিটাল পৃথিবীতে তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি এবং দ্রুত শেখার ক্ষমতা একটি মূল্যবান দক্ষতা। আপনি যদি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেন অথবা আপনার ক্যারিয়ারে সফল হতে চান, তাহলে আপনার স্মৃতিশক্তি উন্নত করা জরুরি। কিছু সহজ কিন্তু শক্তিশালী কৌশল যা আপনার দৈনন্দিন রুটিনে যুক্ত করতে পারেন। এতে স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ হবে এবং মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে। ১. স্মৃতিবিদ্যা ব্যবহার, স্মৃতিবিদ্যা হলো এমন কিছু যা মস্তিষ্ককে কার্যকরভাবে তথ্য এনকোড করতে এবং পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করে। এই কৌশলে জটিল তথ্যকে সহজ শব্দ, বাক্যাংশ বা চিত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, সংক্ষিপ্ত শব্দ, ছড়া এবং গল্প বলা হলো কিছু সাধারণ স্মৃতিবিদ্যা পদ্ধতি। এছাড়াও তথ্যের সঙ্গে মানসিক চিত্র তৈরি করলে তা মনে রাখা সহজ করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি কোনো নতুন ভাষা শেখেন তাহলে পরিচিত বস্তু বা অভিজ্ঞতার সঙ্গে শব্দ যুক্ত করে তা মনে রাখতে পারেন। ২. স্মরণচর্চা, এর একটি উদাহরণ হলো, নোট বারবার পড়ার পরিবর্তে মূল বিষয়গুলো মনে রাখা। এর জন্য ফ্ল্যাশকার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে, কারণ এটি আপনার মস্তিষ্ককে কেবল এটি সনাক্ত করার পরিবর্তে স্মৃতি থেকে তথ্য টেনে আনতে বাধ্য করে। আরেকটি উপায় হলো, আপনি যা শিখেছেন তা অন্য কাউকে শেখানো। এটি জ্ঞানকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। ৩. পুনরাবৃত্তি কৌশল ব্যবহার করুন, আমরা সবাই স্কুলে এটি করেছি এবং এটি কিছুটা হলেও কাজ করে।

ইফতারে তরমুজের ২টি সহজ পানীয় তৈরির রেসিপি

লাইফস্টাইল ডেস্ক : রোজার ক্লান্তি অনেকটাই দূর করে দিতে পারে তরমুজের মতো সুস্বাদু ও রসালো ফল। এই ফলের প্রায় নব্বই ভাগ পানি। তাই ইফতারে নিয়মিত তরমুজ খেলে শরীরে পানির ঘাটতি অনেকটাই পূরণ হয়। ইফতারে রাখতে পারেন তরমুজ দিয়ে তৈরি নানা ধরনের পানীয়। যেগুলো ইফতারে পান করলে আপনি সতেজ বোধ করবেন। চলুন জেনে নেওয়া যাক এমনই ২টি পানীয় তৈরির রেসিপি- তরমুজ-কমলার জুস, প্রথমে তরমুজের খোসা ছাড়িয়ে নিন। এবার বীজ আলাদা করে টুকরা করে নিন। ৪ কাপ টুকরা ব্লেন্ডারে দিন। এরপর খোসা ও বীজ ছাড়ানোর ৪টি কমলার রস মেশাতে হবে। আরও দিতে হবে পুদিনা পাতা কুচি, স্বাদমতো চিনি ও পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ব্লেন্ড করে নিন। এবার পরিবেশন গ্লাসে পরিবেশন করতে হবে। যারা ঠান্ডা খেতে বেশি পছন্দ করেন তারা বরফের টুকরা মিশিয়ে নিতে পারেন।

তরমুজ স্মুদি, বিভিন্ন ধরনের স্মুদি তো খাওয়া হয়ই, তরমুজ দিয়ে স্মুদি খেয়েছেন কখনো? ইফতারে খেতে পারেন তরমুজের স্মুদি। সেজন্য প্রয়োজন হবে দুই কাপ খোসা ও বীজ ছাড়ানো তরমুজের টুকরা, ১ কাপ দই, ১ টেবিল চামচ মধু, সামান্য দারুচিনির গুঁড়া, পুদিনা পাতা কুচি ও পরিমাণ মতো চিনি। এবার সব একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। প্রয়োজন হলে কিছুটা পানি মেশাতে পারেন। এবার ইফতারে পরিবেশন করুন।

জীবন বাঁচাতে শিখে নিন সিপিআর পদ্ধতি

লাইফস্টাইল ডেস্ক : অনেকেই হয়তো নাটক ও সিনেমাতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়া মানুষের বুকের ওপর উঠে চাপাচাপি করার পর জ্ঞান ফিরে পাওয়ার দৃশ্য দেখেছেন। বুকের ওপর এই চাপাচাপি করাকে কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন (সিপিআর) বলা হয়। সিপিআর পদ্ধতি সবার জানা থাকলে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক, হার্টবিট বা নিশ্বাস বন্ধ হওয়া যে কারো জীবন বাঁচানো যেতে পারে। সিপিআর শুরু করার আগে জ্ঞান আছে কি না আগে নিশ্চিত হতে হবে। যদি জ্ঞান না থাকে দেখুন শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে কি না। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ থাকলে আশ-পাশে মানুষের ভিড় সরিয়ে নিয়ে দ্রুত সিপিআর শুরু করুন। তখন চিৎকার দিয়ে কাউকে ৯৯৯ ফোনকল দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স আনার অনুরোধ করতে পারেন। কেন সিপিআর প্রয়োগ দেবেন ৭০-৮০ শতাংশ হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া বা চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে এড়ানো যায় না অনেক প্রাণহানি। কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হলে হৃদস্পন্দন ও রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ব্যক্তি ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে অচেতন হয়ে যায়। ৩০-৬০ সেকেন্ডের মধ্যে রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। ফলে অক্সিজেনের অভাবে মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মৃত্যু ঘটে। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যথাযথ চিকিৎসা শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত সিপিআর ব্যক্তির রক্ত চলাচল ও শ্বাস-প্রশ্বাস চালু রাখতে সাহায্য করে। যেভাবে সিপিআর দেবেন, সবার উচিত সিপিআর সম্পর্কে ধারণা রাখা। আগে থেকে জানা থাকলে যে কেউ-ই সিপিআর দিতে পারবেন, এই অল্প সময়ের মধ্যে কারও জীবন বাঁচাতে সাহায্য করতে পারবেন। প্রথমেই কেউ অজ্ঞান হলে চিৎকার দিয়ে অন্য কারো সাহায্য চাইতে হবে। দুজন হলে সহজে কাজগুলো করা যাবে। * প্রথমেই আক্রান্ত ব্যক্তির আশপাশের অবস্থা দেখে নিন। আক্রান্ত ব্যক্তি কোনো বিপদসংকুল পরিবেশে থাকলে তা দূর

করা। যেমন বৈদ্যুতিক তার বা কোনো বিষাক্ত কিছু আশপাশে থাকলে তা সরিয়ে নেওয়া। এরপর দেখতে হবে আক্রান্ত ব্যক্তির জ্ঞান আছে কি না। জ্ঞান থাকলে তাকে স্বাভাবিকভাবে চিৎকরে শুয়ে দিতে হবে। যাতে তিনি ধীরস্থিরভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারেন।

ঈদের আগে চুল নিয়ে ভাবনা!

লাইফস্টাইল ডেস্ক : চুল নিয়ে চিন্তা নেই, এমন মানুষ কমই আছে। চিন্তা করার পরও শুধুই বাজারে শ্যাম্পু-কন্ডিশনারের ওপরই নির্ভর করি আমরা। আর মনে মনে এটা ভেবে ভালো লাগে, চুলের যত্নের কোনো অভাব নেই? কিন্তু সত্যি কি তাই? ঈদের আগে এই সময়ের আবহাওয়ায় চুলের স্বাস্থ্য এবং কোয়ালিটি বজায় রাখা নিয়ে বেশিরভাগ মানুষই সমস্যায় পড়েন? এর থেকে বাঁচার সহজ উপায় জেনে নিন বিখ্যাত হেয়ার এক্সপার্ট জাভেদ হাবিবের কাছে।

চুলের যত্নের বিষয়ে জাভেদ হাবিব বলেন-

শ্যাম্পু করার দশ মিনিট আগে মাথায় তেল লাগানো উচিত, সেই তেল হবে অবশ্যই সরিষার তেল, বাইরে গেলে, ধুলা বা রোদ থেকে ফিরে প্রতিদিন শ্যাম্পু করাটা বাধ্যতামূলক, নিয়মিত চুল কাটার বিষয়েও গুরুত্ব দিতে হবে, তিনি বলেন, ভালো হেয়ার কাটিং একজন মানুষের পুরো পার্সোনালিটি বদলে দিতে পারে, কারণ চুল কাটার পর একজনের 'লুকস' আরও বেশি ফ্রেশ লাগে। ঘরের যত্নে সপ্তাহে একটি ডিম আর একটি লেবুর রসই যথেষ্ট চুলের ঝলমলে সিল্কি রাখতে।

ইফতারে প্রন কাটলেট তৈরির রেসিপি

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ইফতারে সুস্বাদু কিছু খেতে চাইলে রাখতে পারেন কাটলেট। এটি তৈরি করা যায় অনেককিছু দিয়েই। তবে সবচেয়ে সহজ হলো চিংড়ির কাটলেট তৈরি করা। এতে খুব বেশি উপকরণ প্রয়োজন নেই আবার তৈরিও করা যায় ঝটপট। ইফতারে মুখরোচক চিংড়ির কাটলেট থাকলে তা সবাই খেতে পছন্দ করবে। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক ইফতারে প্রন কাটলেট তৈরির রেসিপি- তৈরি করতে যা লাগবে, বড় চিংড়ি- কয়েকটি, সেদ্ধ আলু- ২টি, কাঁচা মরিচ কুচি- আধা চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি- ১ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা- আধা চা চামচ, গরম মসলা গুঁড়া- ১ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া- স্বাদমতো, লবণ ও গোলমরিচ গুঁড়া- পরিমাণমতো, ধনেপাতা কুচি- ২ টেবিল চামচ, কর্নফ্লাওয়ার- পরিমাণমতো, ডিম- ২টি, ব্রেড ক্রাম্বস- ২ কাপ, তেল- ভাজার জন্য। যেভাবে তৈরি করবেন, চিংড়ির খোসা ছাড়িয়ে নিন। এবার ধুয়ে পাটায় বেটে অথবা ব্লেন্ডারে পেস্ট করে নিন। চিংড়ির পেস্টের সঙ্গে কর্নফ্লাওয়ার, আদা ও রসুনবাটা, কাঁচামরিচ ও পেঁয়াজ কুচি এবং সব গুঁড়া মসলা মাখিয়ে নিন। এবার সেই মিশ্রণ থেকে অল্প অল্প করে নিয়ে কাটলেটের আকৃতিতে গড়ে নিন। অন্য একটি পাত্রে ডিম, লবণ ও গোলমরিচ গুঁড়া ফেটিয়ে নিন। কাটলেটগুলো ডিমের গোলায় ডুবিয়ে ব্রেড ক্রাম্বস দিয়ে কোট করে নিন। কড়াইতে গরম তেলে সোনালি করে ভেজে নিন। এবার নামিয়ে পছন্দের কোনো সস বা চাটনির সঙ্গে ইফতারে গরম গরম পরিবেশন করুন।